সপ্তদশ বর্ষ [শ্রাবণ, ১৩৩৬] চতুর্থ উপন্যাস

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

রহস্য-লহরী

উপন্যাস-মালার
১৩৯ নং উপন্যাস

নেক্ড়ের আস্ফালন

[প্রথম সংস্করণ]

২৮ নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা
'রহস্য-লহরী' বৈদ্যুতিক মেসিন-প্রেসে
শ্রীদিব্যেন্দ্রকুমার রায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

'রহস্য-লহরী' কার্য্যালয়—
মেহেরপুর, জেলা নদীয়া।

রাজ সংস্করণ পাঁচ সিকা,—সুলভ সাধারণ, বার আনা মাত্র

নেকড়ের আস্ফালন

প্রথম লহর

পঞ্চম শকট অদৃশ্য

নিশাচর শ্বাপদ জন্তুগুলি নিশা-শেষে যেমন স্ব স্ব বাসস্থানে প্রত্যাগমন করে, কতকগুলি ট্যাক্সি সেই ভাবে নিস্তব্ধ নির্জ্জন পথ অতিক্রম করিয়া তাহাদের আড্ডায় ফিরিতে লাগিল।

এই সকল ট্যাক্সি বিভিন্ন পথ দিয়া লণ্ডনের সহরতলি হইতে একে একে তাহাদের যে গ্যারেজে ফিরিয়া আসিতেছিল—সেই গ্যারেজটি ভক্সহল-ব্রীজের সন্নিকটে অবস্থিত। ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত সুইফ্‌ট-সিয়োর মোটর-ক্যাব কোম্পানীর প্রধান আড্ডা।

পুলিশের মহাশত্রু, সমাজদ্রোহী পল সাইনস্‌ দীর্ঘকাল হইতে এই স্থানেই গোপনে বাস করিতেছিল। প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া পল সাইনস্‌ পুলিশের শক্তির কেন্দ্র স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড চূর্ণ ও বিধ্বস্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল, এবং লণ্ডনের ও সহরতলির বহুসংখ্যক ব্যাঙ্ক একই সময়ে লুণ্ঠন করিয়া, সমগ্র বৃটীশদ্বীপে অরাজকতার স্রোত প্রবাহিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। তাহার এই চেষ্টার ফল কি হইয়াছিল, তাহা 'ঝোপে ঝোপে নেকড়ে' নামক উপন্যাসে প্রকাশিত হইয়াছে।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর কয়েক ঘণ্টায় পল সাইনস্‌ যে সকল ভীষণ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল, সভ্য দেশের অপরাধের ইতিহাসে তাহা অতুলনীয়! পল সাইনসের অনুষ্ঠিত পৈশাচিক কার্য্য শেষ হইলে সেই রাত্রি-শেষে সে তাহার নিভৃত গুপ্তগৃহে বসিয়া তাহার প্রেরিত ট্যাক্সিগুলির প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। বে-তারের

একটি লাউড্-স্পীকার (a wireless loud-speaker) এবং কয়েকটি টেলিফোন তাহার সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সজ্জিত ছিল। তাহার দক্ষিণ হাতের নিকট একখানি কাগজ ছিল; তাহাতে কতকগুলি নম্বর লেখা ছিল। কয়েক মিনিট অন্তর লাউড্-স্পীকারের মুখ হইতে এক একটি সংখ্যা উচ্চারিত হইতেছিল, তাহা শুনিয়া পল সাইনস্ সেই কাগজখানির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, কাগজের সেই সংখ্যাগুলি পেন্সিল দিয়া কাটিয়া দিতেছিল। এই ভাবে যখন যে ট্যাক্সিখানি তাহার আদেশ পালন করিয়া গ্যারেজে ফিরিয়া আসিল, সে তৎক্ষণাৎ সেই গাড়ী জমা করিয়া লইল; যেন মধুমক্ষিকার দল মধু সঞ্চয় করিয়া একটির পর একটি গুণ-গুণ শব্দে তাহাদের মধুচক্রে ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

ইহার কুড়ি মিনিট পূর্ব্বে পল সাইনস্ সেই উচ্চ অট্টালিকার ছাদে দাঁড়াইয়া ওয়েষ্টমিনিষ্টার-ব্রীজের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিতেছিল। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার বিশাল হর্ম্ম্যের শিখর অতিক্রম করিয়া, অগ্নির লোহিতালোক গগনমণ্ডল উদ্ভাসিত করিল; এই দৃশ্য দেখিয়া সাইনস্ আনন্দে করতালি দিল। তাহার মুখে পৈশাচিক হাসি ফুটিয়া উঠিল। অল্পক্ষণ পরে 'এলার্ম বেলে'র ঢং-ঢং শব্দ বহুদূর হইতে তাহার কর্ণগোচর হইল। সে বুঝিতে পারিল স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে আগুন লাগিয়াছে এ সংবাদ ফায়ার-ব্রিগেডের দল জানিতে পারিয়াছে; কিন্তু সেই অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বেই স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের যে ক্ষতি হইবে তাহা শীঘ্র পূরণ হইবে না। তাহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছে; পুলিশের বিরুদ্ধে সে সদলে যে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল—সেই যুদ্ধে সে জয়লাভ করিয়াছে। সমগ্র পুলিশ-বাহিনী আজ তাহার হস্তে লাঞ্ছিত; আজ তাহাদের শোচনীয় পরাজয়, ইহা বুঝিতে পারিয়া পল সাইনস্ আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইল।

পল সাইনস্ স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অগ্নিকাণ্ড সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া প্রফুল্ল চিত্তে তাহার উপবেশন-কক্ষে ফিরিয়া আসিয়াছিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সে যে ভাবে প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছিল, তাহার দুরভিসন্ধি সফল করিয়াছিল, তাহা অন্যের অসাধ্য বলিয়াই তাহার ধারণা হইল। বিচারপতি মিঃ সোয়েন ষোল বৎসর পূর্ব্বে ওল্ড বেলীর বিচারালয়ে অবিচারে তাহার প্রাণদণ্ডের

আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; এই সুদীর্ঘকাল পরে বিচারপতিকে তাঁহার বিচার-বিভ্রাটের ফলভোগ করিতে হইয়াছে; তাঁহার ডল্‌উইচের গৃহে তাঁহার মৃতদেহ নিপতিত রহিয়াছে। সহর ও সহরতলির বহুসংখ্যক ব্যাঙ্ক এই একরাত্রে লুন্ঠিত হইয়াছে। অবশেষে লণ্ডনের পুলিশের প্রধান কেন্দ্র, পুলিশের সকল শক্তির উৎস স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সুবিস্তীর্ণ ভবন মশালের মত দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছে! (blazing like a torch.) লণ্ডনের বিভিন্ন থানা ও ফাঁড়ি প্রভৃতির সহিত তাহার যোগ-সূত্র টেলিফোনের লাইন বিধ্বস্ত হইয়াছে। (was utterly wrecked) মোটর-যোগে ভ্রাম্যমান পুলিশ-বাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য যে সকল বে-তার-যন্ত্র ছিল, তাহাও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে (lay in tangled ruins.) এক রাত্রিতে তাহার কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আইনের শক্তি মূক, বধির ও অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইংলণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত তাহার অনুষ্ঠিত ধ্বংস-লীলা ও লুণ্ঠনের কাহিনী কীর্ত্তিত হইয়া সমাজের সকল স্তরে ভীষণ উদ্বেগ ও আতঙ্ক সঞ্চারিত করিবে; সকলে শুনিতে পাইবে—যাহার চেষ্টায় এই সকল দুষ্কর্ম্ম, এইরূপ ভীষণ অরাজকতা সংসাধিত হইয়াছে—সে একজন জেল-খালাসী নগণ্য কয়েদী মাত্র। বিনা অপরাধে তাহাকে ষোল বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছে; এই সকল কার্য্য তাহারই প্রতিহিংসার ফল।

এই সকল দুষ্কর্ম্ম করিয়া পল সাইনস্ আনন্দে উৎফুল্ল হইলেও, সে নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই; তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল; তাহার মনে হইল তখনও তাহার জয়লাভ সম্পূর্ণ হয় নাই, কারণ তাহার মহাশত্রু মিঃ ব্লেক তখনও জীবিত! পল সাইনস্ কাহাকেও ভয় করিত না; এমন কি, মিঃ ব্লেককেও সে অগ্রাহ্য করিত, কিন্তু তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিতে পারিত না। সে জানিত—মিঃ ব্লেকই পুনঃ পুনঃ তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন, তিনি প্রত্যেকবার তাহার গুপ্ত সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়াছেন। তাঁহার কূট কৌশলে তাহাকে আরব্ধ কার্য্য ত্যাগ করিয়া লগুড়াহত কুকুরের ন্যায় এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পলায়ন করিতে হইয়াছে; তাহার পুত্রগণের জীবন ও স্বাধীনতা বিপন্ন হইয়াছে। যদি ভবিষ্যতে তাহাকে

লাঞ্ছিত, অপদস্থ ও বিপন্ন হইতে হয়—তাহা হইলে মিঃ ব্লেকই তাহার একমাত্র কারণ। তিনি জীবিত থাকিতে তাহার নিরাপদ হইবার আশা নাই; সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনাও বিলুপ্ত হইবে।

কয়েক মিনিট পরে আর একখানি ট্যাক্সি সুইফ্ট-সিয়োরের গ্যারেজে প্রবেশ করিল। সুড়ঙ্গের নীচে ট্যাক্সির যে আড্ডা ছিল—সেখানে কতকগুলি ট্যাক্সি শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। এই নবাগত ট্যাক্সিখানিও সুড়ঙ্গ দিয়া নামিয়া ধীরে ধীরে দাঁড়াইবার স্থানে উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে লাউড্-স্পীকার হইতে ধ্বনিত হইল, '৭নং ট্যাক্সি হাজির!'—পল সাইনস্ পেন্সিল তুলিয়া তাহার সম্মুখস্থিত তালিকায় ৭নং গাড়ীর হাজিরা লিখিয়া লইল। সে তালিকাখানি পাঠ করিয়া দেখিল, প্রায় সকল ট্যাক্সিই প্রত্যাগমন করিয়াছে, তাহাদের হাজিরা লিখিয়া লওয়া হইয়াছে, নামগুলিও কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে, কেবল ৫নং গাড়ী তখনও ফিরিয়া আসে নাই; তখনও তাহার নাম কাটা হয় নাই।

'লাউড্-স্পীকার' হইতে কথা বাহির হইল—"কাজ নির্ব্বিঘ্নে শেষ হইয়াছে কর্ত্তা! এখন পর্য্যন্ত কোন অসুবিধার কারণ ঘটে নাই। আমি মোটামুটি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি আজ রাত্রে পুলিশের চক্ষুতে ধূলা দিয়া বিভিন্ন ব্যাঙ্ক হইতে যে টাকা আমরা সংগ্রহ করিয়াছি—পাঁচ নম্বর ট্যাক্সির আমদানী বাদ দিয়াও তাহার পরিমাণ প্রায় তিন লক্ষ পাউণ্ড!"

পল সাইনস্ তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া মাথা তুলিল, সঙ্গে সঙ্গে ম্যাণ্টল্পিসস্থিত ব্রোঞ্জ ধাতু নির্ম্মিত ন্যায় দেবীর মূর্ত্তি তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। দেবীর চোখের বাঁধন আল্‌গা, এবং হাতের দাঁড়ির এক দিকের পাল্লা ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। (ill-balanced scales.) যে বিচার-বিভ্রাটে তাহার জীবনের অমূল্য ষোড়শ বৎসর কারাগারে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহাকে দুর্ব্বহ কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল, ইহা সেই বিচার-বিভ্রাটেরই প্রতীক। তাহার কারাক্লেশ স্মরণ রাখিবার জন্যই সেই স্থানে সে এই মূর্ত্তি এইভাবে সংস্থাপিত করিয়াছিল। সুবিচারের ব্যভিচারের প্রতি কি মর্ম্মান্তিক কঠোর বিদ্রূপ!

তিন লক্ষ পাউণ্ড!—ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড বিনিময়েও পল সাইনস্ তাহার

সঙ্কল্পিত প্রতিহিংসায় প্রতিনিবৃত্ত হইত না। তাহার অর্থলোভ ছিল না; ভোগের জন্যও সে লুণ্ঠন করিত না; তাহার কঠোর সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য অর্থের প্রয়োজন ছিল। যে সকল দস্যু তাহার আদেশে পরিচালিত হইত, তাহারা নিঃস্বার্থভাবে তাহার আদেশ পালন করিবে—তাহার সম্ভাবনা ছিল না। নিত্য তাহার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হইত; এই বিপুল ব্যয়ে তাহার ভাণ্ডার শূন্য হইয়াছিল, সুতরাং তাহা পূর্ণ করিবার জন্য সে লণ্ডনের ও সহরতলির ব্যাঙ্কগুলি লুণ্ঠন করিতেছিল।

সাইনস্ অস্ফুট স্বরে বলিল, "রবার্ট ব্লেককে এত দিনের চেষ্টাতেও সাবাড় করিতে পারিলাম না! তাহার অনধিকার চর্চ্চায় আমার পনের লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতি হইয়াছে। সে আমার বিরুদ্ধাচরণ না করিলে আমি নেশন্যাল বৃটীশ ব্যাঙ্কের দশ লক্ষ পাউণ্ড আত্মসাৎ করিতে পারিতাম। ষ্টেড্ফাষ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর প্রতিশ্রুত অর্থরাশি হাতে পাইয়াও আমাকে হারাইতে হইত না। গত রাত্রে আমি তাহাকে কায়দায় পাইয়াছিলাম; কিন্তু তাহাকে গুলী করিতে পারিলাম না! এবার যখন তাহাকে হাতে পাইব তখন আর সে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না। হাঁ, এবার তাহাকে যমালয়ে পাঠাইয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিব।"

পল সাইনস্ অগ্নিকুণ্ডের নিকটে বসিয়া নানা কথা চিন্তা করিতে লাগিল। হঠাৎ ঘড়ির ঠং ঠং শব্দে তাহার চিন্তাস্রোত অবরুদ্ধ হইল। সে তৎক্ষণাৎ টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া লইয়া কাহাকে বলিল, "পাঁচ নম্বরের খবর কি?"

টেলিফোনে উত্তর আসিল, "তাহার কোন সংবাদ নাই কর্ত্তা! ব্যাপার কি তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। সকল ট্যাক্সিই ফিরিয়াছে, কেবল পাঁচ নম্বরেরই এখনও অনুপস্থিত!"

সাইনস্ বলিলেন, "৫নং গাড়ী লইয়া গিয়াছে কে? র‍্যাপ্সন্ নয়? ড্রাইভার উইকলো সেই গাড়ী চালাইতেছিল ত? এপ্সমের ইন্টার-অরবান ব্যাঙ্কে তাহাদের যাইবার কথা ছিল। রাত্রি সাড়ে বারটার সময় তাহাদের সেখানে

উপস্থিত হইবার কথা। এতক্ষণ তাহাদের ফিরিয়া আসা উচিত ছিল। সেখানে তাহারা কোন বিপদে পড়িয়াছে না কি ? শীঘ্র সন্ধান লও, এবং—"

কিন্তু তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সেই কক্ষের আলোক সহসা গাঢ় লোহিত বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইল। সাইনস্ সেই আলোর দিকে চাহিয়া অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ব্যাকুল ভাবে চারি দিকে চাহিতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিল, কোন বিপদের আশঙ্কা আসন্ন! আকস্মিক বিপদ অপরিহার্য্য হইলেই এইরূপ লাল আলো দ্বারা তাহাকে সতর্ক করিবার আদেশ ছিল।—কিন্তু এরূপ গোপনীয় স্থানেও বিপদের আশঙ্কা ?

পল সাইনস্ তৎক্ষণাৎ রিসিভার নামাইয়া-রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।—সেই মুহূর্ত্তে লাউড্-স্পীকারের গহ্বর হইতে শব্দ আসিল,—"পুলিশ !"

দ্বিতীয় লহর

মিঃ ব্লেকের নৈশ ভ্রমণ

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অগ্নিরাশি যথাসাধ্য চেষ্টায় নির্ব্বাপিত করিয়া ফায়ার-ব্রিগেড তাহাদের যন্ত্রাদি লইয়া প্রস্থান করিল। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বিশাল অট্টালিকার সম্মুখে টেম্‌স নদীর বাঁধের উপর যে সকল নর-নারী দলবদ্ধ হইয়া অগ্নিকাণ্ড দেখিতেছিল, অগ্নি নির্ব্বাপিত হওয়ায় তাহারা কয়েক মিনিটের মধ্যেই অদৃশ্য হইল। কেহ বলিল, "স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড এ যাত্রা রক্ষা পাইল, ভালই হইল; নতুবা চোর ডাকাতগুলার অত্যাচারে প্রাণ হাতে করিয়া লণ্ডনে বাস করিতে হইত।" কেহ বলিল, "আগুন এত শীঘ্র নিবিয়া গেল! মজাটা ভাল জমিল না। ও ঘোড়ার ডিম থাকিলেই বা কি, আর ভস্ম হইলেই বা কি? আমাদের কাছে সবই সমান।"—দুই এক জন গাঁটকাটা ও বদ্‌মায়েস বলিল, "ও যাওয়াই ভাল ছিল। পুলিশের 'আস্পর্দ্ধা' খুব বাড়িয়া গিয়াছে!"—ইত্যাদি!

অগ্নিরাশি নির্ব্বাপিত হইল বটে, কিন্তু রবার ও নানা প্রকার জিনিস-পত্র পুড়িয়া যে ধোঁয়া উঠিতেছিল—তাহার দুর্গন্ধে বায়ুস্তর দীর্ঘকাল ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কোন কোন ভাঙ্গা জানালা দিয়া কক্ষস্থিত ধূমায়মান অগ্নিরাশির নির্ব্বাপিত-প্রায় স্ফুলিঙ্গ তখনও দেখা যাইতেছিল। যাহারা অগ্নি-নির্ব্বাণ করিতে আসিয়াছিল, তাহাদের কয়েকজন ক্যানন রোর পুলিশের সম্মুখে দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছিল। সদর দরজার অদূরে একখানি সুন্দর ও বহুমূল্য মোটর-কার দাঁড়াইয়াছিল। যাহারা সেই গাড়ী চিনিত, তাহারা তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিল—স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বাস্তু-দেবতা সার হেনরী ফেয়ার-ফক্স তখন পর্য্যন্ত তাঁহার আফিস ত্যাগ করেন নাই।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে কিরূপে হুতাশনের আবির্ভাব হইল তাহার প্রকৃত কারণ অতি অল্প লোকেই জানিতে পারিয়াছিল; অবশেষে সেই অগ্নিরাশি সহজেই

নির্ব্বাপিত হইল দেখিয়া অধিকাংশ লোকের ধারণা হইল—কোন বৈদ্যুতিক কলের ত্রুটিতেই (by an electrical defect) ঘরের জিনিস-পত্রে আগুন লাগিয়াছিল, এবং সেই অগ্নি ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়াছিল। বিজলি-প্রভাবে অগ্নিকাণ্ডের দৃষ্টান্ত বিরল নহে বলিয়া একথা অনেকেই বিশ্বাস করিল।

সার হেনরী ফেয়ারফক্সের খাস-কামরায় তখনও পরামর্শ চলিতেছিল। সার হেনরী ব্যতীত সেখানে পুলিশের চারিজন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের অভিজ্ঞতায় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে এইরূপ ভীষণ দুর্ঘটনা নূতন। পল সাইনস্ পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ দেশের পুলিশের সুনিয়ন্ত্রিত বিধানে যে দণ্ডাঘাত করিয়াছিল, তাহাতে তাহার বনিয়াদ পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়াছে—ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিলেন না! তাহার টেলিফোনের কল, বে-তারের বিবিধ যন্ত্রাদি ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া পিণ্ডাকার হইয়া ধ্বংশস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। (was a heap of twisted, shapeless ruins.)

পল সাইনস্ স্বয়ং এই অপকর্ম্ম সংসাধিত করিয়াছিল; তাহার অনুচরবর্গ মোটর লইয়া লণ্ডনের ও সহরতলির বহুসংখ্যক ব্যাঙ্ক প্রায় একই সময়ে লুণ্ঠিত করিয়াছিল। তাহাদের দস্যুবৃত্তিতে চতুর্দ্দিকে আতঙ্ক-সঞ্চার হইয়াছিল। পুলিশের সদর আড্ডায় (head quarters) পনের, কুড়ি মিনিট বা আধঘণ্টা অন্তর লণ্ডনের বিভিন্ন পল্লী হইতে ব্যাঙ্ক-লুঠের সংবাদ আসিতে লাগিল। ক্যাননূ রোর থানায় লোকের ভিড় জমিয়া গেল; কেহ অভিযোগ করিতে আসিল, কেহ সংবাদ লইতে আসিল, কেহ বা পল্লীবাসীদের অভিযোগ শুনিতে আসিল। সার হেনরী ফেয়ারফক্স বুঝিতে পারিলেন—সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিরা দলে দলে তাঁহাকে আক্রমণ করিবে; দৈনিকগুলির পক্ষ হইতে তাহারা দুর্ঘটনার সকল বিবরণ সংগ্রহের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবে। পরদিন বেলা নয়টার পর কোন সংবাদ লুকাইয়া রাখা তাঁহার বা তাঁহার সহকারীবর্গের সাধ্য হইবে না। তবে জন সাধারণের হিতের জন্য তিনি কোন কোন সংবাদ—যে সকল সংবাদ পল সাইনসের অনুকূল, এবং পুলিশের অগৌরবজনক—গোপন করিতে পারিবেন বটে,

কিন্তু তিনি তাহা গোপন করিতে পারেন ইহা বুঝিতে পারিয়া পল সাইনস্ পুলিশ কমিশনরকে জানাইয়া রাখিয়াছিল—যদি তিনি সংবাদ পত্রের প্রতিনিধি-বর্গের নিকট সত্য ঘটনার বিবরণ গোপন করেন—তাহা হইলে সে কি ভাবে পুলিশকে অপদস্থ করিয়াছে এবং স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রত্যেক সংবাদ পত্রে প্রেরণ করিবে।

সার হেনরী ফেয়ারফক্স এজন্য দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়াছিলেন; তাঁহার দাড়ি গোঁফ-ঢাকা মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাঁহার নীল নেত্রে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা পরিস্ফুট হইতেছিল। ক্রোধে তাঁহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল। তিনি তাঁহার সহকারীগণের মুখের দিকে চাহিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "মিঃ রবার্ট ব্লেক কয়েক মিনিট পূর্ব্বে যে কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার অতিরিক্ত কোন কথা আমার বলিবার নাই। পল সাইনস্—একটা নগণ্য ফেরারী আসামী যে ভাবে আমাদিগকে অপদস্থ করিয়াছে, আমরা তাহার হস্তে যেরূপ পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছি, তাহা যদি আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয়, এবং জন সমাজের গোচর করিতে হয়, তাহা হইলে পুলিশের অধঃপতন ও দুর্নামের সীমা থাকিবে না। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে পূর্ব্বে কখন এভাবে বিপন্ন হইতে হয় নাই, ইহা তোমাদের অজ্ঞাত নহে।"

প্রধান ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "সংবাদ পত্রসমূহ ঐ সকল সংবাদ প্রকাশ করিতে না পারে—এরূপ ব্যবস্থা করুন।" (censor the newspapers.)

সার হেনরী বিরক্তি ভরে বলিলেন, "যদি ইহা সম্ভব হয়—তাহা হইলেও এরূপ কার্য্যের ফল শোচনীয় হইবে। এরূপ ব্যবস্থা করিলে জনসাধারণ অবিলম্বে আমাদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইবে।. (we should have the public up in arms at once.) তাহাদের ধারণা হইবে প্রকৃত ঘটনা আরও অধিক ভয়াবহ হইয়াছে। জনরব প্রচারিত হইবে যে, স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড ভস্মীভূত হইয়াছে এবং লণ্ডনের সকল ব্যাঙ্ক লুণ্ঠিত হইয়াছে। পল সাইনস্‌ই এই মিথ্যা সংবাদ প্রচারিত করিবে। তখন কোন ব্যাঙ্কের উপর জনসাধারণের বিশ্বাস থাকিবে না, ব্যাঙ্ক-গুলির অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন হইবে, হাজার হাজার লোক ব্যাঙ্কের দরজায়

আসিয়া তাহাদের গচ্ছিত টাকা তুলিয়া লইবার জন্য সোরগোল আরম্ভ করিবে, ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থা শোচনীয় হইবে।

"এ অবস্থায় আমাদের সম্ভ্রম রক্ষার একটিমাত্র উপায় আছে।—আজ পল সাইনস্‌কে গ্রেপ্তার করিতেই হইবে। হাঁ, বেলা নয়টার পূর্ব্বেই তাহাকে গ্রেপ্তার করা প্রয়োজন। বেলা নয়টার পর আমি কোন সংবাদ পত্রের রিপোর্টারকে থামাইয়া রাখিতে পারিব না। যদি আমরা সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিগণকে পল সাইনসের গ্রেপ্তারের সংবাদ দিতে পারি, এবং পল সাইন্‌সকে আদালতে হাজির করিতে পারি—তাহা হইলে তাহাকে দেখিয়া জনসাধারণ আশ্বস্ত হইবে, এবং স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দুর্নামের আশঙ্কা তিরোহিত হইবে। কিন্তু বেলা নয়টার পূর্ব্বে পল সাইনস্‌কে গ্রেপ্তার করিতে না পারিলে আমাদের সম্মান রক্ষার, এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভের কোন উপায় নাই।"

সার হেনরী ফেয়ার-ফক্সের সহিত যখন তাঁহার সুদক্ষ ও বিশ্বস্ত সহযোগীবর্গের এইরূপ পরামর্শ চলিতেছিল—সেই সময় একজন দীর্ঘাকৃতি সবলকায় পুরুষ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সদর দরজা হইতে বাহির হইয়া অদূরবর্ত্তী বাঁধের এদিকে ওদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তখনও রাত্রির অবসান হয় নাই। বাঁধের উপর যে সকল আলো জ্বলিতেছিল, তাহা রাত্রি-শেষের পাতলা কুয়াসায় আবৃত হইয়া মৃদু আভা বিকীর্ণ করিতেছিল। সেই সময় বাঁধের উপর অধিক লোকের সমাগম ছিল না। কেবল ওয়েষ্টমিনিষ্টার-ব্রীজের নিকট কফির যে দোকান ছিল, তাহার সম্মুখে জাগরণ-ক্লিষ্ট কয়েক জন নিশাচর কফিখোরের জটলা লক্ষিত হইতেছিল।

যে দীর্ঘকায় লোকটির কথা বলিলাম, তিনি চিন্তাকুল চিত্তে চলিতে চলিতে একটি চুরুট বাহির করিয়া তাহা ধরাইয়া লইলেন; তাহার পর 'বিগ বেন' নামক বিশালাকার ঘড়ির আলোকিত ডায়েলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "আর ছয় ঘণ্টা মাত্র সময় আছে। এই ছয় ঘণ্টার মধ্যে তাহাকে লণ্ডনের জন-সমুদ্রের ভিতর হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে!"

লোকটি চলিতে চলিতে নদীর বাঁধের ধারে থামিলেন এবং নদীর অদূরে

একখানি বেঞ্চি দেখিয়া তাহার উপর বসিয়া পড়িলেন। কিছুকাল পরে একজন স্থূলদেহ পুলিশ কর্ম্মচারী সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত পথিকের পাশে সেই বেঞ্চিতেই বসিয়া পড়িলেন। তাঁহাদের উভয়েই তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন।

একজন পুলিশ কনষ্টেবল বাঁধের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ হয় সে তখন রোঁদে বাহির হইয়াছিল। সে চলিতে চলিতে সেই বেঞ্চির অদূরে উপস্থিত হইল, এবং বিস্মিত ভাবে বেঞ্চির উপর উপবিষ্ট সেই ভদ্রলোক দু'জনের দিকে চাহিয়া রহিল; কিন্তু তাঁহারা তাহার দিকে একবারও ফিরিয়া চাহিলেন না!

কনষ্টেবলটি মুহূর্ত্তপরে সেই স্থান ত্যাগ করিল। সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "ইন্‌স্পেক্টর কুটস ডিটেক্‌টিভ মিঃ ব্লেকের সঙ্গে এই রাত্রি-শেষে—রাত্রি স'তিনটার সময় নদীর ধারে বেঞ্চির উপর পাশাপাশি বসিয়া আছেন দেখিতেছি! অদ্ভুত ব্যাপার।"

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "নির্জ্জনে চিন্তা করিবার উপযুক্ত স্থান বটে!"—তিনি চুরুটের বাক্স ইন্‌স্পেক্টর কুটসের হাতে দিলে কুটস একটি চুরুট তুলিয়া লইয়া মুখে গুঁজিলেন; তাহার পর চুরুটে দুই একটি টান দিয়া বলিলেন, "পল সাইনসের সহিত যুদ্ধে আমরা জয় লাভ করিব, এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছি। আমার বিশ্বাস, আমরা দুই জনে অবশিষ্ট রাত্রিটুকু এখানে স্থির ভাবে বসিয়া থাকিলে পল সাইনস্ ঘুরিতে ঘুরিতে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে, এবং আমরা যাহাতে তাহার হাতে হাতকড়ি আঁটিয়া দিতে পারি—এজন্য হাত দু'খানি বাড়াইয়া দিবে।" (and hold his hands out for the bracelets.)

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুটসের এই বিদ্রূপোক্তিতে বিচলিত না হইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এবিষয়ে আমার বিশ্বাস তোমার বিশ্বাসের মত গভীর নহে, তবে তাহাকে ধরা দিতে হইবে—এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তুমি আশা করিতেছ সে আমাদের কাছে আসিবে; কিন্তু এবিষয়ে তোমার সহিত আমার একটু মতভেদ হইতেছে। সে আমাদের কাছে না আসিলেও তাহার সঙ্গে আমাকে দেখা করিতেই হইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "আমরা তাহার ঠিকানা জানি না, সুতরাং তাহার কাছে আমাদের যাইবার উপায় নাই; এ অবস্থায় কি কৌশলে তাহার সঙ্গে দেখা করিবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই কথাই ভাবিতেছি; এরূপ কোন্ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে যে উপায়ে তাহাকে আমাদের সম্মুখে বাহির করিতে পারা যায়।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "অর্থাৎ তাহাকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে বাধ্য করিতে হইবে!—এই সঙ্কল্পটি প্রশংসাযোগ্য।—ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে আমাদের অনেক কষ্টের লাঘব হইবে। যদি পল সাইনসের গুপ্ত আড্ডার টেলিফোনের নম্বরটিও আমাদের জানা থাকিত—তাহা হইলে তাহাকে ডাকিয়া স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতাম, বলিতাম, 'দোস্ত, অবসর মত সেখানে আসিও—চুরুট ফুঁকিতে ফুঁকিতে দুটো খোস গল্প করা যাইবে।' সে আমাদের ন্যায় হিতৈষী বন্ধুদের মনোরঞ্জনের জন্য নিশ্চয়ই সেখানে বেড়াইতে যাইত; তখন সুযোগ বুঝিয়া আমরা তাহার মাথায় এক দাণ্ডা ঝাড়িতাম। সেই এক দাণ্ডাতেই সে ঘুরিয়া পড়িত। তখন তাহার দুই হাতে লোহার বালা পরাইয়া দিয়া একটি সুন্দর গরম কুঠুরীতে সুকোমল শয্যায় তাহাকে শয়ন করাইতাম; অতিথি-সৎকারের কোন ব্যবস্থারই ত্রুটি হইত না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার প্রস্তাবটি তাহার পক্ষে লোভনীয় হইত সন্দেহ নাই; কিন্তু তুমি আমার কথা ঠিক বুঝিতে পার নাই। মাছ ধরিতে হইলে জাল না ফেলিলেও অন্য উপায়ে তাহা ধরিতে পারা যায়। আমরা তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছি যে, তাহার মত অপরাধীকে কোন সাধারণ উপায়ে ফাঁদে ফেলিবার আর আশা নাই; সুতরাং আমাদিগকে কোন অসাধারণ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। (we must resort to extraordinary methods.)

"দেখ কুট্‌স, প্রত্যেক ব্যক্তির বর্ম্মে এরূপ একটি স্থান আছে—যে স্থানটি সহজেই বিদ্ধ হইতে পারে। পল সাইনসের চরিত্রও দুর্ভেদ্য বর্ম্মের মত ঘাতসহ; কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাহার সেই চরিত্রেরও একটু দুর্ব্বলতা আছে—

সেই দুর্ব্বলতা তাহার কার্য্যসিদ্ধিজনিত অহঙ্কার। সে আমাদের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়াছে, এবং এজন্য যথেষ্ট গৌরব অনুভব করিতেছে। তাহার অনুষ্ঠিত অপকার্য্যের সাফল্য সম্বন্ধে প্রকাশ্য ভাবে যতই আলোচনা চলিবে—তাহার আনন্দ ততই অধিক হইবে। একটা দৃষ্টান্ত দিই—সে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া কি ভাবে জয়লাভ করিয়াছে, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কি ক্ষতি করিয়াছে—তাহা সে সংবাদ পত্রগুলিতে প্রকাশিত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। এজন্য সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যদি পুলিশ ইহা অস্বীকার করে, এবং সে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইয়া যে সকল কাজ করিয়াছে—সেই সংবাদ যদি পুলিশ গোপন রাখিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সে সংবাদ পত্রসমূহে তাহার অনুষ্ঠিত কার্য্যের বিস্তৃত বিবরণ স্বয়ং প্রকাশ করিবে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "হাঁ, ইহা সে নিশ্চয়ই করিবে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে জনসমাজে হাস্যাস্পদ করিবার জন্য সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ সকল কথা সংবাদ পত্রগুলিতে প্রকাশিত হইলেই পার্লিয়ামেণ্টে এই ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইবে; জনসমাজও তুমুল কোলাহল আরম্ভ করিবে। তখন হোম-সেক্রেটারী জনসমাজে অপদস্থ হইবার ভয়ে নিরুপায় হইয়া সকল দোষ আমাদেরই ঘাড়ে চাপাইবেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার অনুমান মিথ্যা নহে। আমি কি করিতে চাই তাহাই শোন। আমি তাহাকে খোঁচাইয়া উত্তেজিত করিবার এরূপ একটি উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতেছি যে, সেই উত্তেজনার বশে সে এমন ভয়ঙ্কর বোকামী করিয়া বসিবে যাহার ফলে তাহার পতন অপরিহার্য্য হইবে। তাহার সম্বন্ধে একটা মিথ্যা জনরব প্রচারিত হইলে, সে প্রকাশ্য ভাবে তাহার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইবে; তখন নিজেকে লুকাইয়া রাখা তাহার অসাধ্য হইবে। সেই সুযোগে আমরা তাহাকে হাতে পাইব।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "তুমি পল সাইনস্‌কে যতই গালি দিবে, তাহার পৈশাচিকতা ও নিষ্ঠুরতা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিবে, সে ততই আত্মপ্রসাদে

স্ফীত হইয়া উঠিবে। সুতরাং তুমি তাহাকে খোঁচাইয়া কি ফল পাইবে তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই—একথা শুনিয়া তুমি আমাকে গাধা বলিয়া উপহাস করিলে আমি নাচার!—তুমি কি বলিতে চাও যদি তুমি সংবাদ পত্রে প্রকাশ কর—পল সাইনস্ পুলিশের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর কুটস সেই সময় হঠাৎ তাহাকে ধরিয়া তীক্ষ্ণধার ক্ষুর দিয়া তাহার নাকটি কাটিয়া লইয়াছেন, তাহা হইলে তোমার কথা যে মিথ্যা, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য সে কোন প্রকাশ্য স্থলে উপস্থিত হইয়া জন সাধারণকে তাহার নাকটি দেখাইয়া যাইবে? অর্থাৎ নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও তোমার উক্তির অসারতা সপ্রমাণ করিবে?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সে নাক দেখাইবার জন্য কোন প্রকাশ্য স্থলে উপস্থিত হইবে কি না বলিতে পারি না; কিন্তু অন্য একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। মনে কর যদি প্রভাতে বেলা নয়টার সময় পুলিশ কমিশনর এই ঘোষণা প্রচারিত করেন যে, পল সাইনস্‌কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে; জন সাধারণের উৎকণ্ঠার আর কোন কারণ নাই। বিচারে তাহার প্রতি যথাযোগ্য দণ্ডের ব্যবস্থা হইবে। তাহা হইলে পল সাইনস্ এই উক্তির প্রতিবাদ করিবার জন্য কি করিবে অনুমান করিতে পার?”

ইন্‌স্পেক্টর কুটস বলিলেন, “তুমি কি ক্ষেপিয়াছ ব্লেক! যাহা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা অসাধ্য হইবে, আমাদের বড় সাহেব সেরূপ মিথ্যা জনরব প্রচারিত করিবেন না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “অর্থাৎ তুমি বলিতেছ বড় সাহেবের আশঙ্কা—পল সাইনস্ সেই জনরব মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিবে। আমিও ঠিক সেই কথাই বলিতেছি।”

ইন্‌স্পেক্টর কুটস উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “আমি বলিতেছি, যে-কোন নির্ব্বোধ তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিবে। এই জনরব আপনা-হইতেই মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে। পল সাইনস্ ধরা পড়িয়া থাকিলে পুলিশ সেই দিনই তাহাকে কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করিতে বাধ্য হইত!

ইহাতেই তাহার গ্রেপ্তার সপ্রমাণ হইত, এবং তাহার বিচারের দিন ধার্য্য হইত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মনে কর যদি আমরা তাহাকে কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করিতাম; অর্থাৎ তাহাকে ধরিতে না পারিলেও যদি এরূপ কোন লোককে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করিতাম—যাহার চেহারা পল সাইনসের চেহারার ঠিক অনুরূপ, আর যদি পল সাইনস্ ভিন্ন অন্য কেহ ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আসিয়া তাহাকে অন্য লোক বলিয়া সনাক্ত করিতে না পারিত—তাহা হইলে অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়াইত?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না; তিনি বিস্মিত ভাবে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার কি বিশ্বাস—পল সাইনস্ ধরা না পড়িলেও যদি সাধারণের ধারণা হয় সে সত্যই ধরা পড়িয়াছে, তাহা হইলে সে এই মিথ্যা অপবাদ নীরবে সহ্য করিবে? সে প্রত্যেক সংবাদ পত্রে জনসাধারণের এই ধারণার প্রতিবাদ করিতে পারে, প্রত্যেক সংবাদ পত্রের সম্পাদককে টেলিফোন করিয়া জানাইতে পারে—পুলিশ তাহাকে ধরিতে পারে নাই, সে স্বাধীন ভাবে বাস করিতেছে। কিন্তু তাহার এই কথা যে সত্য, ইহার প্রমাণ কোথায়? তাহার গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রচারিত হইবার পরও সে দশ বার স্থানে ডাকাতি করিতে পারে, আরও অনেক ব্যাঙ্ক লুঠ করিতে পারে; কিন্তু এই সকল কার্য্য তাহার অনুচরবর্গ দ্বারা সঙ্ঘটিত হয় নাই, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ আছে কি? কেবল একটি কার্য্য দ্বারা সে সপ্রমাণ করিতে পারে পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই, তাহার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ আছে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "সেই কার্য্যটা কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে সশরীরে সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেই জন সাধারণের ভুল ধারণা অপসারিত হইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে তাহার যে অঙ্গুলি-চিহ্ন আছে,

তাহা দ্বারা পুলিশের কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। তাহার অঙ্গুলি-চিহ্ন অবিশ্বাস করিবার কি কোন কারণ আছে?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু তাহার অঙ্গুলি-চিহ্ন স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দপ্তরখানা হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারা যাইবে ইহার কি নিশ্চয়তা আছে? স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে—সেই অগ্নিকাণ্ডে অনেক অপরাধীর অঙ্গুলি-চিহ্ন নষ্ট হইয়াছে; পল সাইনসের অঙ্গুলি-চিহ্নও সেই সঙ্গে নষ্ট হইয়া থাকিবে। আমরা খানিক সময় লইবার চেষ্টা করিতেছি। পল সাইনস্ স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের যে ক্ষতি করিয়াছে, পুলিশকে যে ভাবে অপদস্থ করিয়াছে তাহার বিবরণ সংবাদ পত্রগুলিতে প্রকাশিত হইলে চতুর্দ্দিকে কলরব উঠিবে, পুলিশের দুর্নামের সীমা থাকিবে না, তোমাদিগকে জন সমাজে অপদস্থ হইতে হইবে; কিন্তু ইতিমধ্যে যদি আমরা ঘোষণা করিতে পারি—পল সাইনস্‌কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহা হইলে পল সাইনসের অনুষ্ঠিত ঐ সকল দুষ্কর্ম্মের ভীষণতা জনসাধারণ কিয়ৎ পরিমাণে অগ্রাহ্য করিতে পারিবে। সে তাহার সকল অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি পাইবে বুঝিয়া সকলে কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিবে।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিলেন। মিঃ ব্লেকের বুদ্ধি বিবেচনায় তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল; বিশেষতঃ স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গৌরব রক্ষার জন্য তিনি আত্মোৎসর্গ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি পুলিশের সম্মান রক্ষার জন্য মিঃ ব্লেককে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন; তাঁহাকে বলিলেন, “তোমার কথা শুনিয়া বুঝিলাম—পুলিশ কোন একজন লোককে আদালতে হাজির করিয়া তাহাকে পল সাইনস্ বলিয়া পরিচিত করিবে; কিন্তু এরূপ লোক কোথায় পাওয়া যাইবে? আর সে পল সাইনস্ বলিয়া নিজের পরিচয় দিতেই বা কেন সম্মত হইবে?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সেরূপ লোক আছে জানি। সে বলিবে বটে তাহাকে ভুল করিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে; কিন্তু ইহা সে সপ্রমাণ করিতে পারিবে না।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "সে সব চুলোয় যাক! (hang it all.) কিন্তু গ্রেপ্তারের প্রমাণ কোথায় পাওয়া যাইবে? পুলিশকে শপথ করিয়া বলিতে হইবে যে—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার কোন অসুবিধা হইবে না, গ্রেপ্তারেরও প্রমাণের অভাব হইবে না। যে লোকটিকে শৃঙ্খলিত করিয়া আনা হইবে তাহাকে দেখিয়া সকলেরই ধারণা হইবে সে পল সাইনস্‌ই বটে! পুলিশের এই স্বেচ্ছাকৃত ভ্রমের জন্ম যদি কৈফিয়ৎ দিতে হয়—তাহা পরে দিলেও চলিবে। এক সপ্তাহ সময় পাইলেই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড ঘর সাম্‌লাইয়া লইতে পারিবে। (to put its house in order.) সেই অবসরে আসল পল সাইনস্‌ যে ধরা পড়ে নাই, তাহার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ আছে—ইহা সপ্রমাণের জন্ম গুপ্ত স্থান হইতে সে বাহির হইতে কুণ্ঠিত হইবে না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "যে লোকটিকে গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে হাজির করা হইবে—সেই ব্যক্তি কে?"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের প্রশ্নের উত্তর দিতে উদ্যত হইয়াছেন ঠিক সেই সময় পথপ্রান্তবাসী একটি গৃহহীন ভবঘুরে নদীর বাঁধের উপর বসিয়া নির্নিমেষ দৃষ্টিতে নদীর দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "নদীতে একটা মৃতদেহ ভাসিয়া যাইতেছে! ঐ দেখুন সেই মৃতদেহ। উহা কোন পুলিশম্যানের মৃতদেহ; কারণ উহার দেহে যে কোট আছে, আমি সেই কোটের বোতাম দেখিতে পাইয়াছি। তাহা পুলিশম্যানের কোটের বোতাম!"

সে টেম্‌স্‌ বক্ষে ভাসমান মৃতদেহের দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিল।

তৃতীয় লহর

মৃতদেহ ও লুঠের মাল

মৃতদেহ জলে ভাসিতেছে—এ সংবাদ শুনিয়া মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাঁহাদের আসন ত্যাগ করিতেন কি না সন্দেহ, কারণ টেম্‌স নদীতে মৃতদেহ ভাসিয়া যাওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে; কিন্তু পুলিশম্যানের মৃতদেহ তাঁহাদের অদূরে ভাসিতেছিল—এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহারা আর সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া নদীর ধারে উপস্থিত হইলেন। যে লোকটির নিকট তাঁহারা এই সংবাদ শুনিয়াছিলেন, সে তাঁহাদের পাশে দাঁড়াইয়া বলিল, "ঐ দেখুন সেই মৃতদেহ! আপনারা দেখিতে পাইতেছেন না? উহা এখানেই ছিল, এখন কিছু দূরে ভাসিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও ত বেশ দেখা যাইতেছে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই কুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছন্ন অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া একটা কাল জিনিস দেখিতে পাইলেন; নদীর প্রখর স্রোতে তাহা ক্রমশঃ অধিক দূরে ভাসিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেই ভাসমান পদার্থটি কি তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দুই এক মিনিট সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তুমি কি ঠিক মৃতদেহই ভাসিতে দেখিয়াছ? না, তোমার চোখের ভুল! আমার মনে হইতেছে—এক-টুকরা কাঠ কি কাগজ ভাসিয়া যাইতেছে।"

লোকটা বলিল, "ও কাঠও নয় কাগজও নয়; উহা কোন পুলিশম্যানের মৃতদেহ কর্ত্তা! আমি তাহার মুখ দেখিয়াছি; এমন কি, তাহার পোষাকের বোতাম পর্য্যন্ত দেখিয়াছি। তবে লোকটা কন্‌ষ্টেবল কি লড়ায়ে গোরা, তা ঠিক বুঝিতে পারি নাই বটে! কন্‌ষ্টেবল বলিয়াই আমার মনে হইয়াছিল। আপনি কি বলিতে চাহেন—আমি কখনও কোন পুলিশম্যান দেখি নাই, বা

পুলিশম্যান দেখিলে চিনিতে পারি না? মরিয়া জলে ভাসিলেও সে ত পুলিশম্যান বটে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুটুস বলিলেন, "তোমার মত সাধু পুরুষ পুলিশম্যান চেনে না—এ কি একটা কথা? বরং তাহারাই তোমাকে চিনিতে না পারায় তুমি আজ স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ!"

লোকটা মুখ কাচু-মাচু করিয়া বলিল, "আপনি ত বেশ কথা বলিলেন! আমি কি তবে চোর? পুলিশকে সাহায্য করাও দোষ, না করাও দোষ।"

ইন্‌স্পেক্টর কুটুস তাহাকে আর কোন কথা না বলিয়া জল-পুলিশের একখানি মোটর-লঞ্চের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ওয়েষ্টমিনিষ্টার-ব্রীজের নিকটে আসিয়া তাহা চতুর্দ্দিকে সার্চ্চ-লাইটের তীব্র আলোক নিক্ষেপ করিতে লাগিল, এবং লঞ্চের উপর অনেকগুলি কর্ম্মচারী ঘুরিয়া বেড়াইতে ও অস্ফুট স্বরে কি বলাবলি করিতে লাগিল।

সেই সময় কি একটা কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ নদীস্রোতে নদীর মধ্যস্থলে ভাসিয়া গেল। পুলিশের মোটর-লঞ্চখানিও অবিলম্বে সেই দিকে অগ্রসর হইল। মিঃ ব্লেক তাহা দেখিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ কুটুস, জল-পুলিশের লঞ্চ ঐ দিকেই যাইতেছে। উহারা বোধ হয় মৃতদেহটি দেখিতে পাইয়াছে।"

যে ভবঘুরে লোকটা মৃতদেহটি প্রথমে দেখিতে পাইয়াছিল, সে বলিল, "আমি ত বলিয়াছি উহা মৃতদেহ; কোন কন্‌ষ্টেবলের মৃতদেহ কি না তাহা আপনারা শীঘ্রই জানিতে পারিবেন।"

পুলিশের লঞ্চ নদীর প্রায় মধ্যস্থলে গিয়া থামিল। তাহার সার্চ্চ-লাইটের আলো সেই কৃষ্ণবর্ণ পদার্থের উপর বিক্ষিপ্ত হইল। তাহার পর লঞ্চখানিকে আর একটু দূরে সরাইয়া লইয়া গিয়া দুই তিন জন কর্ম্মচারী লঞ্চের কিনারায় ঝুঁকিয়া পড়িল, এবং জলের ভিতর হাত বাড়াইয়া সেই পদার্থটিকে টানিয়া লঞ্চে তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "উহা মৃতদেহই বটে! ঐ দেখ লোকগুলা লঞ্চের কিনারায় ঝুঁকিয়া পড়িয়া উহা টানিয়া তুলিতেছে।"

মৃতদেহটি লঞ্চে উত্তোলিত হইলে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স লঞ্চের উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে তাহা দেখিতে পাইলেন। তিনি মিঃ ব্লেককে উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "ব্লেক, এ যে দেখিতেছি আমাদের পুলিশেরই লোক! ঐ দেখ উহার দেহে পুলিশের 'ইউনিফর্ম্ম' রহিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক নদীতীরে দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মৃত কনৃষ্টেবলের সাদা বোতাম ও কোমরবন্দের বগ্‌লস্ (belt-buckle) দেখিতে লাগিলেন। উজ্জ্বল আলোক তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রতিফলিত হইতেছিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স্ দ্রুতবেগে ভাসমান জেটির (floating pier) দিকে অগ্রসর হইলেন; মিঃ ব্লেকও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। সেই সময় জল-পুলিশের সার্জ্জেণ্ট কেরি তাহার হাতের লণ্ঠনের আলোক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "মিঃ কুট্‌স, আপনাদের আর একজনকেও জলের ভিতর মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল! আজই দুইজন পুলিশের মৃতদেহ নদী হইতে তুলিয়া লওয়া হইল। আর একজনও মরিয়া ঐভাবে জলে ভাসিতেছিল—সে কথা কি আপনি জানিতে পান নাই? তাহার মৃতদেহ আমরা ব্ল্যাক ফ্রায়ার্সের ও-ধার হইতে তুলিয়া—"

তাহার কথা শেষ হইল না, কারণ সেই সময় জল-পুলিশের দুইজন কর্ম্মচারী মৃতদেহটি পুলিশ-লঞ্চ হইতে নামাইয়া লইয়া থানার দিকে যাইতেছিল; মৃত ব্যক্তির পরিচ্ছদ হইতে টোপে টোপে জল ঝরিতেছিল। জল-পুলিশের সার্জ্জেণ্ট কেরি তাহার হাতের লণ্ঠনের আলো মৃতদেহের উপর বিক্ষিপ্ত করিয়া সভয়ে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিল।

মিঃ ব্লেক মৃতদেহ হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলেন না। এই শোচনীয় অপমৃত্যুর সহিত কি গভীর রহস্য বিজড়িত ছিল, সহসা তাহা অনুমান করা অসাধ্য বলিয়াই তাঁহার মনে হইল। মৃতব্যক্তির পরিচ্ছদ দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন—তাহা লণ্ডন-পুলিশের কোন কনৃষ্টেবলের দেহ। কনৃষ্টেবলটির বয়স অল্প, সে তরুণ যুবক; দেহ সুগঠিত (well-built)। তাহার শিরস্ত্রাণটি কোথায় খসিয়া পড়িয়াছিল, পাওয়া যায় নাই। তাহার উভয়

হস্ত মুষ্টিবদ্ধ, এবং তাহার কোটের বক্ষঃস্থলের কিয়দংশ খোলা; যেন কেহ তাহা সজোরে আকর্ষণ করিয়া খুলিয়া ফেলিয়াছিল, এবং একটি বোতাম অদৃশ্য হইয়াছিল। তাহার 'হুইশ্‌ল'টা চেনে বাধিয়া ঝুলিতেছিল। তাহার ললাটে গভীর ক্ষত-চিহ্ন।

সার্জেণ্ট কেরি সেই মৃতদেহের দিকে চাহিয়া বলিল, "মিঃ কুটস, এই হতভাগ্য কন্‌ষ্টেবলের এরূপ শোচনীয় মৃত্যুর কারণ কি? আপনি উহাকে চিনিতে পারিলেন কি? আপনার কোন তাঁবেদার নয়?"

ইন্‌স্পেক্টর কুটস বিষাদ ভরে মাথা নাড়িয়া মৃতদেহের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি মৃত কন্‌ষ্টেবলটার জলশিক্ত মাথার কাছে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া তাহার কোটের 'কলারে' গ্রথিত সূতার হরফগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সে যে বিভাগে নিযুক্ত ছিল, তাহার 'কলারে' সেই বিভাগের সাঙ্কেতিক নাম সন্নিবিষ্ট ছিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুটস ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, "ভিক্টোরিয়া বিভাগের কন্‌ষ্টেবল। মৃত্যুকালে বেচারা বোধ হয় নদীতীরবর্ত্তী কোন বীটে (river side beat) রোঁদে বাহির হইয়াছিল। হত্যাকাণ্ড বলিয়াই সন্দেহ হয়; কপালের ক্ষত গভীর।"

মিঃ ব্লেক ধীর ভাবে বলিলেন, "হঠাৎ পড়িয়া গিয়াও ঐরূপ গভীর ক্ষত হইতে পারে। মাথায় প্রচণ্ড বেগে আঘাত লাগায়, সেই আঘাতে মরিয়া জলে পড়িয়াছে, অথবা জলে পড়িয়া ঐরূপ সাংঘাতিক আঘাতের ফলে উহার মৃত্যু হইয়াছে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুটস বলিলেন, "কেহ বোধ হয় লাঠী মারিয়া কপাল ফাটাইয়া দিয়াছিল। সেই আঘাতে উহার মৃত্যু হইলে, সে মৃতদেহটা লাথি মারিয়া জলে ফেলিয়া দিয়াছিল—এরূপ অনুমান কি অসঙ্গত ব্লেক! উহার কোট জোর করিয়া টানিয়া খুলিবার চেষ্টা হইয়াছিল—ইহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে; এমন কি, একটি বোতাম পর্য্যন্ত কোথায় ছিঁড়িয়া পড়িয়াছে!"

মিঃ ব্লেক আর কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না। তর্কবিতর্কে

তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। সার্জ্জেণ্ট কেরি বিভাগীয় সার্জ্জনকে টেলিফোনে আহ্বান করিতে গিয়াছিল। দুইজন জল-পুলিশ তখন চেষ্টা করিয়া দেখিতেছিল—কৃত্রিম উপায়ে তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস সঞ্চালিত হইতে পারে কি না। তাহারা ভাবিয়াছিল চেষ্টা করিলে বেচারা বাঁচিতেও পারে।

কিন্তু তাহারা অবিলম্বেই বুঝিতে পারিল বৃথা চেষ্টা!—একজন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "না, শ্বাসনালীতে জল প্রবেশ করে নাই; অনুমান হইতেছে বেচারা নদীতে নিক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বেই মারা গিয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মৃত কন্‌ষ্টেবলের পকেট হাতড়াইয়া একটি পকেট হইতে 'ওয়ারেণ্ট কার্ড' বাহির করিলেন, এবং তাহা ব্যগ্রভাবে পাঠ করিয়া ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, "বি-ডিভিসনের পুলিশ কন্‌ষ্টেবল জন কীনব। অ্যাম্‌ব্রোশ্লাম্ এভিনিউর ফাঁড়িতে নিযুক্ত ছিল। সার্জ্জেণ্ট কেরি, ঐ ফাঁড়িতে টেলিফোন করিয়া সংবাদ লও—কখন এবং কোথায় উহাকে শেষ বার দেখা গিয়াছিল।"

কয়েক মিনিট পরে ডাক্তার আসিলেন, তিনি মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "বেচারা মরিয়া গিয়াছে; কিন্তু জলে ডুবিয়াই উহার মৃত্যু হইয়াছে এ কথা আমি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারিতেছি না। উহার শ্বাসনালীতে জলের অভাব; এজন্য আমার বিশ্বাস—নদীতে নিক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বেই উহার মৃত্যু হইয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "উহার কপালের আঘাতটা পরীক্ষা করিয়া আপনার কিরূপ ধারণা হইয়াছে ডাক্তার?"

ডাক্তার বলিলেন "আঘাতটা মৃত্যুর পূর্ব্বেই হইয়াছিল, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। উহার দেহ জলে নিক্ষিপ্ত হইবার'পর আঘাত-প্রাপ্তি মৃত্যুর কারণ নহে। কেহ উহাকে হত্যা করিয়াছে—এ কথা বলিতেও আমি প্রস্তুত নহি; কারণ ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব যে, এই কন্‌ষ্টেবল কোন উচ্চ স্থান হইতে হঠাৎ নীচে পড়িয়া মস্তকে সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াছিল; তাহার পর উহার মৃতদেহ নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হুম্! কেহ উহাকে হত্যা না

করিলে মৃতদেহ ডাঙা হইতে নদীর জলে নিক্ষেপ করিবার জন্ত কাহার গরজ পড়িয়াছিল ?"

ডাক্তার অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে ইন্‌স্পেক্টর কুটসের মুখের দিকে চাহিলেন, তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তিনি প্রয়োজনীয় মনে করিলেন না ; সে শক্তিও তাঁহার ছিল না।

সার্জ্জেণ্ট কেরি টেলিফোন করিয়া সেইস্থানে ফিরিয়া আসিল। সে বলিল, "জানিতে পারিলাম পুলিশ কন্‌ষ্টেবল জন কীনর ভক্সহল-ব্রীজের নিকট নদীর ধারে রেঁাদে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ফাঁড়িতে তাহার প্রত্যাগমনের সময় না হওয়ায়, ফাঁড়িতে তাহার অনুপস্থিতির জন্ত সন্দেহের কারণ ঘটে নাই। যে সার্জ্জেণ্ট রেঁাদের কন্‌ষ্টেবলদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্ত ঘুরিয়া বেড়ায়, সে বলিল—প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে কীনরের সঙ্গে তাহার দেখা হইলে কীনর তাহাকে সংবাদ দিয়াছিল—"সব ঠিক আছে,'—তাহার নিকট কোন দুসংবাদ পাওয়া যায় নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুটস সার্জ্জেণ্ট কেরির কথা শুনিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে সেই সার্জ্জেণ্টের সঙ্গে উহার দেখা হইবার অল্পকাল পরেই উহাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল ; কারণ উহার মৃতদেহ সেই স্থান হইতে এত দূরে ভাসিয়া আসিতে যে সময় লাগিয়াছিল—তাহা আধ ঘণ্টা অপেক্ষা অল্প নহে।"

ডাক্তার হতভাগ্য কন্‌ষ্টেবলের মৃত্যুর কারণ স্থির করিবার জন্ত তখনও নানা ভাবে তাহার দেহ পরীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি জানু পাতিয়া তাহার পাশে বসিয়া, তাহার দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি খুলিয়া আঙ্গুলগুলি সোজা করিতেই হঠাৎ বিস্ময়সূচক শব্দ করিয়া লাফাইয়া উঠিলেন। তিনি মৃত কন্‌ষ্টেবলের মুঠার ভিতর একটি গোলাকার সামগ্রী দেখিতে পাইয়াছিলেন। ঐ জিনিসটি তাহার মুঠার ভিতর ছিল—ইহা পূর্ব্বে কেহই বুঝিতে পারে নাই।

ডাক্তারকে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া সকলেই তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। ডাক্তারের প্রসারিত করতলে সকলেই এনামেলের একখানি গোল চাক্তি দেখিতে পাইলেন, তাহাতে '০০৮৯৭' নম্বর অঙ্কিত ছিল। ঘোড়ার

গাড়ীর কোচ্‌ম্যানদের গলায় যেরূপ চাক্তি ঝুলিতে দেখা যায়—এই চাক্তিখানিও সেইরূপ।

ডাক্তার চাক্তিখানি উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, "এখানি কি, কিরূপে এই দ্রব্য মৃত কন্‌ষ্টেবলের হাতে আসিল—তাহা কি আপনারা বলিতে পারেন ?—এই প্রকার সামগ্রী আমি অনেক স্থানে বহুবার দেখিয়াছি।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ডাক্তারের হাতে চাক্তিখানি দেখিয়া মেঘমন্দ্রবৎ শব্দ করিয়া নাক ঝাড়িলেন ; ইহা তাঁহার প্রচণ্ড উত্তেজনার নিদর্শন। তিনি অধীর স্বরে বলিলেন, "আরে মোলো যা ! ঐ চাক্তি ছিল উহার মুঠোর ভিতর ? তা, ও রকম চাক্তি ত আপনি প্রত্যহ দু'বেলাই দেখিতে পান। ঐ জিনিসটা কি, তা' না জানে কে ? হুম্‌ ! আমি প্রথম হইতেই সন্দেহ করিয়া আসিয়াছি—কেহ ঐ বেচারাকে খুন করিয়াছে। এই অব্যর্থ প্রমাণ বলে উহার হত্যাকারীকে ফাঁসে লট্‌কাইতে পারা যাইবে। হাঁ, আলবৎ তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। ব্লেক, ঐ জিনিসটা কি, তাহা কি তুমি এখনও ঠাহর করিতে পার নাই ?"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "উহা যদি ট্যাক্সি ড্রাইভারের 'লাইসেন্সের' নম্বরের চাক্তি না হয়, তাহা হইলে অন্য কি জিনিস তাহা বুঝিবার মত বুদ্ধি আমার নাই ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স !"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "হাঁ, তোমার বুদ্ধি আছে ; জিনিসটা তুমি ঠিক চিনিয়াছ ব্লেক ! ঐ চাক্তিখানার মালিককে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেই আমরা জানিতে পারিব—এই জন কীনরকে সকলের শেষে কে জীবিত দেখিয়াছিল।"

সার্জ্জেণ্ট রেরি বলিল, "এবং বুঝিতে পারিব—কে উহাকে হত্যা করিয়াছে। সকলের শেষে যে কীনরকে জীবিত দেখিয়াছিল, তাহারই হাতে সম্ভবতঃ উহার প্রাণ গিয়াছে। সেই ট্যাক্সি-ড্রাইভারের সঙ্গে যখন কীনরের ধ্বস্তাধ্বস্তি চলিতেছিল—সেই সময় কীনর চাক্তিখানা জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়াছিল। তাহার পর কীনরের কপালে সে এমন এক দাণ্ডা মারিয়াছিল যে, সেই আঘাতেই কীনর কুপোকাৎ ! চাক্তিখানা তাহার মুঠোর মধ্যেই রহিয়া গেল ; সেই

অবস্থায় তাহাকে নদীতে বিসর্জ্জন করা হয়। সকল ঘটনা জলের মত পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।"

সার্জ্জেণ্ট কেরির এই সিদ্ধান্ত সত্য কি না—এ সম্বন্ধে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বা মিঃ ব্লেক কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না। তাহার দূরদর্শিতার পরিচয় পাইয়া কেহই তাহাকে বাহবা দিলেন না, এজন্য বেচারা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইল।

নিশাবসানে ক্রমশঃ পূর্ব্বাকাশের অন্ধকার তরল হইয়া আসিল; অবশেষে বিগ বেনের ঘণ্টা নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ঢং ঢং শব্দে চারিটা বাজাইয়া দিল; সেই ঘড়ি যেমন বিরাট, তাহার শব্দও সেইরূপ গম্ভীর; সে যেন কামারের দোকানের 'নাইনে' প্রকাণ্ড হাতুড়ীর আঘাত! সেই শব্দ শুনিয়া মিঃ ব্লেক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহারা উভয়েই বুঝিলেন—আর পাঁচ ঘণ্টার পরে পল সাইনসের নৈশ বিজয়-বার্ত্তা লণ্ডনের সংবাদ পত্রসমূহে প্রকাশিত হইবে। পল সাইনস্‌ই তাহা বিভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রকাশের ব্যবস্থা করিবে। তাহার পূর্ব্বেই তাঁহাদিগকে তাহার প্রতিরোধের উপায় করিতে হইবে; নতুবা পুলিশের মান সম্ভ্রম, স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গৌরব বিলুপ্ত হইবে। লণ্ডনের পুলিশকে সমগ্র সভ্য জগতের নিকট উপহাসাস্পদ হইতে হইবে। কিন্তু মিঃ ব্লেক বা ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তখনও বুঝিতে পারিলেন না যে, মৃত পুলিশম্যানের মুঠোর ভিতর যে চাক্তিখানি পাওয়া গেল—তাহাতেই সকল রহস্যের মূল নিহিত ছিল।

মিঃ ব্লেক সেখানে অপেক্ষা করিয়া আর অধিক সময় নষ্ট করা সঙ্গত মনে করিলেন না। তিনি ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে সঙ্গে লইয়া, নদীর বাঁধ পার হইয়া স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দিকে চলিলেন। মিঃ ব্লেক চলিতে চলিতে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন, "আমি তোমাকে যাহার কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, সে পল সাইনসের যমজ ভাই ম্যাক্সিমস্ সাইনস্। তাহাদের উভয়ের আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাহাদের আকৃতিগত সাদৃশ্যের জন্যই পল সাইনস্ একবার পুলিশের চোখে ধূলা দিয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অবশেষে তুমি যাহাকে পল সাইনস্ বলিয়া গ্রেপ্তার করিয়াছিলে

সে ম্যাক্সিমস্ সাইনস্। তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া তোমাকে কিরূপ অপদস্থ ও লজ্জিত হইতে হইয়াছিল তাহা কি, তুমি এত শীঘ্র বিস্মৃত হইয়াছ?—সেবার যাহা ঘটিয়াছিল, এবার তাহার বিপরীত ঘটনা ঘটিবে। সেবার পল সাইনস্ ম্যাক্সিমস্ সাইনসের সাহায্যেই পুলিশের চোখে ধূলা দিয়া পলায়ন করিতে পারিয়াছিল। ম্যাক্সিমস্ সাইনসের সহিত আকৃতিগত অদ্ভুত সাদৃশ্যের জন্যই এবার পল সাইনস্কে পুলিশের হাতে ধরা পড়িতে হইবে। পল সাইনসের নিজের অস্ত্র লইয়াই এবার আমরা তাহার সহিত যুদ্ধ করিব। পল সাইনসের ভাই তাহার গ্রেপ্তারের হেতু হইবে। আমরা তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারালয়ে পাঠাইতে পারিব; তাহার পর তাহার অসংখ্য অপরাধের বিচার।”

পল সাইনস্ স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছিল, তাহার আমূল বৃত্তান্ত 'ঝোপে ঝোপে নেক্ড়ে'তে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ক্ষতি পূরণের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না। টেলিফোন নষ্ট হওয়ায় এক ঘণ্টার মধ্যেই একদল টেলিফোন-ইঞ্জিনিয়ার স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইয়া এরূপ তাড়াতাড়ি সংস্কার-কার্য্য আরম্ভ করিল যে, রাত্রি অবসানের পূর্ব্বেই টেলিফোনের কায চলিতে লাগিল। বে-তারের যন্ত্রাদি বিধ্বস্ত হইয়াছিল, সেই রাত্রেই তাহা পুনঃস্থাপিত হইল। তখন সংবাদ আদান-প্রদানের কার্য্যের আর কোন বিঘ্ন বা অসুবিধা হইল না।

স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অধ্যক্ষ সার হেনরী ফেয়ারফক্স স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের নীচের তলায় তাঁহার ডেস্কের নিকট বসিয়া ছিলেন। মিঃ ব্লেক পল সাইনস্কে গ্রেপ্তার করিবার উপায় সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলেন তাহা শুনিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন; কারণ এরূপ অদ্ভুত প্রস্তাব তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনে আর কখন শ্রবণ করেন নাই। তাঁহার অভিজ্ঞতায় তাহা নূতন।

সেই কক্ষে মিঃ ব্লেক ও ইন্স্পেক্টর কুট্স্ ভিন্ন আর কেহই উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহারা উভয়েই সার হেনরীর সম্মুখে বসিয়া ছিলেন। মিঃ ব্লেকই তাঁহার সঙ্কল্পের কথা সার হেনরীকে বুঝাইতেছিলেন, ইন্স্পেক্টর কুট্স্ তাঁহার পাশে বসিয়া, উভয় হস্ত বক্ষঃস্থলে রাখিয়া, গম্ভীর ভাবে সকল কথা শুনিতেছিলেন।

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইলে সার হেনরী কয়েক মিনিট অবনত মস্তকে কি চিন্তা করিলেন। মিঃ ব্লেকের প্রস্তাবে তিনি কি অভিমত প্রকাশ করিবেন, তাহা সহসা স্থির করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইল। নানা চিন্তায় তাঁহার মন আন্দোলিত আলোড়িত হইতে লাগিল।

অবশেষে তিনি মুখ তুলিয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিলেন; তাহার পর বিচলিত স্বরে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, সরকারী কর্ত্তব্য অনুসারে আপনার প্রস্তাবটি গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য। (is utterly unacceptable.) ইহা একেবারেই অসঙ্গত এবং পরিত্যাজ্য।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু সম্পূর্ণ কার্য্যোপযোগী। অবস্থাটা কিরূপ সঙ্কটজনক, তাহা অবশ্যই আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন। এরূপ কঠিন সমস্যায় সাধারণ পথ পরিত্যাগ করিয়া কোন নূতন অথচ সহজ পথ অবলম্বন না করিলে আপনি কিরূপে এই ভীষণ সঙ্কট হইতে উদ্ধার লাভ করিবেন?"

সার হেনরী বলিলেন, "কিন্তু এই কার্য্যে আইন লঙ্ঘন করা হইবে। আইনের রক্ষক হইয়া জানিয়া-শুনিয়া স্বেচ্ছায় কিরূপে বে-আইনী কাজ করিব? পুলিশ বাধ্য হইয়া কোন বে-আইনী কাজ করিলেও সকল অবস্থাতেই তাহা তাহাদের পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পুলিশের অপরাধ না বলিয়া আমরা ইহাকে পুলিশের ভ্রম বলিয়া অভিহিত করিতে পারিব। একজনের পরিবর্ত্তে ভ্রমক্রমে অন্য একজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে—এই ভ্রমের জন্য সমগ্র পুলিশকে কেহ দায়ী করিতে পারিবে না। কেবল একজনই এজন্য দায়ী হইবেন; সকল দোষ একজনই নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিতে পারিবে।" (the blame for which could be shouldered by one individual.)

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স গম্ভীর ভাবে মাথা ঠুকিয়া সম্মতি প্রকাশ করিলেন, সেই 'একজন' যে তিনি, ইহা তাঁহার জানা ছিল। মিঃ ব্লেক পূর্ব্বেই তাঁহাকে সকল কথা বলিয়া এই অবৈধ প্রস্তাবে সম্মত করিয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বহুদিন পূর্ব্বের একটি ঘটনার কথা বলিতেছি। বৃটীশ

নৌ-বহরের একজন সেনাপতি এই প্রকার একটি সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। তিনি কাণা ছিলেন ; এজন্য যে চক্ষুতে দেখিতে পাইতেন না—সেই চক্ষুতে দূরবীণ স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে, তাঁহাকে যে সঙ্কেত করা হইয়াছিল তাহা তিনি দেখিতে পান নাই। কিন্তু যদি তিনি সেই সঙ্কেতটি দেখিতেন, ও তদনুসারেই কার্য্য করিতেন—তাহা হইলে জয় লাভের পরিবর্ত্তে তাহাকে যুদ্ধে পরাজিত হইতে হইত ; কিন্তু তাঁহার এই 'ভ্রম'টিই তাঁহাকে গৌরবপূর্ণ বিজয়ের (glorious victory) অধিকারী করিয়াছিল।—এই দৃষ্টান্তটি আপনার পক্ষেও প্রযোজ্য হইতে পারে সার হেনরী !"

সার হেনরী ফেয়ারফক্স হাসিয়া বলিলেন, "আপনার দৃষ্টান্তটি চাতুর্য্যের উজ্জ্বল নিদর্শন, মিঃ ব্লেক ! কিন্তু আমার সম্বন্ধে ইহা কিরূপে খাটিতে পারে ? আমি ত সেই সেনাপতির ন্যায় একচক্ষু নহি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, কাণা না হইতে পারেন, কিন্তু কালা সাজিতে আপত্তি কি ? কথা কানে না তুলিলেই হইল।"

সার হেনরী হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং সেই কক্ষে অধীর চিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি সেই কক্ষের দেওয়ালস্থিত ঘড়ীর দিকে চাহিয়া জানালা দিয়া বাহিরে মাথা বাহির করিলেন, এবং নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন—নদীজল উষালোকের আভায় রঞ্জিত হইয়াছে।

তাঁহার মনে হইল—আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফ্লীট ষ্ট্রীটের সংবাদ পত্রসমূহের প্রতিনিধিরা দলে দলে তাঁহার আফিসে আসিয়া পূর্ব্ব-রাত্রির সকল দুর্ঘটনার সংবাদ জানিবার জন্য তাঁহাকে বিব্রত করিবে। স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ গোপন রাখা তাঁহার অসাধ্য হইবে, এবং তাহা সঙ্গতও হইবে না। বিশেষতঃ, যে সকল সংবাদ পত্র সরকারের দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কাগজের প্রচার-বৃদ্ধি করে—তাহারা এক পাল ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ের মত (like a pack of ravening wolves) স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে লাফাইয়া পড়িবে। তাহাদের তীক্ষ্ণ দন্তের দংশন হইতে আত্মরক্ষার উপায় কি—তাহাই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তিনি মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইলেন, প্রভাতেই সংবাদ পত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে—"স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে পল সাইনসের আবির্ভাব!" "স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড!" "লণ্ডনের ও সহরতলির ব্যাঙ্কসমূহ লুণ্ঠিত!" "পুলিশ তখন কি করিতেছিল?"—সার হেনরীর মন ক্ষোভে ও দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন, আর বিলম্ব করিবার উপায় নাই; অবিলম্বে প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করিতেই হইবে। তখন আর চিন্তা করিয়া কোন ফল নাই।

সার হেনরী ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ইন্‌স্পেক্টর আমি তোমাকে তোমার ইচ্ছানুযায়ী কায করিবার আদেশ দিতেছি। তুমি পল সাইনস্‌কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিতে ইচ্ছা কর, তাহাই করিতে পারিবে। তুমি মিঃ ব্লেকের উপদেশ অনুসারে পরিচালিত হইয়া কার্য্যোদ্ধার করিলেই আমি সুখী হইব। তুমি এই সঙ্কটে তাঁহার সহায়তা গ্রহণ করিবে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স টুপি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "আপনার এই আদেশ পালন করিতে চলিলাম মহাশয়! আপনি নিশ্চিত হউন, আমি আজ বেলা আটটার মধ্যে পল সাইনস্‌কে গ্রেপ্তার করিয়া আনিব।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স প্রসন্ন চিত্তে সেই কক্ষের বাহিরে আসিয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "ব্লেক, বুড়োকে রাজি করিতে কি কষ্টই পাওয়া গেল! তুমি যে কর্ত্তাকে যুক্তি তর্কে তোমার মতানুবর্ত্তী করিতে পারিবে—ইহা মুহূর্ত্তের জন্য আশা করিতে পারি নাই। আজ আমি যে ভার গ্রহণ করিলাম, তাহাতে কৃতকার্য্য হইলে—হয় আমি অনেক উপরে উঠিব, না হয় আমাকে ডুবিতে হইবে।—এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "একখান কার লইয়া টুল্‌সি হিলের ড্রেটন রোডে চল; ম্যাক্সিমস্‌ সাইনসের বাড়ীতে গিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে।"

দশ মিনিট পরে মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সহ একখানি দ্রুতগামী পুলিশ-'কারে' প্রবেশ করিলেন। তাহা তাঁহাদের জন্য স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দেউড়িতে প্রতীক্ষা করিতেছিল। সাধারণ পরিচ্ছদধারী একজন ডিটেক্‌টিভ সেই শকট পরি-

চালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিল। ইন্স্পেক্টর কুট্সের আদেশে ডিটেক্টিভ সার্জ্জেণ্ট ব্রাউনও সেই গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

গাড়ী ওয়েষ্টমিনিষ্টার-ব্রীজের দিকে অগ্রসর হইল। মিঃ ব্লেক হাঁই তুলিয়া একটা চুরুট ধরাইয়া লইলেন। তিনি জানিতেন—তিনি যে অবৈধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে যথেষ্ট বিপদের আশঙ্কা ছিল; কিন্তু তিনি ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া চলিলেন।

ইন্স্পেক্টর কুট্স উভয় হস্তে চক্ষু ডলিয়া বলিলেন, "দেখ ব্লেক, তুমি যে ফন্দী করিয়াছ—তাহা চমৎকার হইলেও ইহাতে একটু গলদ আছে মনে হইতেছে। আমরা ম্যাক্সিমস্পাইনসের বাড়ীতে গিয়া হয় ত দেখিব—সে সরিয়া পড়িয়াছে; তবে তিন দিন পূর্ব্বেও সে তাহার ড্রেটন রোডের বাড়ীতে ছিল—এ সংবাদ আমার জানা আছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে আজও তাহাকে সেখানে দেখিতে পাইব। তাহার ত চম্পটদান করিবার কোন কারণ নাই। সে বাড়ীতে থাকিলে—কি সর্ব্বনাশ! ঐ পাগলটা কি ভাবে গাড়ী চালাইতেছে দেখ, উহার মতলব কি? এখনই মারা পড়িবে যে!"

মিঃ ব্লেক একজন ট্যাক্সিচালককে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিলেন। লোকটা পাগল বলিয়াই তাঁহার সন্দেহ হইল; কারণ সে সেণ্টজর্জ্জ সার্কাসের দিক হইতে বিদ্যুৎবেগে গাড়ী চালাইয়া তাঁহাদের দিকেই আসিতেছিল। আরও ভয়ের কারণ, পথের যে ধার দিয়া তাহার আসা উচিত ছিল—সেদিক দিয়া না আসিয়া সে নিষিদ্ধ দিক দিয়া আসিতেছিল। তাহার এই বিচিত্র ব্যবহারে শঙ্কিত হইয়া মিঃ ব্লেক তাঁহার আসন হইতে উঠিয়া চিৎকার করিলেন।

কিন্তু সেই ট্যাক্সিচালক তাঁহার চিৎকারে কর্ণপাত করিল না। সে এরূপ দ্রুতবেগে তাঁহাদের গাড়ীর সম্মুখে আসিল যে, উভয় শকটের সংঘর্ষণ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল! পুলিশ-কার সংঘর্ষণ নিবারণের চেষ্টায় একটু বাঁকিয়া গেল, সেই সময়ের মধ্যে তাহার সম্মুখস্থ ট্যাক্সি ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া সবেগে ফুট-পাথের উপর লাফাইয়া উঠিল, এবং একটি আলোক-স্তম্ভে ঠক্কর খাইয়া,হঠিয়া কাত

হইয়া পড়িল। গাড়ীর কাচ ও সম্মুখের কিয়দংশ খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল, এবং তাহার চালক সবেগে দূরে নিক্ষিপ্ত হইল।

সে সময় পথে অন্য কোন গাড়ী চলিতেছিল না। এমন কি, সেইরূপ প্রত্যূষে কোন পথিকেরও সেখানে সমাগম ছিল না। মিঃ ব্লেক একজনও পাহারাওয়ালাকে কোন দিকে দেখিতে পাইলেন না। পুলিশ-কার আরও কয়েক গজ অগ্রসর হইয়া থামিয়া গেল। মিঃ ব্লেক যে কার্য্যে যাইতেছিলেন—তাহা বিস্মৃত হইয়া, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সহ গাড়ী হইতে নামিয়া ভূতলশায়ী আহত ট্যাক্সি-চালককে সাহায্য করিতে চলিলেন; তাহা দেখিয়া পুলিশ-কারের চালকও তাঁহাদের অনুসরণ করিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুটস বিরক্তিভরে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "দোষ ঐ বোকা গাধাটার! হতভাগা বোধ হয় ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে গাড়ী চালাইতেছিল! উহার গাড়ীতে কি কোন আরোহী ছিল ব্লেক! গাড়ীর ভিতর তুমি কাহাকেও দেখিতে পাইয়াছিলে?"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া সম্মুখে অঙ্গুলি প্রসারিত করিলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স দেখিলেন—তাঁহাদের প্রায় কুড়িগজ পশ্চাতে গাড়ীখান ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ছিল, এবং দুইজন লোক গাড়ীর ভিতর হইতে অতি কষ্টে বাহির হইয়া, গাড়ীর পাশে দাঁড়াইয়া গাড়ীর ভিতর হইতে কি টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদিগকে দেখিয়া তাঁহাদের মনে হইল—তাহারা অধিক আহত হয় নাই।

মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে সেই ভাঙ্গা গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সেই দুইজন আরোহীর একজন ক্রোধে হুঙ্কার দিয়া উঠিল; তাহার পর তাহারা উভয়েই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে অদূরবর্ত্তী একটি গলির ভিতর প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স এই দৃশ্য দেখিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "ব্যাপারটা বিলক্ষণ গোলমেলে বলিয়াই মনে হইতেছে ব্লেক! না, লক্ষণ ভাল নয়। ব্রাউন, শীঘ্র উহাদের অনুসরণ কর। উহাদিগকে গ্রেপ্তার করাই চাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের আদেশে সার্জ্জেণ্ট ব্রাউন্ ডালকুত্তার মত দ্রুতবেগে সেই গলির ভিতর প্রবেশ করিল। মিঃ ব্লেক সর্ব্বাগ্রে সেই ভাঙ্গা ট্যাক্সির নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন ট্যাক্সিচালক ফুট-পাথের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতেছিল, কিন্তু তাহার চেতনা ছিল না। গাড়ী হইতে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া তাহার মাথা ফাটিয়া গিয়াছিল এবং একখানি হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

একজন পাহারাওয়ালা সেই সময় সেণ্ট জর্জ্জস্ সার্কাশের দিক হইতে সেই দিকে আসিতেছিল; ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহাকে দেখিবামাত্র পুলিশের এম্বুলেন্স গাড়ী ডাকিবার কলের কাছে (ambulance call-box) পাঠাইলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়াই মনে হইতেছে ব্লেক! এই ট্যাক্সিতে দুইজন আরোহী ছিল, আমাদিগকে এই দিকে আসিতে দেখিয়া তাহারা দুইজনেই ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া অদৃশ্য হইল! আর এই ট্যাক্সিখানা এই অসময়েই বা এরূপ বেগে কোথা হইতে আসিতেছিল?"

তাঁহারা ট্যাক্সির নিকট দাঁড়াইলে, পেট্রল ও কয়লার গ্যাসের তীব্র গন্ধ তাঁহাদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। মিঃ ব্লেক তাঁহার অর্দ্ধদগ্ধ চুরুটটি পথের অন্য ধারে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহারা যখন সেই পথে আসিয়াছিলেন, তখনও অরুণালোকে চতুর্দ্দিক আলোকিত না হওয়ায় পথিপ্রান্তস্থ আলোক-স্তম্ভশিরে আলো জ্বলিতেছিল। পূর্ব্বোক্ত ট্যাক্সিখানার প্রচণ্ড ধাকায় সেই আলোক-স্তম্ভের মাথার বাতিটা নিবিয়া গিয়াছিল। মিঃ ব্লেক ভাঙ্গা ট্যাক্সিখানা পরীক্ষা করিবার জন্য পকেট হইতে বিজলি-বাতি বাহির করিলেন। তাহার উজ্জ্বল আলোকে তিনি দেখিতে পাইলেন গাড়ীর 'হুড্' ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, এবং ট্যাক্সির কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক গাড়ীর ভিতর বিজলি-বাতির আলোক নিক্ষেপ করিলেন। তিনি দেখিলেন গাড়ীর গদি দুমড়াইয়া এক পাশে পড়িয়াছিল, এবং তাহার নীচে একটি সুট-কেস্ দেখা যাইতেছিল। সুট-কেস্‌টি চর্ম্মনির্ম্মিত এবং স্থূল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই সুট-কেস্‌টি দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "বাহারে মজা!

লোক দুটো তাহাদের মালপত্র গাড়ীর ভিতর ফেলিয়া রাখিয়াই সরিয়া পড়িল! আমার বোধ হয় তাহারা গাড়ীর পাশে দাঁড়াইয়া এই সুট-কেস্‌টা ধরিয়াই টানাটানি করিতেছিল, কিন্তু আমাদিগকে এদিকে দৌড়াইয়া আসিতে দেখিয়া ইহা না লইয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়াছে! এই সুট-কেস্‌ লইয়া দৌড়াইতে পারিবে না ভাবিয়াই তাহারা হয় ত ইহা লইয়া যাইতে সাহস করে নাই।"

তিনি গাড়ীর ভিতর হইতে সুট-কেস্‌টি টানিয়া বাহির করিলেন। সেই আকর্ষণে সুট-কেসের ডালা খুলিয়া গেল এবং তাহার ভিতর হইতে কতকগুলি বাণ্ডিল বাহির হইয়া পথে ছড়াইয়া পড়িল। সেই বাণ্ডিলগুলি দেখিয়া তাঁহাদের মনে হইল সেগুলি ছাপা কাগজের বাণ্ডিল। বাণ্ডিলগুলি কাগজের ফিতা (paper bands) দিয়া স্বতন্ত্র ভাবে বাঁধা ছিল। সেই বাণ্ডিলগুলি সবেগে পথের উপর বিক্ষিপ্ত হওয়ায় কাগজের দুই একটি ফিতা ছিঁড়িয়া গেল, এবং কতকগুলি কাগজ বাহির হইয়া ছড়াইয়া পড়িল। মিঃ ব্লেক বিজলি-বাতির আলোকে তাহা পরীক্ষা করিয়া গভীর বিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ করিলেন। কারণ সেগুলি বাজে কাগজ নহে—ব্যাঙ্ক-নোটের তাড়া! এক এক তাড়ায় ডজন ডজন ব্যাঙ্ক-নোট! —তাঁহারা গণিয়া দেখিলেন সেই সুট-কেসে পঞ্চাশ তাড়া ব্যাঙ্ক নোট ছিল, তাহা সমস্তই পথের ধূলায় লুটাইতেছিল!

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "কি অদ্ভুত ব্যাপার হে ব্লেক! এই সকল ব্যাঙ্ক-নোট দিয়া যে একখানি জমীদারী কিনিতে পারা যায়! পঁচিশ ত্রিশ হাজার পাউণ্ডের ব্যাঙ্ক-নোট! এ কি ব্যাপার ব্লেক! এ সকল ব্যাঙ্ক-নোট এই সুট-কেসে কোথা হইতে আমদানী হইল বলিতে পার?"

মিঃ ব্লেক কোন কথা না বলিয়া ব্যাঙ্ক-নোটের একটা তাড়া হাতে তুলিয়া লইলেন, এবং কাগজের যে ফিতা দিয়া তাহা বাঁধা ছিল, সেই ফিতায় ছাপার অক্ষরে যাহা লেখা ছিল তাহা পাঠ করিয়া দেখিলেন; তাহার পর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ইন্টার-অরবান ব্যাঙ্কের এপ্‌সম শাখা! সুতরাং এগুলি যে লুঠের মাল—এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "লুঠের মাল! কর্ম্মটা কাহার বুঝিতে পারিয়াছ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পল সাইনসের আদেশে গত রাত্রে যে সকল ব্যাঙ্ক লুণ্ঠিত হইয়াছে, ইণ্টার-অরবান ব্যাঙ্কের এপ্‌সম শাখা তাহাদের অন্যতম। পল সাইনসের দলের দস্যুরা ব্যাঙ্ক লুট করিয়া আড্ডায় ফিরিতেছিল, এবং প্রভাত হওয়ায় ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে ট্যাক্সি চালাইতেছিল, তাহার কি ফল হইয়াছে, তাহা দেখিতেই পাইতেছ! আমরা এই পথে আসিয়া পড়ায় এবং দস্যুদের গাড়ীখানি চূর্ণ হওয়ায় টাকাগুলা পল সাইনসের ভোগে লাগিল না!"

চতুর্থ লহর

নেকড়ের হুমকি

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স দারুণ বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন ; মিঃ ব্লেকের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সত্য, এ বিষয়ে তাঁহার অবিশ্বাসের কারণ ছিল না। তিনি বুঝিলেন, যে ভাঙ্গা ট্যাক্সির আরোহীদ্বয় তাঁহাদিগকে নিকটে আসিতে দেখিয়া পলায়ন করিল—তাহারা পল সাইনসের দলভুক্ত দস্যু। তাহারা রাত্রিকালে ব্যাঙ্ক লুণ্ঠন করিয়া লুণ্ঠিত অর্থসহ আড্ডায় প্রত্যাগমন করিতেছিল। দস্যুদ্বয় তাঁহাদিগকে দেখিয়া পলায়ন করিলেও সার্জ্জেণ্ট ব্রাউন তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিল ; কিন্তু সে তাহাদের—

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের চিন্তাস্রোত অবরুদ্ধ হইল ; কারণ সেই মুহূর্ত্তেই সার্জ্জেণ্ট ব্রাউন হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইল। তাহার হতাশ ভাব এবং মাথা-নাড়া দেখিয়াই ইন্‌স্পেক্টর বুঝিতে পারিলেন—তাহার পরিশ্রম বৃথা হইয়াছে।

সার্জ্জেণ্ট ব্রাউন ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "না, তাহাদের ধরিতে পারিলাম না ইন্‌স্পেক্টর! গলির ভিতর কোথায় লুকাইল—সন্ধান হইল না। খুঁজিয়া হয়রান হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। গলির ভিতর তাহাদের লুকাইবার স্থানের ত অভাব নাই। বে-আইনি ভাবে গাড়ী চালাইয়া ট্যাক্সিচালক গাড়ী ভাঙ্গিয়াছে, পুলিশ পাছে তাহাদিগকেই ধরিয়া টানাটানি করে এই ভয়ে বোধ হয় তাহারা চম্পট দিয়াছে। আমি তাহাদের মনের ভাব ঠিক বুঝিতে পারিয়াছিলাম, এতকাল কি বৃথা পুলিশে চাকরী করিলাম?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "হাঁ তুমি ঠিক বুঝিয়া লইয়াছ! তোমার মত বুদ্ধিমান সার্জ্জেণ্ট স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে দ্বিতীয় কেহ নাই। ইহাতে তোমার কোন কসুর হয় নাই ব্রাউন, বিশেষ ক্ষতিও হয় নাই। কেবল পল সাইনসের দলের

দুইজন ডাকাত তোমার সম্মুখ হইতে পলাইয়া, তোমার চোখে ধূলা দিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। অতি তুচ্ছ ব্যাপার! তাহারা রাত্রে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়া ভ্রমক্রমে এপ্‌সমের ব্যাঙ্কে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, এবং যাহা হাতে উঠিয়াছিল কুড়াইয়া লইয়া ঐ ট্যাক্সিতে আড্ডায় ফিরিতেছিল। তাহাদের পলাইতে দেখিয়া তুমি তাড়া করিয়াছিলে; কিন্তু প্রাণভয়ে যাহারা পলায়ন করে তাহাদিগকে কি ধরিতে পারা যায়? তুমি অনর্থক হয়রান হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছ, এবং তাহাদিগকে ধরিতে পারিলে না বলিয়া দুঃখ করিতেছ! এ কি অল্প বাহাদুরী? এবার নিশ্চয়ই তোমার প্রমোশন হইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কথা শুনিয়া সার্জ্জেণ্ট ব্রাউনের মুখ আমচুরের মত শুষ্ক ও বিবর্ণ হইল, এমন কি, সে বিস্ময় প্রকাশ করিতেও বিস্মৃত হইল। সে কি বলিয়া আত্মসমর্থন করিবে তাহাই ভাবিতেছিল, সেই সময় এম্বুলেন্স গাড়ীর ঘণ্টা-ধ্বনি তাহার কর্ণগোচর হইল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আহত ট্যাক্সিচালককে ঝোলায় তুলিয়া গাড়ীর মধ্যে স্থাপন করা হইল। তখন মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন, "ট্যাক্সিচালকের চেতনা-সঞ্চার হইলে তুমি তাহার এজাহার লওয়া নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় মনে করিবে। ইহাতে ভবিষ্যতে তদন্তের যথেষ্ট সুবিধা হইবে। ট্যাক্সিচালক ডাকাতির সংস্রবে ছিল কি না অনুমান করা কঠিন। সম্ভবতঃ ঐ ব্যক্তি পল সাইনসের বেতনভোগী ড্রাইভার, ডাকাতির সকল সংবাদ উহার সুবিদিত; আর তাহা না হইলেও এই ট্যাক্সিচালক আরোহীদ্বয়কে কোথায় তুলিয়াছিল এবং তাহাদিগকে লইয়া, ঐ রকম বে-আইনি বেগে ট্যাক্সি চালাইয়া কোথায় যাইতেছিল তাহা বলিতে পারিবে; বিশেষতঃ, তাহার ট্যাক্সির আরোহীদ্বয়ের চেহারার বর্ণনাও সে দিতে পারে। যদি সে ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সে ঐ দলেরই লোক।"

ইন্‌স্পেক্টর কুটস্ বলিলেন, "ড্রাইভারটা ঐ দলেরই লোক এ বিষয়ে সন্দেহের কি কোন কারণ আছে? সে ভাড়াটে ট্যাক্সির সোফেয়ার হইলে কখন আইন লঙ্ঘন করিয়া ঝড়ের মত বেগে ট্যাক্সি চালাইত না। ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে যে গাড়ী চালায়—তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে কি বিলম্ব হয়?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তা ঠিক বলা যায় না। দস্যুরা উহার মাথা লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উচাইয়া থাকিলে তাহাদের আদেশে ঐ ভাবে সে ট্যাক্সি চালাইতে বাধ্য হইত না এ কথা বলিতে পার না। যাহা হউক, তুমি কোন লোককে হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা কর। গযের হাসপাতালই বোধ হয় খুব নিকট হইবে। সেই হাসপাতালে উহাকে ভর্ত্তি করা কঠিন হইবে না। উহার চেতনা লাভমাত্র এজাহার গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমার মনে হয় আমাদের শকটচালককেই এই ভার দেওয়া যাইতে পারে; আমি উহার পরিবর্ত্তে ট্যাক্সি চালাইয়া টুল্‌সি হিলে যাইতে পারিব।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ব্লেকের এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া, পুলিশের শকটচালক ডিটেক্‌টিভকে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়া এম্বুলেন্সে তুলিয়া দিলেন। ডিটেক্‌টিভ সোফেয়ার আহত ট্যাক্সিচালককে লইয়া প্রস্থান করিল। সেই সময় একজন সার্জ্জেণ্ট এবং বীটের দুইজন কন্‌ষ্টেবল সেই স্থানে উপস্থিত হইল। মিঃ ব্লেক একজন কন্‌ষ্টেবলকে সেই ভাঙ্গা ট্যাক্সির জিম্বায় রাখিয়া, নোটপূর্ণ স্যুট-কেসটি নিজের একটি চাবি দিয়া বন্ধ করিলেন এবং তাহা দ্বিতীয় কন্‌ষ্টেবলটার ঘাড়ে তুলিয়া দিয়া তাহাকে নবাগত সার্জ্জেণ্টের সহিত স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে প্রেরণ করিলেন।

এই সকল কার্য্য শেষ হইলে মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সহ পুলিশের গাড়ীতে তাঁহাদের গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিলেন। এবার মিঃ ব্লেকই সেই গাড়ী চালাইতে লাগিলেন। কুট্‌স্ তাঁহার পাশে বসিয়া চলিলেন। সার্জ্জেণ্ট ব্রাউন ম্লানমুখে চিন্তাকুল চিত্তে আরোহীর আসনে একাকী বসিয়া রহিল।

পুলিশের গাড়ী কেনিংটন অভিমুখে ধাবিত হইলে মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন, "এই ব্যাপারে আমরা জানিতে পারিলাম—পল সাইনস্ এখনও লণ্ডনেই আছে। এই দস্যুদল স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কয়েক মাইল দূরে আড্ডা স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত মনে সেখানে বাস করিতেছে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই কুট্‌স্!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শয়ন করিবার সুযোগ না পাওয়ায়

মিঃ ব্লেকের পাশে স্তব্ধভাবে বসিয়া ঢুলিতেছিলেন; তিনি মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া হাঁই তুলিয়া বলিলেন, "কিরূপে ও কথা জানিতে পারিলে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অতি সহজে। যে দুইজন দস্যু এপ্‌সমের ব্যাঙ্ক লুঠ করিয়া ট্যাক্সিতে ফিরিয়া যাইতেছিল—তাহারা দক্ষিণ দিক হইতে আসিয়া উত্তর দিকে যাইতেছিল। প্রভাতের পূর্ব্বেই আড্ডায় পৌঁছিয়া লুঠের মাল পল সাইনস্‌কে বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য তাহারা ঝড়ের মত বেগে ট্যাক্সি চালাইতেছিল। যদি আমার সঙ্গে লণ্ডনের নক্সা থাকিত তাহা হইলে তাহা খুলিয়া তোমাকে বুঝাইয়া দিতে পারিতাম—গত রাত্রে যতগুলি ব্যাঙ্ক লুণ্ঠিত হইয়াছে, সেই সকল ব্যাঙ্কের প্রত্যেকটি চেয়ারিংক্রশ হইতে দশ মাইলের মধ্যে অবস্থিত। হাঁ, কোন লুণ্ঠিত ব্যাঙ্কের দূরত্ব চেয়ারিংক্রশ হইতে দশ মাইলের অধিক নহে; পল সাইনস্ গত রাত্রে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ডল্‌উইচ গ্রামে ও স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক ব্রিক্সটন রোড দিয়া গাড়ী চালাইতে চালাইতে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন, "এবার কিন্তু স্রোত ফিরিয়াছে কুট্‌স! সাইনসের বন্দুকের সকল গুলীই সাবাড় হইয়াছে; এবার আমরা আমাদের শেষ গুলী ছুড়িতে যাইতেছি। (we are going to fire the last shot.) সংবাদ পত্রে আজ যে সংবাদ প্রকাশিত হইবে তাহা পাঠ করিয়া পল সাইনস্ আকাশ হইতে পড়িবে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তখন তন্দ্রাঘোরে আচ্ছন্ন, এক একবার তাঁহার মাথাটা বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল; কিন্তু গাড়ীখানি মোড় ঘুরিয়া ড্রেটন রোডে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার তন্দ্রা দূর হইল, তিনি নড়িয়া-চড়িয়া সোজা হইয়া বসিলেন। ইত্যবসরে গাড়ীখানি ম্যাক্সিমস্ সাইনসের সুদৃশ্য বাস-ভবনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া থামিল। মিঃ ব্লেক দেখিলেন, সেই অট্টালিকার বাতায়নের খড়খড়িগুলি তখনও বন্ধ; সদর দরজার কাছে গোয়ালা এক বোতল দুধ রাখিয়া গিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক গাড়ীতে তাঁহার আসনেই বসিয়া রহিলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স

সার্জ্জেণ্ট ব্রাউনকে সঙ্গে লইয়া অট্টালিকার সম্মুখস্থ আঙ্গিনা পার হইয়া বীরদর্পে গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন।

দ্বারে ঘণ্টাধ্বনি করিবামাত্র দ্বার খুলিয়া গেল। ম্যাক্সিমস্ সাইনস্ স্বয়ং দ্বার খুলিয়াই সেই দুই মূর্ত্তি সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিল; তাহার পরিধানে ড্রেসিং-গাউন, পাঁয়ে চটিজুতা। সে প্রভাতেই গৃহদ্বারে গোয়েন্দা-পুলিশ দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল, কিন্তু বিচলিত হইল না।

ম্যাক্সিমস্ সাইনস্ পল সাইনসের যমজ ভ্রাতা; উভয় ভ্রাতার প্রকৃতিগত পার্থক্য সত্ত্বেও আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখিয়া সকলকেই বিস্মিত হইতে হইত। এইরূপ সাদৃশ্য ছিল বলিয়াই মিঃ ব্লেকের ফন্দী কার্য্যে পরিণত করা সহজ হইয়াছিল; তিনি বুঝিয়াছিলেন পল সাইনসের পরিবর্ত্তে ম্যাক্সিমস্ সাইনস্‌কে গ্রেপ্তার করায় পরে গণ্ডগোল বাধিলে, ভ্রম ক্রমে ঐরূপ হইয়াছে বলিয়া কৈফিয়ৎ দিলে তাহা কেহ অবিশ্বাস করিবে না।

ইন্‌স্পেক্টর কুটস নিজের অন্যায় বুঝিতে পারিলেও পক্ককেশ বৃদ্ধ ম্যাক্সিমস্ সাইনসের মুখের দিকে চাহিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "পল সাইনস্, তোমার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে। সেই পরোয়ানার বলে আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করিলাম। তুমি পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া আমার সঙ্গে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে চল।"

তাঁহার কথা শুনিয়া ম্যাক্সিমস্ বিরক্তি ভরে ভ্রূকুঞ্চিত করিল, তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে একটু ঘৃণার হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে মৃদুস্বরে বলিল, "মিঃ কুটস, তোমার কথায় আমি বিস্মিত হইলাম। তোমার মত বহুদর্শী ও বুদ্ধিমান পুলিশ কর্ম্মচারী অল্প সময়ের মধ্যে দুইবার ঠিক একই ভ্রম করিলে—সেই ত্রুটি মার্জ্জনীয় কি না তাহা তুমিই বিচার করিতে পারিবে; কিন্তু আমার ভ্রাতার সহিত আমার আকৃতিগত সাদৃশ্যের জন্য এই দ্বিতীয় বার আমাকে পুলিশের সংস্রবে আসিতে হইল!" (has brought me in contact with the police.)

ইন্‌স্পেক্টর কুটস গম্ভীর ভাবে ম্যাক্সিমসের স্কন্ধে হস্তস্থাপন করিলেন, তাহার পর নীরস স্বরে বলিলেন, "এ সকল কথা বলিয়া আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করা

বৃথা! তুমিই পল সাইনস্ এবং আমি তোমাকেই গ্রেপ্তার করিলাম। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা পাঠ করিয়া তোমাকে শুনাইবার প্রয়োজন হইবে কি? যদি তাহা বাহুল্য মাত্র বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে আর বিলম্ব করিও না। তুমি দোতালায় গিয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিতে পার; কিন্তু সার্জ্জেণ্ট ব্রাউন তোমার সঙ্গে যাইবে।"

ম্যাক্সিমস্ সাইনস্ দৃঢ় স্বরে বলিল, "আমি তোমার ওয়ারেণ্টের তোয়াক্কা রাখি না, কারণ ঐ ওয়ারেণ্ট আমার বিরুদ্ধে নহে। তুমি সত্যই আমাকে পল বলিয়া ভ্রম করিয়াছ, না ইহা তোমার জ্ঞানকৃত বদ্‌মায়েসী, তাহা জানিবার জন্য একটু কৌতূহল হয় না? আমি ম্যাক্সিমস্ সাইনস্; যদি আমার কথা তোমার বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে আমি আমাদের উভয়েরই পরম বন্ধু মিঃ রবার্ট ব্লেককে আমার নিশানদিহীর ভার অর্পণ করিতে সম্মত আছি; তিনি আমাকে বেশ চেনেন তাহাও তুমি জান।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স রূঢ়স্বরে বলিলেন, "তুমিই পল সাইনস্—এ বিষয়ে আমিই যখন সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ, তখন তোমাকে সনাক্ত করাইবার জন্য অন্য লোকের সাহায্য গ্রহণ নিষ্প্রয়োজন। আমি জানি তুমি পল সাইনস্, তোমাকে গ্রেপ্তার করিয়াছি; এখন স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে লইয়া গিয়া আমার কর্ত্তব্য শেষ করিব। আমার আর কোন কথা নাই; পথে গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে, তুমি অবিলম্বে প্রস্তুত হও।"

ম্যাক্সিমস্ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা বুঝিতে পারিয়া বিচলিত হইল; ক্রোধে তাহার চোখ মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে উত্তেজিত স্বরে বলিল, "এক-জনের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আনিয়া তুমি আর একজনকে গ্রেপ্তার করিতেছ—এবং তুমি জানিয়া-শুনিয়াই এ কাজ করিতেছ! মিঃ কুট্‌স, এই বে-আইনি জুলুমের জন্য আমি তোমাকে রীতিমত শায়েস্তা করিব। হাঁ, তুমি ভবিষ্যতে আর কখন এরকম বেয়াদপি না কর—তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা না করিয়া আমি ক্ষান্ত হইব না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "আমার কাছে ভেউ-ভেউ

করিয়া কোন ফল নাই ; আমার যাহা বলিবার ছিল বলিয়াছি, তোমার যাহা বলিবার আছে—ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বলিতে পার।”

ম্যাক্‌সিমস্ বিকৃত স্বরে বলিল, “ম্যাজিষ্ট্রেট! তোমরা কি আমাকে কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করিতে সাহস করিবে? সেরূপ করিলে তোমাদের নষ্টামী ধরা পড়িবে না? না, ম্যাজিষ্ট্রেটের তিরস্কারের ভয়ে আমাকে বিচারালয়ে উপস্থিত করিতে তোমাদের সাহস হইবে না—তাহা জানি। আমার ভাই পল সাইনস্ কোথায় আছে—এই সংবাদ আমার মুখ হইতে বাহির করিয়া লইবার আশায় তোমরা আমাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া আটক করিয়া রাখিবে; কিন্তু আমি তাহার গতিবিধির বা বর্ত্তমান বাসস্থানের কোন সংবাদ অবগত নহি। সে এখন কোথায় আছে তাহাও আমি—”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,“আমি তোমাকে বলিতেছি, আর পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই তোমাকে কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে হাজির করা হইবে। ইহা খাঁটি সত্য কথা, তবে এ কথা বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছা।”

ম্যাক্‌সিমস্ সাইনস্ আর এ কথার প্রতিবাদ না করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে দোতালায় উঠিল; ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সার্জ্জেণ্ট ব্রাউন সহ তাহার অনুসরণ করিলেন।

ম্যাক্সিমস্ ধীরভাবে প্রসাধন-কার্য্য শেষ করিয়া পরিচ্ছদ পরিধান করিল। সে গমনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স পকেট হইতে এক জোড়া হাতকড়ি বাহির করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার উভয় হস্তের মণিবন্ধে আঁটিয়া দিলেন।

এই অপমানে ম্যাক্সিমসের চক্ষু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তাহার ধৈর্য্য মুহূর্ত্ত-মধ্যে বিলুপ্ত হইল। সে কঠোর স্বরে বলিল, “নিরপরাধ দুর্ব্বলের এত অপমান! এই পীড়নের জন্য আমি তোমাদের কি দুর্গতি করি—তাহা শীঘ্রই জানিতে পারিবে। পুলিশের চাকরী করিয়া লাট হইয়াছ? ভ্রমের অভিনয় করিয়া নিষ্কৃতি পাইবে মনে করিয়াছ? সে আশা ত্যাগ কর। তোমাকে চূর্ণ করিবার জন্য যদি আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয় তাহাতেও আমার আপত্তি নাই। আমি সপ্রমাণ করিতে পারিব—গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্যও এই বাড়ীর বাহিরে যাই নাই।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স্ তাহার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন—তাহার ভ্রাতা পল সাইনস্ গত বার ঘণ্টার মধ্যে কোথায় কি করিয়াছে তাহা সে জানে; জানে বলিয়াই সে নিজেব সাফাই সাক্ষীর জোগাড় করিয়াছে। সে তাহার ভ্রাতার অপরাধের কথা জানিয়া-শুনিয়া গোপন রাখিয়াছে—ইহাও তাহার অমার্জ্জনীয় অপরাধ—ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স এই কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার মনে হইল—তিনি করিতেছেন কি? ও কথা বলিলেই প্রকারান্তরে তাঁহার স্বীকার করা হইবে—সে পল সাইনস্ নহে,ম্যাক্সিমস্ সাইনস্ ইহা তিনি জানেন; তাঁহার চালাকি তৎক্ষণাৎ ধরা পড়িবে।—তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে সতর্ক হইলেন, সে কথা আর প্রকাশ করিলেন না।

অতঃপর তাঁহারা ম্যাক্সিমস্ সাইনস্‌কে সঙ্গে লইয়া পথে আসিলেন, এবং গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ীতে উঠিবার সময় ম্যাক্সিমস্ মিঃ ব্লেককে শকট-চালকের আসনে দেখিতে পাইল; তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাহার ক্রোধ সংবরণ করা অসাধ্য হইল। সে সক্রোধে বলিল, "ব্লেক তুমি! তুমিও এই সঙ্গে আসিয়াছ? এই ষড়যন্ত্রে তোমারও যোগ আছে ইহা আমার পূর্ব্বেই বুঝিতে পারা উচিত ছিল; কিন্তু তাহা বুঝিতে পারি নাই, কারণ আমার ধারণা ছিল—ইহাদের দলে থাকিলেও তুমি সৎ লোক; তোমার কিঞ্চিৎ মনুষ্যত্ব আছে। কিন্তু এখন বুঝিতেছি আমার ইহা ভুল ধারণা। এই ইতর গোয়েন্দাগুলার দলে সৎ লোকের স্থান নাই; সুতরাং তুমিও বোধ হয় শপথ করিয়া বলিতে প্রস্তুত আছ—আমিই পল সাইনস্?"

মিঃ ব্লেক প্রশান্তভাবে বলিলেন, "তুমি পল সাইনস্ নও, অন্য লোক—এ কথা আমি শপথ করিয়া বলিতে নিশ্চয়ই প্রস্তুত নহি।"

*　　*　　*　　*

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে, প্রাতঃসূর্য্য পূর্ব্ব গগনের অনেক ঊর্দ্ধে উঠিলে মিঃ ব্লেক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও ঘুমাইতে পারেন নাই; তিনি অটুট স্বাস্থ্য ও বিপুল মানসিক শক্তির অধিকারী হইলেও

তাঁহার জাগরণক্লিষ্ট চক্ষু নিদ্রাঘোরে যেন মুদিয়া আসিতেছিল, এবং তিনি অত্যন্ত অবসাদ বোধ করিতেছিলেন।

তিনি তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলে মিসেস্ বার্ডেল তাঁহার টেবিলে খাবার দিবে কি না জিজ্ঞাসা করিল; তিনি সম্মতি জানাইয়া আয়নার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন, এবং আয়নায় নিজের মুখ দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। দীর্ঘকাল নিদ্রার অভাবে তাঁহার চক্ষু লাল, মুখ মলিন, দেহ অবসন্ন, কেশগুচ্ছ বিশৃঙ্খল। তিনি পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া গোসলখানায় প্রবেশ করিলেন, এবং দাড়ি-গোঁফ কামাইয়া স্নানান্তে আহার করিতে বসিলেন। তাঁহার মনে হইল আর তিন ঘণ্টা পরেই তাঁহাকে পুনর্ব্বার বাহিরে যাইতে হইবে। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সহিত তাঁহার আবর-ষ্ট্রীট পুলিশ-কোর্টে যাইবার কথা ছিল। সেখানে পল সাইনস্‌কে ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে, এবং মামলার মুলতুবি কাল পর্য্যন্ত তাহাকে হাজতে রাখিবার জন্য প্রার্থনা করা হইবে। তাঁহার মনে হইল আদালতের কাজ কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ হইবে; তাহার পর বিশ্রাম।

তিনি আহারে বসিলে স্মিথ প্রাতঃভ্রমণ শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিল। সে মিঃ ব্লেকের সহিত আহার করিতে বসিল। পূর্ব্বরাত্রে যে সকল ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, এবং মিঃ ব্লেককে কিরূপ কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, সে সকল বিষয় স্মিথের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। সে মনে মনে বলিল, "কাল সারা রাত্রি কর্ত্তা বাহিরে কাটাইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোথায় গিয়াছিলেন, কি করিয়াছিলেন—তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিলেন না! আমার অপরাধ কি?"—তাহার একটু অভিমান হইল।

স্মিথ আহার শেষ করিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় সংবাদপত্র-বিক্রেতা পথে হাঁকিয়া চলিল, "অতিরিক্ত বিশেষ সংস্করণের কাগজ! (Extry speshul) পল সাইনস্ ধরা পড়িয়াছে।"

পল সাইনস্ ধরা পড়িয়াছে!—স্মিথ তৎক্ষণাৎ তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া পথে আসিল। সে তাহার কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে পথে আসিয়া দেখিল—অসংখ্য পথিক সেই সংবাদপত্র-বিক্রেতাকে পরিবেষ্টিত করিয়া কাগজ

লইয়া টানাটানি করিতেছে। সকলেরই কাগজ কিনিবার জন্ত আগ্রহ! পল সাইনস্ কিরূপে ধরা পড়িল জানিবার জন্ত সকলেই ব্যস্ত।

একজন পথিক বলিল, "পুলিশ সেই ডাকাতের সর্দ্দারটাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে? আমি জানি এক দিন তাহাকে ধরা পড়িতেই হইবে।—পুলিশের সঙ্গে চালাকি? চিরদিনই কি পুলিশের চোখে ধূলা দেওয়া চলে?"

আর এক জন বলিল, "আমি ও খবর বিশ্বাস করি না। পুলিশ পল সাইনস্‌কে গ্রেপ্তার করিয়াছে—ও রকম হুজুগ মধ্যে মধ্যে শোনা যায়; কিন্তু সব মিথ্যা কথা! ষোল আনাই ভুয়া! কাগজওয়ালাদের কাগজ বিক্রয়ের ফন্দী।"

তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, "এ ত কাগজওয়ালাদের রচা কথা নয়, এ যে সরকারী সংবাদ। এ সংবাদ স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ত্তার নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে; টাট্‌কা খবর। ভোর রাত্রে পল সাইনস্‌কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কাগজখান পড়িয়া দেখিলেই সকল কথা জানিতে পারিবে।"

স্মিথের কৌতূহল অসংবরণীয় হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি পকেট হইতে একটি পেনী বাহির করিয়া সেই জনতার ভিতর প্রবেশ করিল, এবং বহু চেষ্টায় একখানি কাগজ কিনিয়া জনতার বাহিরে আসিল।—সেই পত্রিকাখানির নাম 'মর্ণিং প্রেস।'

স্মিথ পথে দাঁড়াইয়া রুদ্ধনিশ্বাসে কাগজখানি পাঠ করিতে লাগিল। সে কাগজখানি পাঠ করিয়া জানিতে পারিল—পল সাইনসের গ্রেপ্তারের সংবাদ সত্য। প্রত্যুষে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড কর্ত্তৃক এই সংবাদ দৈনিক পত্রিকাসমূহের জন্ত প্রেরিত হইলে, তাহাই বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত হইয়াছিল। পল সাইনস্‌কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে—এই সংবাদটুকু ভিন্ন কোথায় কি অবস্থায় কি কৌশলে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে সে সম্বন্ধে একটি কথাও স্মিথ কাগজে দেখিতে পাইল না। তবে সে এ সংবাদও দেখিতে পাইল যে, পূর্ব্ব রাত্রে পল সাইনসের দৌরাত্ম্য চরমে উঠিয়াছিল, লণ্ডনের ও সহরতলির বিভিন্ন অংশের এক ডজন ব্যাঙ্ক লুণ্ঠিত হইয়াছিল, এবং বোমার আগুনে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল; কিন্তু সেই অগ্নিরাশি অবিলম্বে নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। তাহার পর পুলিশের দক্ষতায় পল

সাইনস্ ধরা পড়িয়াছে ; সুতরাং লণ্ডনবাসীদের আর আশঙ্কার কারণ নাই। পল সাইনস্ কর্ত্তৃক যে সকল ব্যাঙ্ক লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একটি ব্যাঙ্কের লুণ্ঠিত অর্থরাশি দস্যুকবল হইতে উদ্ধার করা হইয়াছিল। (the proceeds of one of the bank-robberies had been recovered.) অন্যান্য ব্যাঙ্ক হইতে যে সকল অর্থ অপহৃত হইযাছে—তাহাদেরও সন্ধান বার ঘণ্টার মধ্যেই পাওয়া যাইবে—এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

'মর্ণিং প্রেসে' এই সকল সংবাদ পাঠ করিয়া স্মিথ অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে বাড়ী ফিরিল, এবং এক এক লাফে তিন ধাপ সিঁড়ি পার হইয়া দ্বিতলে উঠিল। মিঃ ব্লেক তখন আহারান্তে চিন্তাকুল চিত্তে ধূমপান করিতেছিলেন। তিনি ঘণ্টা-দুই ঘুমাইয়া লইয়া ক্লান্তি দূর করিবেন—এই উদ্দেশ্যে শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। স্মিথ ঝড়ের মত বেগে তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিল, (burst into the sitting room like a hurricane.) এবং রুদ্ধনিশ্বাসে বলিল, "কর্ত্তা, আপনি আমাকে কেন এভাবে ফাঁকি দিলেন ? আমার অপরাধ কি ?"—তাহার দারুণ অভিমান ক্রোধে পরিণত হইল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ফাঁকি ! কিভাবে তোমাকে ফাঁকি দিলাম ?"

স্মিথ তাহার হাতের কাগজখানি সজোরে তাঁহার সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "ফাঁকি দেন নাই ? ফাঁকি নয় ত কি ? আপনি এই কাগজ পড়িয়া দেখুন, কাল রাত্রে বারটা ব্যাঙ্ক লুঠ হইয়া গিয়াছে, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড বোমার আগুনে ধ্বংশ হইতে হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে ; শেষে পল সাইনস্ ধরা পড়িয়াছে। আপনি কাল সারারাত্রি এই সকল ব্যাপারে ছুটাছুটি করিয়াছেন, অথচ আমাকে ঘুমাইতে দেখিয়া, ডাকিয়া তুলিতে আপনার ইচ্ছা হইল না ! আমাকে ডাকিলে আমি উঠিয়া কি আপনার সঙ্গে যাইতাম না ? এ রকম বড় বড় কাণ্ড ঘটিয়া গেল, আর আমি কিছুই জানিতে পারিলাম না ! আপনি আমার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করিয়াছেন।"

মিঃ ব্লেক স্মিথের নিকট কোন কথা গোপন করিতেন না ; স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের 'ইজ্জত' রক্ষার জন্য, বিশেষতঃ পুলিশ যাহাতে জনসমাজে অপদস্থ না হয় এই

উদ্দেশ্যে, তিনি ইন্‌স্পেক্টর কুটসের সহিত পরামর্শ করিয়া পল সাইনসের পরিবর্ত্তে কাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়াছেন—তাহা স্মিথের নিকট প্রকাশ করিলেন।

সকল কথা শুনিয়া স্মিথ অভিমানভরে বলিল, "কিন্তু আপনি আমাকে এত বড় আনন্দে বঞ্চিত করিয়াছেন, ইহাই আমার দুঃখ! কাল রাত্রে আমি আপনার সঙ্গে থাকিলে বিলক্ষণ মজা উপভোগ করিতে পারিতাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার ক্ষোভের কোন কারণ নাই স্মিথ! আমাদের সকল কাজ শেষ হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে; সুতরাং মজা দেখিবার সুযোগ নষ্ট হয় নাই। পল সাইনস্ খবরের কাগজে নিজের গ্রেপ্তারের সংবাদ পড়িয়া ক্ষেপিয়া যাইবে। ইহাতে তাহার গর্ব্বে ভয়ঙ্কর আঘাত লাগিবে। এই সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা, ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য সে অধীর হইবে, এবং স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রতারণা প্রতিপন্ন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। সে দেখাইবে পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই; সুতরাং বিস্তর মজা এখনও বাকি আছে।"

স্মিথ বলিল, "সে কাজ তাহার পক্ষে তেমন সহজ হইবে না। পল সাইনসের চেহারার সঙ্গে তাহার ভাই ম্যাক্সিমসের চেহারার কোন প্রভেদ নাই; যদি সামান্য কোন প্রভেদ থাকে—তাহা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না। এ অবস্থায় ম্যাক্সি-মস্‌কে আদালতের কাঠরায় দেখিয়া লোকে তাহাকেই পল সাইনস্ বলিয়া বিশ্বাস করিবে; সুতরাং পল সাইনস্ যদি ঘোষণা করে—'সে আমি নই, আমার ভাই; পুলিশ তাহাকে ভুল করিয়া ধরিয়াছে।'—তাহা হইলে কে তাহার কথা বিশ্বাস করিবে? ঐ কথা সে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে টেলিফোন করিয়াই বলুক, আর কাগজেই লিখুক—তাহাতে কোন ফল হইবে না; তবে যদি সে স্বয়ং হাজির হইয়া দেখা দিতে পারে—তাহা হইলে সে স্বতন্ত্র কথা।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তাই বটে! এই উদ্দেশ্যেই ত নিরপরাধ ম্যাক্সিমস্‌কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আমরা খাঁচায় ছাগল বাঁধিয়া নেকড়েকে খাঁচার ভিতর আনিতে চাই,—সেই ছাগল তাহার ভাই ম্যাক্সিমস্।"

স্মিথ বলিল, "আপনার ফন্দীটি বেশ কৌশলপূর্ণ, কিন্তু নেকড়ে খাঁচার কাছে

আসিবে—এ আশা কি দুরাশা নয়? তাহার পর আরও একটা আতঙ্কজনক সম্ভাবনা আছে, সে কথা আপনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? পল সাইনস্ আপনাকে যেরূও স্নেহ করে, তাহাতে সম্ভবতঃ সে—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি কিরূপ সম্ভাবনার কথা বলিতেছ তাহা আমি বুঝিয়াছি। এ আমারই ফন্দী—পল সাইনসের ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না; সুতরাং আমার সম্বন্ধে তাহার কিরূপ ধারণা হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। পল সাইনস্ হয় ত হঠাৎ পিকাডেলি সার্কাসে উপস্থিত হইয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া আধ ডজন গুলী বর্ষণ করিবে, এবং সে যে ধরা পড়ে নাই, তাহা এই ভাবে সপ্রমাণ করিবে; কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাহার এরূপ করিবার প্রয়োজন হইবে না।"

স্মিথ জানিত—পল সাইনস্ কিরূপ ভয়ঙ্কর লোক। সে যাহা বলিত, কাজেও তাহাই করিত। তাহার অনুচরবর্গ তাহাকে যমের মত ভয় করিত; সে তাহাদিগকে দৃঢ় হস্তে শাসন করিত। পৃথিবীতে কেহই তাঁহার বন্ধু ছিল না, অথচ তাহার দলভুক্ত দস্যুগণ প্রাণপণে তাহার আদেশ পালন করিত। কোন কুকার্য্যে তাহার কুণ্ঠা ছিল না, তাহার দয়া মায়াও ছিল না। সে সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য তাহার পুত্রগণের জীবন পর্য্যন্ত তুচ্ছ মনে করিত!

স্মিথ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "কর্ত্তা, এ যেন ডিনামাইট লইয়া খেলা! (it's like playing with dynamite.) আপনি কি মনে করেন পল সাইনস্ এখনও লণ্ডনেই লুকাইয়া আছে?"

মিঃ ব্লেক কি বলিতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময় তাঁহার টেলিফোন ঝন্-ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল।

মিঃ ব্লেক সাড়া দেওয়ার জন্য উঠিয়া টেলিফোনের কলের কাছে যাইতে যাইতে বলিলেন, "বোধ হয় কুট্স কোন জরুরী কথা বলিবার জন্য আমাকে ডাকিতেছে।"

মিঃ ব্লেক টেলিফোনে সাড়া দিয়া বলিলেন, "হাল্লো!—হাঁ, আমি রবার্ট ব্লেক কথা বলিতেছি।"

উত্তর হইল, "আমি পল সাইনস্; তোমাকে দুই একটি কথা বলিতে চাই রবার্ট ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক তাহার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন না; তিনি বুঝিলেন ইহা তাঁহার ষড়যন্ত্র সফল হইবার পূর্ব্বলক্ষণ। তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কি নাম বলিলে? তুমি সাইনস্! পল সাইনস্?"

পল সাইনস্ বলিল, "হাঁ, আমি পল সাইনস্। আমার এ কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ আছে কি? স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে আজ যে বিড়ম্বনাজনক মিথ্যা ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছে, তুমিই তাহার মূল—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি। তুমি কি উদ্দেশ্যে এই কাজ করিযাছ তাহাও বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। তোমার বিশ্বাস, পুলিশের সাহায্যে যে মিথ্যা সংবাদ প্রচারিত করিয়া তুমি জনসমাজকে প্রতারিত করিতে পারিয়াছ, আমি তোমার সেই কপটতা ও ভণ্ডামীর প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হইব না। তোমার এই ফন্দীটি কৌশলপূর্ণ হইলেও ইহা তোমার মত বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন সত্যনিষ্ঠ ভদ্রলোকের উচিত হয় নাই। আমার ধারণা ছিল—তোমার স্থান এই প্রকার ইতরতার অনেক উর্দ্ধে। যাহা হউক, এইখানেই তোমার পরাজয়। তুমি যে উদ্দেশ্যে এই কুকর্ম্ম করিযাছ তোমার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে; আমি তোমাকে নিরাশ করিব না। (I shall not disappoint you.) তোমারই অস্ত্র লইয়া আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব।"

মিঃ ব্লেক টেলিফোনের 'রিসিভার' হাতে লইয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন তাঁহার কার্য্যে পল সাইনসের গর্ব্বে আঘাত লাগিয়াছে। সে বুঝিতে পারিয়াছে—পুলিশকে অপদস্থ ও বিপন্ন করিবার জন্য পূর্ব্বরাত্রে সে যে সকল পাশবিক অনুষ্ঠানে সফলকাম হইয়াছিল, তাহার গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রচারিত হওয়ায়, সেই সকল কার্য্যের গুরুত্ব কাহাকেও বিচলিত করিতে পারে নাই। সে যে অব্যর্থ বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিল—তিনি অসঙ্কোচে তাহা লুফিয়া লইয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেককে নির্ব্বাক দেখিয়া পল সাইনস্ দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমার কথা

তুমি বুঝিতে পারিয়াছ রবার্ট ব্লেক! পল সাইনস্ সত্যই ধরা পড়ে নাই, তাহার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ আছে—ইহা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য যদি জনসাধারণের আগ্রহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের সেই আগ্রহ পূর্ণ হইবে; হাঁ, অবিলম্বেই আমি তাহাদের চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিব। ইহাই বোধ হয় তোমার শেষ চা'ল?"

মিঃ ব্লেক কঠোর স্বরে বলিলেন, "না, ইহা আমার শেষ চা'ল নহে; যে চা'লে তুমি 'মাৎ' হইবে, যে চা'লে জল্লাদ তোমার গলায় ফাঁস জড়াইয়া তোমার পদতল হইতে তক্তা টানিয়া লইবে—তাহাই আমার শেষ চা'ল।"

পল সাইনস্ মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া এরূপ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল যে, মিঃ ব্লেক তাহা স্পষ্টরূপেই শুনিতে পাইলেন; সে হাসি ক্রুদ্ধ নেকৃড়ের বিকট গর্জ্জনের অনুরূপ!

পল সাইনস্ হাসি বন্ধ করিয়া অবজ্ঞা ভরে বলিল, "রবার্ট ব্লেক, আমার সেই অবস্থা দর্শন তোমার ভাগ্যে নাই। যদি আমাকে কখন নরহত্যার আসামী হইয়া বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে হয়, তাহা হইলে তোমারই হত্যাপরাধে আমি অভিযুক্ত হইব। আমি তোমার চাতুরী বুঝিয়াছি; ইহা যে তোমার কতদূর ইতরতার নিদর্শন, তাহা আমি জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়া ভদ্র সমাজে তোমার মুখ দেখাইবার পথ বন্ধ করিব। হাঁ, আজ বেলা এগারটার সময় আমি এবর ষ্ট্রীটের পুলিশ-কোর্টে উপস্থিত হইয়া তোমাদের এই ইতর ষড়যন্ত্রের কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিব, সকলে দেখিবে—পল সাইনসকে গ্রেপ্তার করা পুলিশের সাধ্য হয় নাই। তখন আমার ভাই ম্যাক্সিমস্ মুক্তিলাভ করিয়া প্রস্থান করিবে। হাঁ, বেলা এগারটার সময় আমি স্বয়ং বিচারালয়ে উপস্থিত হইব—ইহা স্মরণ রাখিও। তখন সাধ্য হয় আমাকে গ্রেপ্তার করিও।"

টুং শব্দ শুনিয়া মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন, পল সাইনস্ রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে।

পঞ্চম লহর

আদালতে অদ্ভুত দৃশ্য

মিঃ ব্লেক তাঁহার কৌশলপূর্ণ সঙ্কল্প সাধনের জন্য যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই ব্যবস্থানুযায়ী সকল কাজ চলিতেছিল, কোন দিক হইতে কোন বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইল না; তথাপি মিঃ ব্লেক নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, তিনি নানা কথা চিন্তা করিয়া উৎকণ্ঠিত হইলেন।

পল সাইনস্ তাহার অঙ্গীকার অনুযায়ী স্বয়ং বিচারালয়ে উপস্থিত হইবে, ইহা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না; কিন্তু যদি সে সত্যই তাহার অঙ্গীকার পালন করে, এবর ষ্ট্রীটের পুলিশ-আদালতে উপস্থিত হয়—তাহা হইলে তাহাকে গ্রেপ্তার করা কঠিন হইবে না, এবং পুলিশ যে উদ্দেশ্যে তাহার সহোদব ভ্রাতা ম্যাক্সিমস্ সাইনস্‌কে গ্রেপ্তার করিয়া গর্হিত কার্য্য করিয়াছিল, সেই উদ্দেশ্য তখনই সফল হইবে; পুলিশকে জনসমাজে অপদস্থ হইতে হইবে না। সাপে ছুঁচো ধরিলে সাপের অবস্থা যেরূপ হয়, নিরপরাধ ম্যাক্সিমস্ সাইনস্‌কে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশের অবস্থা সেইরূপ শোচনীয় হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক বুঝিয়াছিলেন, পল সাইনস্ টেলিফোনের সাহায্যে তাঁহার সহিত আলাপ করিলেও, সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া তাহার সন্ধান পাইবার সম্ভাবনা নাই। হয় ত কোন সাধারণ 'টেলিফোন-বক্স' হইতে সে কথা বলিতেছিল। কথা শেষ করিয়া সে কোন্ গুপ্ত স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহা জানিবার উপায় ছিল না।

যাহা হউক, মিঃ ব্লেক পুনর্ব্বার টেলিফোনের 'রিসিভার' তুলিয়া লইলেন, এবং নম্বর পরিবর্ত্তিত করিয়া স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের নিকট টেলিফোন করিলেন। এক মিনিট পরে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সাড়া দিয়া বলিলেন, "হালো, তুমি কি ব্লেক?—সকালের কাগজ দেখিয়াছ?"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হাঁ, দেখিয়াছি। কিন্তু তাহার অপেক্ষাও টাট্‌কা জরুরী সংবাদ আছে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "কিরূপ জরুরী সংবাদ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পল সাইনস্ এই মাত্র টেলিফোনে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া গেল!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বিচলিত স্বরে বলিলেন, "পল সাইনস্—স্বয়ং? কি সর্ব্বনাশ! সে তোমাকে কি বলিল? খানা খাইবার জন্ম আবার নিমন্ত্রণ করিয়াছে না কি?"—ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহার সেই সাংঘাতিক নিমন্ত্রণের কথা তখনও ভুলিতে পারেন নাই।

মিঃ ব্লেকের সহিত টেলিফোনে সাইনসের যে সকল কথা হইয়াছিল, মিঃ ব্লেক তাহার মর্ম্ম ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের গোচর করিলেন; তাহা শুনিয়া কুট্‌স কয়েক মিনিট স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কথাগুলি হঠাৎ বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না; কিন্তু অবিশ্বাস করিবারও উপায় ছিল না। তিনি ভাবিয়া-চিন্তিয়া অবশেষে বলিলেন, "ইহা পল সাইনসের অসার হুম্‌কি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সে বেলা এগারটার সময় এবর ষ্ট্রীটের পুলিশ-কোর্টে স্বয়ং উপস্থিত হইবে? তাহার যদি সেরূপ সাহস হইত, তাহা হইলে সে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডেও উপস্থিত হইতে পারিত। কে তাহার এ কথা বিশ্বাস করিবে? এ তাহার বাজে চালাকি মাত্র; যা' নয় তাই! সে না ক্ষেপিলে ও কথা তোমাকে বলিত না, শয়তানটা একদম্ ক্ষেপিয়া গিয়াছে ব্লেক! তাহার লুঠের এক গাড়ী নোট পুলিশের হাতে পড়িয়াছে—ক্ষোভে দুঃখে তাহার মাথা খারাপ হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার আমার সম্বন্ধেও সে ঠিক ঐ কথা বলিতে পারিত। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যাইতে তাহার ভয় হইলে সে কি কাল রাত্রে সেখানে যাইতে পারিত? সেই কাযটি ত সে শেষ করিয়াই আসিয়াছে; কিন্তু তুমি তাহার কথা অবিশ্বাস্য মনে করিয়া অগ্রাহ্য করিলে ঠকিবে। আজ এবর ষ্ট্রীটের পুলিশ-কোর্টে কিরূপ জনতা হইবে ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? এজলাসে তিল ধারণেরও

স্থান থাকিবে না ; তাহার উপর পল সাইন্‌স ছদ্মবেশ ধারণে অসাধারণ দক্ষ, সে দর্শকগণের গ্যালারীতে বসিবার স্থান সংগ্রহ করিতে পারে।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, “বেশ, সে যেন তাহাই করে। তাহাতে আমাদের কাযের সুবিধা ভিন্ন অসুবিধা হইবে না। সে বিচারালয়ে প্রবেশ করিবার সময় দরজাতেই ধরা পড়িবে ; তাহাকে চিনিয়া লইতে আমার কষ্ট হইবে না। আমি সেই সময় কতকগুলি চতুর ও দক্ষ কর্ম্মচারীকে পাহারা দিতে পাঠাইব ; তাহারা প্রত্যেক দর্শকের মুখ পরীক্ষা করিবে। ছদ্মবেশে সে আমাদের চোখে ধূলা দিতে পারিবে ? অসম্ভব। পৌনে এগারটার সময় তোমার সঙ্গে দেখা করিব। কাযটা শেষ করিতে পারিলে যে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি।”

এক ঘণ্টা বিশ্রামের পর মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া গৃহত্যাগ করিলেন। পথে আসিয়া তাঁহারা একখানি ব’সে উঠিলেন। হল্‌বর্ণে তাঁহারা ব’স্ হইতে নামিয়া পদব্রজে কিংসওয়ের দিকে চলিলেন।

একটা মোড় ঘুরিয়া এবর ষ্ট্রীটের পুলিশকোর্ট। তাঁহারা সেই মোড়টি পার হইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। স্মিথ সেই দিক দৃষ্টিপাত করিযা বলিল, “ওরে বাবা ! এ কি ব্যাপার দেখিয়াছেন কর্ত্তা ! পিপ্‌ড়ের মত টুপির সার চলিয়াছে, একটার মাথায় লাঠী মারিলে দশটা মরে ! পকেট সাবধান কর্ত্তা ! আদালতের আশে পাশে গাঁটকাটার দলের আড্ডা।”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “আদালতের ভিতরেও গাঁটকাটার অভাব নাই ; তবে তাহারা লাইসেন্সধারী।”

জনতার পরিমাণ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কয়েকজন কন্‌ষ্টেবল শান্তি-রক্ষার জন্য দর্শকগণকে সম্মুখে ঠেলিয়া দিতে লাগিল ; তাহাদের তাড়ায় এক স্থানে অধিক লোক ভিড় করিতে পারিল না। বারান্দায় উঠিয়া এজ্‌লাসের দিকে অগ্রসর হওয়া তাঁহাদের দুঃসাধ্য হইল। মিঃ ব্লেক ও স্মিথ অতি কষ্টে একটু পথ করিয়া লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিসে প্রবেশ করিলেন।

মিঃ ব্লেক চলিতে চলিতে যত লোক দেখিলেন, সকলেরই মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল—পল সাইনস্ ছদ্মবেশে দর্শকগণের দলে মিশিয়া

আদালতে উপস্থিত হইবে, এবং তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য দস্যুদলও তাহার আশে পাশে দাঁড়াইয়া থাকিবে। মিঃ ব্লেক সাধারণ পরিচ্ছদধারী কয়েকজন ডিটেক্‌টিভকেও সেই স্থানে দেখিতে পাইলেন।

মিঃ ব্লেক ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিস-সংলগ্ন হল-ঘরে প্রবেশ করিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স্ ও সার্জ্জেণ্ট ব্রাউনকে মুখোমুখী দাঁড়াইয়া আলাপ করিতে দেখিলেন। তাঁহারা উভয়েই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রত্যেক আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিতেছিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এ রকম ভীষণ জনতা আর কখন দেখিয়াছ ব্লেক! সকালে খবরের কাগজে খবরটা দেখিবামাত্র কতকগুলা লোক এখানে দৌড়াইয়া আসিয়াছে; সকাল সাতটা হইতেই দাঁড়াইয়া আছে! তারপর ন'টার সময় হইতে জনস্রোত আরম্ভ হইয়াছে, এখন পর্য্যন্ত বিরাম নাই। কি ভীষণ ব্যাপার! অথচ ইহারা কি দেখিবে আর কি-ই বা শুনিবে তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না! তথাপি হুজুকে পড়িয়া ইহাদের আসাই চাই। বিড়ম্বনা! ইহাদের মধ্যে পল সাইনসের দলের লোকও আছে; তাহাদের কতকগুলা জেল খাটিয়া আসিয়াছে, কতকগুলা শীঘ্রই সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার আসামী কোথায়?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "ঐ ওপাশের গারদে। ট্যাক্সিতে তুলিয়া তাহাকে আগেই আনা হইয়াছে। সাইনস্ আমাদের মুঠোর মধ্যে থাকিলেও সে যে কি খেলা খেলিবে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না! তাহাকে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে লইয়া আসিবার পর তাহার মুখ হইতে দুইটি কথাও বাহির হয় নাই! আমি ভাবিয়াছিলাম সে কোন কৌন্সিলীর সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু সে বিষয়েও সে নির্ব্বাক! আমরা তাহাকে আসামীর কাঠরায় তুলিলে সে যদি বেশী গোলমাল না করে—তাহা হইলে আদালতের কায সহজেই শেষ হইবে। আমরা এক সপ্তাহ সময়ের জন্য প্রার্থনা করিব।"

সার্জ্জেণ্ট ব্রাউন বলিল, "আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অঙ্গুলি-চিহ্ন লইবার জন্য সে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করে নাই! এমন কি, তাহাকে ও কথা জিজ্ঞাসা

করা হইলে সে অসম্মতিই প্রকাশ করিয়াছে। পল সাইনসের অঙ্গুলি-চিহ্ন ত আমাদের খাতাতেই আছে, সুতরাং সেই চিহ্নের সহিত—"

মিঃ ব্লেক ভাবিলেন—নির্ব্বোধ সার্জ্জেণ্টটা কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিবে; সুতরাং তিনি তাহার কথা চাপা দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি বলিলেন, "অঙ্গুলি-চিহ্ন দিতে তাহার আপত্তি থাকিতে পারে, সে হয় ত মনে করিয়াছে—ইহাতে ভবিষ্যতে কোন অসুবিধা ঘটিতেও পারে।"

কয়েক মিনিট পরে তাঁহারা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে প্রবেশ করিলেন। মিঃ ব্লেক কৌন্সিলীদের আসনের ঠিক পশ্চাতেই দুইখানি চেয়ার সংগ্রহ করিয়া স্মিথকে লইয়া বসিয়া পড়িলেন।

সাধারণ দর্শকগণের বসিবার জন্য যে গ্যালারী ছিল, তাহা বহু পূর্ব্বেই পূর্ণ হইয়াছিল; সেখানে আর বিন্দুমাত্র স্থান ছিল না। স্ত্রীলোকের সংখ্যাও অল্প ছিল না। তাহারা পুরুষগণের গা ঘেঁসিয়া বসিতে বাধ্য হইয়াছিল। সমাজের সকল শ্রেণীর লোক পল সাইনসের বিচার দেখিতে আসিয়াছিল; সুতরাং তাহাদের পরিচ্ছদের বৈচিত্র্যও সকলের দেখিবার জিনিস বলিয়া মনে হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক একে একে প্রত্যেকের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু ছদ্মবেশী পল সাইনস্ বলিয়া কাহাকেও তিনি সন্দেহ করিতে পারিলেন না। তবে সেই বিপুল জনতার মধ্যে পল সাইনস্ উপস্থিত নাই—ইহাও তাঁহার বিশ্বাস হইল না; তাঁহার মনে হইল হঠাৎ সে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া ভীষণ গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিবে, এবং আদালতের শান্তি শৃঙ্খলা মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হইবে।—তাঁহার এই অনুমান মিথ্যা হয় নাই।

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স গ্যালারীর দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "একদম্ ভর্ত্তি! আমি ঐ লোকগুলার প্রত্যেকের মুখ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, সুতরাং বাজি রাখিয়া বলিতে পারি—পল সাইনস্ ঐ দলে নাই।"

মিঃ ব্লেক তাঁহার উক্তির সমর্থনসূচক বাতাশে মাথা ঠুকিয়া, এজলাসের যে স্থানে আদালতের কর্ম্মচারীরা উপবিষ্ট ছিল—সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং তাহাদের পাশে ব্যবহারাজীব, সাক্ষী ও সংবাদ পত্রসমূহের প্রতিনিধিদের

দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মনে হইল সেই দলের যে কোনও ব্যক্তি ছদ্মবেশী পল সাইনস্‌ হইতেও পারে। পল সাইনসের সাত পুত্রের মধ্যে এক জনের তখনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই; তাহার সেই পুত্রও এই দলে নাই, মিঃ ব্লেক ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

আরও কয়েক মিনিট পরে এজলাসের ঘড়িতে টং-টং শব্দে এগারটা বাজিল; ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে বসিবার সময় হইল, কিন্তু তখনও তিনি অনুপস্থিত!— দর্শকগণ ম্যাজিষ্ট্রেটের অদর্শনে অধীর হইয়া থক্‌-থক্‌ করিয়া কাশিতে আরম্ভ করিল। যুবকের দল মেঝের উপর সবেগে জুতা ঘসিতে লাগিল। এজলাসের আরদালীরা হাঁকিল "চুপ, চুপ," তাহার উত্তরে মেঝের উপর এক সঙ্গে এক শত জুতা ঠুকিবার শব্দ হইল! থিয়েটার দেখিতে গিয়া, প্রচ্ছদ-পট উত্তোলনে বিলম্ব হইলে, ফক্কড় দর্শকেরা যে ভাবে অধীরতা প্রকাশ করে—সেইরূপ ভাব!

এই প্রকার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের পেস্কার (clerk of the court) বিরক্তিভরে ভ্রূ কুঞ্চিত করিল; কিন্তু নিরুপায়! অগত্যা সে ঘড়ীর দিকে চাহিয়া সেরেস্তার নথি-পত্র খুলিয়া বসিল। কয়েক মিনিট পরে একজন আরদালী তাহার হাতে একখানি চিরকুট দিল; সে তাহা পাঠ করিয়া এজলাস পরিত্যাগ করিল। ম্যাজিষ্ট্রেটের সেরেস্তাদার তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সে অদূরবর্ত্তী সেরেস্তায় প্রবেশ করিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স নিম্নস্বরে বলিলেন, "ব্যাপার কি বুঝিতে পারিতেছি না! পুলিশ-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হেড্‌ল ঠিক এগারটার সময় এজলাসে বসেন; অন্য কোন দিন ত তাঁহার বিলম্ব হয় না! পথে যে ভয়ঙ্কর ভিড়; পথ খোলসা না থাকাতেই বোধ হয় তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইতেছে!"

কয়েক মিনিট পরে ম্যাজিষ্ট্রেটের পেস্কার এজলাসে প্রত্যাগমন করিল, এবং এজলাসের পাশে দাঁড়াইয়া কৌঁসিলীদের দিকে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "মহাশয়েরা অবধান করুন, আদালতের কায আরম্ভ হইতে একটু বিলম্ব আছে। আমি এইমাত্র সংবাদ পাইলাম আমাদের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হেড্‌ল হঠাৎ পীড়িত

হইয়াছেন। তিনি আজ আদালতে আসিয়া বিচারকার্য্য করিতে পারিবেন না। (will be unable to preside to-day.) এজন্য ঈষ্ট ষ্ট্রীটের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ চ্যাটার তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিতে আসিতেছেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি এখানে পৌঁছিবেন।"

পেস্কারের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন; তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল। তিনি ভাবিলেন, "আজ পল সাইনস্‌কে এই আদালতে হাজির করা হইবে, আর আজই ম্যাজিষ্ট্রেটের অসুখ! এ ভাল লক্ষণ নহে; অন্ততঃ লক্ষ্য করিবার বিষয় বটে। পল সাইনসের প্রতিহিংসাবৃত্তি কিরূপ প্রবল, এবং তাহার বিরুদ্ধাচরণের ফল কিরূপ সাংঘাতিক—ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হেড্‌লের তাহা ত অজ্ঞাত নহে; সুতরাং আজ হঠাৎ তাঁহার অসুখ হইবারই কথা!"—ম্যাজিষ্ট্রেটের অসুখের কথা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সও বিরক্তি ভরে মুখ বাঁকা করিলেন; কিন্তু তাঁহার মনে কোন সন্দেহ স্থান পায় নাই, বিচারকের বিলম্বই তাঁহার বিরক্তির কারণ। ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে আসামীকে ব্রিক্সটনের কারাগারে লইয়া গিয়া কারা-কক্ষে অবরুদ্ধ করিতে না পারিলে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন না। তাঁহার হাতে তখনও অনেক কায; আসামীকে জেলে না পুরিয়া তিনি কোন কাযেই মন দিতে পারিতেছিলেন না।

যে পুলিশম্যানের মৃতদেহ নদী হইতে উত্তোলিত হইয়াছিল—তাহার সম্বন্ধে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তখনও কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই; তদ্ভিন্ন পলাতক দস্যু-দ্বয় যে ট্যাক্সিতে ছিল, তাহার চালক ট্যাক্সি ভাঙ্গিয়া আহত হইয়া হাসপাতালে পড়িয়া ছিল, সময়াভাবে কুট্‌স তাহারও সংবাদ লইতে পারেন নাই; এজন্য তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

আহত ট্যাক্সিচালকের তখন পর্য্যন্ত চেতনা-সঞ্চার হয় নাই; কিন্তু কর্তৃপক্ষ এই ডাকাতির তদন্ত অবিলম্বে আরম্ভ করিবার জন্য আদেশ করায় ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অধিকতর ব্যাকুল হইয়াছিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসের পশ্চাতে সেই কক্ষের একটি দ্বার ছিল। সেই

দ্বারটি হঠাৎ উদ্ঘাটিত হইল। সেই দিকে জুতার শব্দ শুনিয়া এজলাসের সকল লোক সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ঈষ্ট ষ্ট্রীট হইতে নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া এজলাসে বসিলেন। এই ম্যাজিষ্ট্রেটের নাম মিঃ চ্যাটার। তিনি এজলাসের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সকলকে প্রত্যভিবাদন করিলেন; তাহার পর দোয়াতদানী হইতে একটি কলম তুলিয়া লইয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখে তাহার 'কত' পরীক্ষা করিলেন; (He tested a pen on his thumbnail.) সোনা-বাঁধানো চশমার ভিতর তাঁহার চক্ষু ঈষৎ কুঞ্চিত হইল। লোকটি ঈষৎ কুব্জ, শীর্ণদেহ; কিন্তু চোখে মুখে প্রতিভার আভা প্রতিফলিত। দীর্ঘ কেশগুলি লোহাটে কাল, এবং তাঁহার দাঁড়ি গাল-পাট্টা।

ম্যাজিষ্ট্রেট গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "প্রথমে কোন মামলা উঠিবে?"

প্রথম মামলার বিচার আরম্ভ হইল। আসামী পাকা মাতাল; সে নেশার ঝোঁকে একটি হোটেলের জানালা ভাঙ্গিয়াছিল, এবং একজন পাহারাওয়ালা তাহাকে ধরিতে যাইলে তাহার নাকে ঘুসি মারিয়া রক্তপাত করিয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সে অপরাধ অস্বীকার করিল না, এবং ইহাই তাহার প্রথম অপরাধ বলিয়া কারতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার দশ শিলিং জরিমানার—অনাদায়ে এক সপ্তাহ সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ করিলেন। মাতালের অর্থ-সংস্থান না থাকায় সে এক সপ্তাহের জন্য শ্রীঘরে চলিল।—সকলে বলিল, 'সুবিচারই হইয়াছে।' আমাদের দেশ হইলে বলিতাম—দণ্ড অতি লঘু হইয়াছে; যে পাষণ্ড পুলিশের নাক ভাঙ্গিতে সাহস করে, আমাদের দেশের ঘটিরামেরা তাহাকে ছয় মাস জেলে না পচাইলে কি শান্তি লাভ করিতে পারিতেন?

অতঃপর দ্বিতীয় আসামীর ডাক পড়িল, "পল সাইনস্!"

পল সাইনসের নাম শুনিয়া এজলাসে মৃদু গুঞ্জন-ধ্বনি উত্থিত হইল; দর্শকগণ সকলেই সোজা হইয়া বসিয়া, আদালতের গারদ হইতে আসামীর এজলাসে প্রবেশ করিবার যে দ্বার আছে—সেই দ্বারের দিকে আগ্রহভরে দৃষ্টিপাত করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে শত শত কণ্ঠের গুঞ্জন-ধ্বনি নীরব হইল; সকলেই আসামীর দীর্ঘদেহ, সৌম্য মূর্ত্তি এবং তুষারশুভ্র কেশরাশির দিকে গভীর বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

এই ব্যক্তি পল সাইনস্? আসামী কোন দিকে দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া অকম্পিত পদে গম্ভীর ভাবে আসামীর কাঠরায় প্রবেশ করিল, এবং কাঠরার রেলিংএ দুই হাতের কনুই স্থাপিত করিয়া সরল বংশদণ্ডের ন্যায় উন্নত দেহে দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একখানি বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকার রিপোর্টার তাহার পার্শ্বোপবিষ্ট আর একজন রিপোর্টারকে মৃদুস্বরে বলিল, "হাঁ ঠিক বটে, এই লোকই পল সাইনস্; বুড়া হইয়া গিয়াছে, এখনও শয়তানী ছাড়িতে পারিল না! আমি উহাকে ঠিক চিনিয়াছি। ও যখন ষোল বৎসর জেল খাটিয়া কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল, সেই সময় আমি উহার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলাম; আমি পল সাইনস্‌কে চিনিতে পারিব না?"

আদালতের আরদালী হাঁকিল, "বড় গোল হচ্ছে! চুপ!"

আদালতে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজিত হইল।

অতঃপর যে দৃশ্য দর্শকগণের নয়নগোচর হইল, তাহা যেন রঙ্গালয়ের অভিনয়-দৃশ্য! দর্শকগণ স্তব্ধভাবে স্তম্ভিত হৃদয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ম্যাজিষ্ট্রেটও আসামীকে দেখিয়া যেন ঈষৎ বিচলিত হইলেন; কারণ যে দুর্ব্বৃত্ত গত কয়েক সপ্তাহ হইতে নানা প্রকার দুঃসাহসের কার্য্যে—লুণ্ঠনে, হত্যাকাণ্ডে, গৃহ-দাহনে লণ্ডনের সমগ্র অধিবাসীবৃন্দের হৃদয়ে আতঙ্ক সঞ্চারিত করিয়াছিল; যাহার অসীম সাহসে লণ্ডনের পুলিশবাহিনী অস্থির হইয়াছিল; যে পূর্ব্ব-রাত্রে বহু ব্যাঙ্ক লুণ্ঠন করাইয়াছিল, এবং স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বিশাল সৌধ বোমার আগুনে বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল—সেই ভীষণ-প্রকৃতি দস্যু আজ বিচারালয়ে আসামীর কাঠরায় দণ্ডায়মান!

পল সাইনসের প্রতিদ্বন্দ্বী স্কট্ স্যাণ্ডার্স নিহত হইলে, নিরপরাধ পল সাইনস্ তাহার হত্যাভিযোগে দায়রা-সোপরদ্দ হইয়া প্রাণদণ্ডের আদেশ পাইয়াছিল; অবশেষে সেই দণ্ড যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। যাহাদের চেষ্টায় বা বিবেচনার ত্রুটিতে তাহাকে অকারণ ষোল বৎসর কারাগারে অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল, যাহারা তাহার প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছিল—তাহাদের

সকলকেই চূর্ণ ও বিধ্বস্ত করিবার উদ্দেশ্যে সে দীর্ঘকাল হইতে নানা প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। সেই ভীষণ ষড়যন্ত্রের ফলে বহু ব্যক্তি কঠোর নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিল; কিন্তু পল সাইনসের প্রতিশোধ-স্পৃহা প্রশমিত হয় নাই।

পল সাইনস্ যখন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল—তখন তাহার সাত পুত্রের অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্ক, কেহ কেহ তরুণ যুবক। সকলেই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশোন্মুখ। (first making their way in the world.) কিন্তু সাইনসের কারাগারে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কে কোথায় কি ভাবে অদৃশ্য হইল, তাহা কেহই জানিতে পারিল না। সাধারণের বিশ্বাস হইল, পিতার কারাদণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া, এবং সমাজে অপদস্থ হইবার আশঙ্কায়, তাহারা বংশের লজ্জা গোপন করিবার জন্য স্ব স্ব নাম পরিবর্ত্তন করিয়া দেশান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু পল সাইনস্ কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাহার পুত্রগণের সন্ধান পাইয়াছিল; তাহারা তাহার পিতার অপমানের প্রতিশোধের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল, এবং প্রাণপণে তাহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক এবর ষ্ট্রীটের পুলিশ কোর্টে বসিয়া এই সকল কথাই চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহার স্মরণ হইল, পল সাইনের পুত্রগণ ছদ্মনামে লণ্ডনেই বাস করিতেছিল, এবং নানা উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পল সাইনসের ন্যায় জেলখালাসী আসামীর সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ ছিল—এ সন্দেহ কাহারও মনে স্থান পায় নাই। পল সাইনসের এক পুত্র জন সেল্‌বি ওয়েট হোম-সেক্রেটারীর উচ্চপদ লাভ করিয়াছিল, অন্য পুত্র ল্যাটিমার বিগ্‌স রাজার কৌন্সলী হইয়া অসীম খ্যাতি প্রতিপত্তির অধিকারী হইয়াছিল; এক পুত্র ম্যাল্‌কম্ বার্টন—এই ছদ্মনামে ষ্টেড্‌ফাষ্ট ইন্‌সিয়োরেন্স কোম্পানীর প্রধান পরিচালক হইয়াছিল। একজন নেশন্যাল বৃটীশ ব্যাঙ্কের একটি শাখার ম্যানেজার রূপে সেই ব্যাঙ্কের দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা লুণ্ঠন-চেষ্টায় পিতার সহায়তা করিয়াছিল; আর এক পুত্র সেপ্টিমস্ কস্ নাম গ্রহণ করিয়া যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহার সাহায্যে পল সাইনস্ লণ্ডনের বহু অনিষ্ট সাধনে সমর্থ হইয়াছিল। এক পুত্র পুলিশে চাকরী লইয়া স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভ-সার্জ্জেণ্ট হইয়াছিল। ডিটেক্‌টিভ-সার্জ্জেণ্ট

সিবন স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে আত্মহত্যা করিয়া কর্ত্তব্যলঙ্ঘ। ও বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল; কিন্তু পল সাইনের দুই পুত্র সেপ্টিমস্ কস্ ও ম্যাল্‌কম্ বার্টন তখন পর্য্যন্ত ব্রিক্সটনের কারাগারে আবদ্ধ ছিল।

মিঃ ব্লেক পূর্ব্বেই এই সকল রহস্য ভেদ করিয়াছিলেন; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তিনি পল সাইনসের অবশিষ্ট পুত্রটির সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে পারেন নাই; তাহার সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস পল সাইনসের সেই পুত্রটিও কোন দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কে তাহাই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ তিনি সেই এজলাসের প্রত্যেক অপরিচিত ব্যক্তিকেই পল সাইনসের নিরুদ্দিষ্ট ছদ্মবেশী পুত্র বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিলেন। সেই বিচারালয়ের ম্যাজিষ্ট্রেট ঠিক সেই দিনই অনুপস্থিত,এবং তাঁহার পরিবর্ত্তে আর একজন ম্যাজিষ্ট্রেট আসিলেন দেখিয়া, ইহা পল সাইনসের কোন কৌশলের ফল বলিয়া তাঁহার সন্দেহ হইল; তিনি ভাবিলেন—এই নবাগত ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ চ্যাটার পল সাইনসেরই সেই নিরুদ্দিষ্ট পুত্র নহে ত! অসম্ভব কি?

ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ চ্যাটার প্রৌঢ়, সুতরাং তাঁহাকে পল সাইনসের পুত্র বলিয়া সন্দেহ করা উচিত কি না তাহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন। একবার তাঁহার মনে হইল—মিঃ চ্যাটারকে প্রৌঢ় বলিয়া মনে হইলেও তাঁহার বয়স হয় ত অপেক্ষাকৃত অল্প; পল সাইনস্ যদি অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া থাকে, এবং তাহার অনুদ্দিষ্ট পুত্রটি তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হয়, তাহা হইলে মিঃ চ্যাটার তাহার সেই পুত্র হইতেও পারেন।—যাহা হউক, মিঃ চ্যাটার কিরূপ বিচার করেন তাহাই দেখিবার জন্য মিঃ ব্লেকের আগ্রহ হইল।

অতঃপর সাইনসের বিচার আরম্ভ হইল। এজলাসের সকল লোক নিস্তব্ধ, চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় নিস্পন্দ! সরকারী কৌঁসিলী মিঃ মর্টিমার সিক্ষ কে, সি, দণ্ডায়মান হইয়া অভিযোগ পাঠ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি বলিলেন, "এই মামলা শেষ করিতে সম্ভবতঃ যথেষ্ট সময় লাগিবে। মামলা দীর্ঘকালসাপেক্ষ বলিয়াই মনে হয়। আসামীকে আজ সকালে ছয়টার সময় গ্রেপ্তার করিয়া

আনা হইয়াছে। এ অবস্থায় আমার নিবেদন, আসামীর গ্রেপ্তারের প্রমাণ মাত্র গ্রহণ করিয়া এই মামলা এক সপ্তাহ মুলতুবি রাখা হউক।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "আসামী তাহার পক্ষ সমর্থনের জন্য কোন কৌঁসিলী নিযুক্ত করিয়াছে কি ?"

আসামী উপেক্ষাভরে মাথা নাড়িল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সাক্ষীর কাঠরায় উঠিয়া যথারীতি শপথ গ্রহণ করিয়া সাক্ষ্য দিলেন—তিনি গ্রেপ্তারী পরোয়ানার বলে আসামীকে তাহার বাসগৃহে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। তাঁহার জবানবন্দী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তিনি আরও বলিলেন, স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে তিনি মোটর-যোগে টুলসী হিলে গিয়াছিলেন, এবং সার্জ্জেণ্ট ব্রাউনকে সঙ্গে লইয়াছিলেন, কারণ দুর্দ্দান্ত আসামীকে একাকী গ্রেপ্তার করিতে যাইতে তাঁহার সাহস হয় নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "আসামী তাহার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ শুনিয়া কি উত্তর দিয়াছিল ?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স এই প্রশ্নে একটু বিব্রত হইয়া মাথা চুল্‌কাইলেন, বুঝিলেন সতর্ক ভাবে উত্তর দিতে হইবে, এখন ভড়কাইলেই সব মাটী! তিনি মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কাশিয়া বলিলেন, "হাঁ, ইয়ে, তা,—আ—আসামী অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছিল—বলিয়াছিল ভ্রমক্রমে একজনের পরিবর্ত্তে আর একজনকে গ্রেপ্তার করা হইতেছে। আসামী বলিয়াছিল—সে পল সাইনস্ নহে, পল সাইনসের ভাই। হাঁ, পল সাইনসের ভাই বলিয়া আসামী নিজের পরিচয় দিয়াছিল ; কিন্তু তাহার কথা কি বিশ্বাসযোগ্য ?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সএর কথা শুনিয়া এজলাসের সমস্ত লোক গভীর বিস্ময়ে গুঞ্জন-ধ্বনি আরম্ভ করিল। শত কণ্ঠ হইতে অস্ফুট ধ্বনি উঠিল, "সত্যই কি পল সাইনসের ভাই! পুলিশ নিরপরাধকে গ্রেপ্তার করিয়া হয়রান করিয়াছে ?"

আর্দ্দালী বলিল, "বড় গোল হচ্চে, চুপ।"

ম্যাজিষ্ট্রেট ভ্রূভঙ্গি করিয়া কলম রাখিলেন, তাহার পর চেয়ারে ঠেস দিয়া বলিলেন "তবে আসামীর নিসানদিহী সম্বন্ধে সন্দেহ আছে ? (then there is a

doubt as to the prisoner's identity ?) আপনি প্রকৃত আসামীকেই গ্রেপ্তার করিয়াছেন— এসম্বন্ধে আপনি কি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইয়াছেন ?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ম্যাজিষ্ট্রেটের ঐ প্রশ্নে ব্যাকুল ভাবে একবার মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া কি উত্তর দিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন ; তাঁহার কপাল ও মুখ ঘামিয়া উঠিল।

কিন্তু সরকারী কৌন্সিলী মিঃ মর্টিমার সিল্ক তাঁহাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। মিঃ সিল্ক তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "যদি সেরূপ সন্দেহের কোন কারণ থাকে, তাহাহইলে আমি যে এক সপ্তাহের জন্য মুলতুবির প্রার্থনা করিয়াছি তাহা সঙ্গতই হইয়াছে। আসামীকে পল সাইনস্ বলিয়া সনাক্ত করিবার চেষ্টা হওয়ায় তাহাতে উহার আপত্তি হইয়াছে ; এই জন্য আমার নিবেদন, আসামীকে এক সপ্তাহের জন্য হাজতে আবদ্ধ রাখা হউক। (should be remanded in costody for seven days,) তাহা হইলে সে ব্যবহারাজীবের সাহায্য লাভের যথেষ্ট সুযোগ পাইবে, এবং আসামী যে পল সাইনস্ নহে—ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য উহার সাক্ষী সংগ্রহ করাও চলিবে। আশা করি ইহাতে আসামীর প্রতি সুবিচারের ব্যাঘাত ঘটিবে না।"

আসামী মাথা তুলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখের দিকে চাহিল, এবং ঈষৎ অবজ্ঞাভরে হাসিয়া বলিল, "আমি এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতেছি। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি—আমাকে অবৈধ ভাবে গ্রেপ্তার (illegal arrest.) করা হইয়াছে। আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে—উহা কল্পিত অভিযোগ। আমি পল সাইনস্ নহি—এ কথা পুলিশ প্রভুদের সুবিদিত। যাহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা মঞ্জুর করা হইয়াছে—আমি সে লোক নহি। আমি স্বীকার করিতেছি—আমি পল সাইনসের ভাই ম্যাক্সিমস্ সাইনস্। আমি মুলতুবির প্রস্তাবে আপত্তি করিতেছি। আমি এই মামলার সরাসরি নিষ্পত্তির প্রার্থনা করিতেছি। গ্রেপ্তারের প্রমাণ অপরাধের প্রমাণ নহে।" (Evidence of arrest is not evidence of guilt.)

মিঃ মর্টিমার সিল্ক বলিলেন, "কিন্তু আসামীর নিসানদিহীতে ভ্রম নাই,

ইহার চূড়ান্ত প্রমাণ এক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা আদালতে উপস্থিত করিতে পারিব—এই জন্তই সময়ের প্রার্থনা।"

ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ চ্যাটার চেয়ারে ঠেস্ দিয়া বসিয়া সবেগে মাথা নাড়িলেন, তাহার পর দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "কিন্তু এই মামলা সম্বন্ধে আমার মনে একটি গভীর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে ; এই মামলায় পুলিশের কর্ত্তব্য-পালনে অদ্ভুত ঔদাসীন্ত লক্ষিত হইতেছে !"

মিঃ মর্টিমার সিল্ক পুনর্ব্বার লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "হুজুর ! (your worship !)—"

ম্যাজিষ্ট্রেট দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আপনি বসুন মিঃ সিল্ক ! আসামী বলিয়াছে গ্রেপ্তারের প্রমাণ, অপরাধের প্রমাণ নহে ; তাহার একথা সত্য। পুলিশ আসামীর নিসানদিহীর সন্তোষজনক প্রমাণ দেখাইতে পারে নাই। আসামীর বিরুদ্ধে মামলা চলিতে পারে—ইহা তাহারা সপ্রমাণ করিতে পারে নাই। প্রমাণের ভার তাহাদেরই উপর।" (The onus of proof is on them.)

ম্যাজিষ্ট্রেটের কথা শুনিয়া সকলেই আতঙ্কে ব্যাকুল হইয়া উঠিল ; তবে কি এই সমাজদ্রোহী দুর্দ্দান্ত দস্যু আইনের ফাঁকিতে মুক্তিলাভ করিবে ?

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিতে লাগিলেন, "এই বিচারালয়ের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হেড্‌ল আজ বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, এজন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আসামীর বিরুদ্ধে যে প্রমাণ আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে (such evidence as has been placed before me.) তদনুসারে আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে আদেশ করিতেছি—আসামীকে মুক্তিদান করা হউক। আসামী খালাস।"

যদি সেই কক্ষের মধ্যস্থলে ছয় ইঞ্চির একটি বোমা বিস্ফুটিত হইত, তাহা হইলেও এজলাসে এরূপ কোলাহল উত্থিত হইত না। ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় শুনিয়া এজলাসের সমস্ত লোক অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ব্যাকুল ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; তাঁহার মুখ জবা ফুলের মত লাল হইল। মিঃ ব্লেক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া স্তব্ধভাবে ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এমন কি, সরকারী কৌন্সিলী মিঃ মর্টিমার সিল্ক কে, সি, ক্রোধ দমন করিতে

না পারিয়া, সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "হুজুর, আপনার এই আদেশের বিরুদ্ধে—"

ম্যাজিষ্ট্রেট ধমক দিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, "থামুন মিঃ সিক্ষ! আপনি আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন। (you forget yourself) আপনি কি এই আদালতের কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করিতে সাহস করেন? আমিই এখানে আইনের পরিচালক। আমি আসামীকে মুক্তিদান করিলাম।"

এজলাস তখন এরূপ নিস্তব্ধ যে, মাটীতে একটি ছুঁচ পড়িলে তাহার শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইত। ম্যাক্সিমস্ সাইনস্ ম্যাজিষ্ট্রেটকে বিনীত ভাবে অভিবাদন করিয়া কারাগারের প্রহরীর পাশ দিয়া নিঃশব্দে আসামীর কাঠরা হইতে নামিয়া গেল; তাহার পর সে দৃঢ়পদে ধীরে ধীরে বহির্দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলে সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইল। সে পশ্চাতে না চাহিয়া আদালতের বাহিরে আসিল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে জনসমুদ্রে মিশিয়া অদৃশ্য হইল।

মিঃ ব্লেক বিচারালয়ের স্তম্ভিত জনসমূহের মধ্যে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ চ্যাটারও বিচারাসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। তাঁহার সহিত মিঃ ব্লেকের দৃষ্টিবিনিময় হইল। মিঃ ব্লেকের চক্ষুর দিকে চাহিয়া, বিচারপতি সবেগে মাথা নাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। সে অতি বিকট হাসি!

ম্যাজিষ্ট্রেট চ্যাটারের হাসি শুনিয়া দর্শকগণ চমকিয়া উঠিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তৎক্ষণাৎ তাঁহার পরচুলা, গালপাট্টা দাড়ি এবং সোনার চশমা খুলিয়া তাহা সকলের সম্মুখে আন্দোলিত করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের মূর্ত্তি দেখিয়া একটি রমণী চিৎকার করিয়া মুর্চ্ছিত হইল। সেই মূর্ত্তি তাহার পরিচিত। তাহাকে তুলিতে গিয়া কয়েকজন লোক কৌন্সিলীদের টেবিলে বাধা পাইল; তাহাদের গায়ের ধাক্কায় সেই টেবিলখানি উল্টাইয়া গেল।

মিঃ ব্লেক উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "পল সাইনস্! ম্যাজিষ্ট্রেটের ছদ্মবেশে পল সাইনস্! শীঘ্র উহাকে গ্রেপ্তার কর, শয়তান যেন পলায়ন করিতে না পারে।"

ষষ্ঠ লহর

পুনর্ম্মিলন

এবর ষ্ট্রীটের পুলিশ কোর্টের ইতিহাসে একাল পর্য্যন্ত আর কখন এরূপ অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হয় নাই; এরূপ বিস্ময়াবহ বিচিত্র দৃশ্য আর কখনও কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। পল সাইনস্ মিঃ ব্লেকের নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিল—তাহা পালন করিল। সে ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারাসনের পশ্চাতে সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া তাহার পরচুলা, দাড়ি ও চশমা-জোড়াটা আন্দোলিত করিতে করিতে আহত নেকড়ের মত সকোপ দৃষ্টিতে সমাগত জনমণ্ডলীর দিকে চাহিয়া রহিল!

সে একটি মাত্র আঘাতে তাহার শত্রুদলকে পরাজিত ও অভিভূত করিল। সে পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়াছে—এই সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা, ইহা সর্ব্বজনসমক্ষে প্রতিপন্ন করিয়া কেবল যে পুলিশকে অপদস্থ ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিল এরূপ নহে, তাহার ভ্রাতা ম্যাক্সিমস্ সাইনস্কে মুক্তিদান করিয়া মিঃ ব্লেক ও কুটসের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিল।

মিঃ ব্লেক তাহার চক্ষুর দিকে চাহিয়াই তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। পল সাইনস্ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ছদ্মরূপ ত্যাগ করিবামাত্র মিঃ ব্লেক চিৎকার করিয়া বলিলেন, "পল সাইনস্! ম্যাজিষ্ট্রেটের ছদ্মবেশে পল সাইনস্!'—তখন তাঁহার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর সেই প্রশস্ত কক্ষের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইল। তাঁহার সেই স্বরে স্পর্দ্ধা, অভিযোগ এবং পরাজয়ের মর্ম্মবেদনা পরিব্যক্ত হইল। ম্যাক্সিমস্ সাইনস্কে বিনা অপরাধে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল—এ বিষয়ে কাহারও আর সন্দেহ রহিল না। সে মুক্তিলাভ করিয়া প্রস্থান করিয়াছিল; কিন্তু সকলেই তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল তাহার মুক্তি পল সাইনসেরই কৌশলের ফল।

কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কি, এই কাণ্ড হঠাৎ কিরূপে ঘটিল—তাহা দর্শকগণের

বুঝিবার শক্তি হইল না; কারণ এই সকল ঘটনা ইন্দ্রজালের মত মুহূর্ত্তে ঘটিয়া গেল। দর্শকগণ গ্যালারীতে বসিয়া গভীর বিস্ময়ে চিৎকার করিয়া উঠিল। অনেকে উত্তেজনায় অধীর হইয়া আসন হইতে সম্মুখে লাফাইয়া পড়িল। ইন্স্পেক্টর কুট্স সাক্ষীর কাঠরা হইতে লাফাইয়া পল সাইনস্‌কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সবেগে ধাবিত হইলেন, কিন্তু সম্মুখবর্ত্তী একজন দর্শকের পায়ে বাধিয়া আছাড় খাইলেন। তাঁহার দুই হাতে ও হাঁটুতে আঘাত লাগিল।

ইন্স্পেক্টর কুট্সের দুর্দ্দশা দেখিয়া পল সাইনস্ পুনর্ব্বার হাসিয়া উঠিল। সেই হাসি শুনিয়া স্মিথের বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। সে বিকৃত স্বরে বলিল, "হাঁ, পল সাইনস্‌ই বটে; কিন্তু আসামীর কাঠরার পরিবর্ত্তে সে বিচারপতির আসন অধিকার করিয়াছিল! কি সর্ব্বনাশ!"

স্মিথের কথা পল সাইনসের কর্ণগোচর হইল; সে পুনর্ব্বার উচ্চ হাস্যে বলিল, "হাঁ, পল সাইনস্ বিচারপতির আসনে।—মূর্খ, তাহাকে আসামীর কাঠরায় দেখিবার আশা করিয়াছিলি? বৃথা আশা! পল সাইনস্ তোদের লজ্জাজনক মিথ্যাকথাগুলা তোদের মুখের ভিতর গুঁজিয়া দেওয়ার জন্য, আর সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না—ইহা দেখাইবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছে! ওরে খেঁকি কুকুরের পাল! আমার কথা সমঝাইতে পারিয়াছিস্?"

ইন্স্পেক্টর কুট্স ভূমিশয্যা হইতে উঠিয়া বেদনাপ্লুত আহত জানুতে হাত বুলাইতে বুলাইতে চিৎকার করিয়া বলিলেন, "ধর, শয়তানটাকে গ্রেপ্তার কর! ঘরের দরজাগুলা শীঘ্র বন্দ করিয়া দাও।"

কিন্তু সেখানে তখন শান্তি ও শৃঙ্খলার লেশমাত্র ছিল না। দর্শকগণ, আদালতের কর্ম্মচারী ও আর্দ্দালীর দল তখন চতুর্দ্দিকে হুড়ামুড়ি আরম্ভ করিয়াছিল। পল সাইনস্ হাকিমের আসনে বসিয়া আছে—এই সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইবামাত্র দলে দলে দর্শক ব্যগ্রভাবে এজলাসে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল; এজলাসের বাহিরে দাঁড়াইয়া যাহারা ঠেলাঠেলি করিতেছিল—তাহারাও এজলাসে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছিল। সেই সময় ইন্স্পেক্টর কুট্সের আদেশে সেই কক্ষের বিভিন্ন দ্বার চক্ষুর নিমেষে অবরুদ্ধ হইল। যাহারা ভিতরে আসিবার

চেষ্টা করিতেছিল—সেই সকল দর্শক, এমন কি, পুলিশ পর্য্যন্ত দ্বারের বাহিরে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

মিঃ ব্লেক এজলাসের দিকে অগ্রসর হইতেই দেখিলেন, সম্মুখে কৌন্সিলীদের টেবিল উল্টাইয়া পড়িয়াছে! সেই টেবিল তিনি এক লম্ফে পার হইয়া এজলাসের উচ্চ বেদীর সম্মুখীন হইলেন; তাহা কাঠের কাঠরা দ্বারা পরিবেষ্টিত। মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন, পল সাইনস্ তাঁহাদিগকে যেরূপ অপদস্থ করিয়াছে, তাহার তুলনা নাই; এই সংবাদ প্রচারিত হইলে তাঁহাদের লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না। পল সাইনস্‌কে তাহার গুপ্ত আড্ডা হইতে বাহির করিবার জন্ম তিনি যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা সফল হইয়াছে, সে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে; এখন তাহাকে গ্রেপ্তার করিলেই সকল দিক রক্ষা হইতে পারে; নতুবা তাঁহারা কি করিয়া জনসমাজে মুখ দেখাইবেন? লজ্জায়, মনস্তাপে তাঁহারা মাথা তুলিতে পারিবেন না। পল সাইনস্ ফাঁদে পা দিয়াছে, সে পুলিশ-কোর্ট হইতে বাহিরে যাইতে না পারে—তাহার ব্যবস্থা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন বুঝিয়া তিনি ব্যাকুল ভাবে এজলাসের উপর উঠিবার চেষ্টা করিলেন, স্বয়ং তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্ম ব্যগ্র হইলেন।

মিঃ ব্লেককে এজলাসের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, পল সাইনস্ গর্জ্জন করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের চেয়ারখানি দুই হাতে মাথার উপর তুলিল, তাহার পর তাহা এজলাসের নীচে মিঃ ব্লেকের মস্তক লক্ষ্য করিয়া সবেগে নিক্ষেপ করিল। মিঃ ব্লেক বিদ্যুদ্বেগে এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া চেয়ারখানি ধরিবার জন্ম উভয় হস্ত প্রসারিত করিলেন; কিন্তু তাহা ধরিতে পারিলেন না। ম্যাজিষ্ট্রেটের সেরেস্তাদার মিঃ ব্লেকের ঠিক পাশেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, চেয়ারখানির একটি পায়া মুগুরের মত সেরেস্তাদার সাহেবের কাঁধে পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'বাপ্' বলিয়া আর এক জন আমলার ঘাড়ে পড়িলেন। তাহার পর উভয়েই গড়াগড়ি! চেয়ারখানি ধাক্কা খাইয়া ঘুরিয়া গিয়া সেরেস্তাদার সাহেবের বিশাল ভুঁড়ির উপর সোজা হইয়া চাপিয়া বসিল।

মিঃ ব্লেক এজলাসে উঠিবার পূর্ব্বেই ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তিন জন কন্‌ষ্টেবলকে

সঙ্গে লইয়া এজলাসের উচ্চ বেদীর দিকে অগ্রসর হইলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পল সাইনস্ পশ্চাতে একটু হটিয়া গিয়া দুই পকেটে হাত পুরিল, এবং উভয় পকেট হইতে গোলাকার দুইটি স্বচ্ছ পদার্থ বাহির করিল; তাহা বৈদ্যুতিক আলোকের একজোড়া 'বল্‌বে'র অনুরূপ। (a couple of electric-light bulbs)

পল সাইনস্ সেই কাচনির্ম্মিত গোলক দুইটি সবেগে এজলাসের মধ্যস্থলে নিক্ষেপ করিল। তাহাদের একটি মিঃ ব্লেকের পদপ্রান্তে পড়িয়া চূর্ণ হইল। যদি তাহা সাংঘাতিক বোমা হইত, তাহা হইলে সেই বোমা ফাটিয়া মিঃ ব্লেককে তৎক্ষণাৎ চূর্ণ করিত। কিন্তু তাঁহার সৌভাগ্য ক্রমে সেই স্বচ্ছ গোলাকার পদার্থদ্বয় বোমা হইলেও তাহা ভিন্ন প্রকার বোমা! সেই বোমা বিদীর্ণ হওয়ায় যে শব্দ হইল তাহা পট্‌কার আওয়াজ অপেক্ষা গম্ভীর নহে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মিঃ ব্লেকের শ্বাসরোধের উপক্রম হইল! তাঁহার উভয় চক্ষুতে যেন আগুনের ফুল্‌কি পড়িল—তাহা এইরূপ জ্বালা করিতে লাগিল; তাঁহার চক্ষু মেলিবার শক্তি রহিল না, এবং দুই চক্ষু হইতে প্রবল ধারায় অশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল; চক্ষুর জলে দুই গাল ভাসিয়া গেল! তিনি দুই হাতে চক্ষু ডলিতে ডলিতে হাঁপাইতে লাগিলেন, এবং ইহার কারণ বুঝিতে পারিয়া সভয়ে আর্ত্তনাদ করিলেন; কিন্তু তাঁহার কণ্ঠনালি হইতে একটা অস্ফুট গোঁ-গোঁ শব্দ মাত্র নিঃসারিত হইল। কেবল যে তাঁহারই এই প্রকার দুরবস্থা হইল এরূপ নহে, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও তাঁহার তিন কন্‌ষ্টেবলও মিঃ ব্লেকের অদূরে দাঁড়াইয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে চোখের জলে ভাসিতে লাগিল। তাঁহাদের আর পদমাত্র অগ্রসর হইবার উপায় রহিল না, এবং সেই কক্ষের প্রত্যেক ব্যক্তি, আমলা, আর্দ্দালী, কৌন্সিলী, দর্শক, সকলেরই চক্ষু হইতে অশ্রুর বান ছুটিল;—কারণ পল সাইনস্ সেই কক্ষে যে দুইটি বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহার নাম অশ্রুস্রাবী বাষ্পের বোমা। ইহার ইংরাজী নাম 'tear gas bomb'! এ বোমা প্রাণে মারে না, কাঁদাইয়া ভাসায়!—আবিষ্কারটা পল সাইনসের নিজের কি না—মিঃ ব্লেক অশ্রুপ্রবাহে ভাসিয়া তাঁহার গোয়েন্দা-কাহিনীতে এই তথ্যটুকু লিপিবদ্ধ করিতে ভুলিয়া

গিয়াছেন। এ দেশের পুলিশ চরমপন্থী বোমাওয়ালাদের বোমার কারখানায় 'অশ্রুস্রাবী বাষ্পের' বোমা আবিষ্কার করিয়া 'নাকের জলে চোখের জলে' অন্ধকার দেখিয়াছেন কি না আমাদের মত রাজভক্ত সাহিত্যিকগণের তাহা অজ্ঞাত।

যাহা হউক, 'দৃষ্টিশক্তিহারী সেই অদৃশ্য বিভীষিকা' (the blinding invisible terror) রুদ্ধদ্বার কক্ষের বদ্ধ বায়ুস্তরে মিশ্রিত হইয়া সেই কক্ষের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। কক্ষস্থ সকল লোক তখন শ্বাসগ্রহণের জন্য মুখব্যাদান করিয়া দুই হাতে চোখ ডলিতে ডলিতে দ্বারের সন্ধানে দৌড়াইতে লাগিল, এবং দৃষ্টিশক্তির অভাবে পরস্পরের ঘাড়ে পড়িয়া হুড়ামুড়ি আরম্ভ করিল! প্রাণভয়ে সকলেই ব্যাকুল ভাবে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, কিন্তু ঘরের বাহিরে যাইবার উপায় নাই—'হায়, রুদ্ধ সে দুয়ার!'

যাহা হউক, মিঃ ব্লেক তাঁহার অশ্রুপূর্ণ চক্ষু জোর করিয়া খুলিয়া দুই তিন মিনিট পরে এজলাসে উঠিলেন, তাঁহার চক্ষু ফুলিয়া গিয়াছিল, এবং তখনও তাঁহাকে দুই হাতে চক্ষু রগড়াইতে হইতেছিল। তিনি এজলাসে উঠিতে উঠিতে পল সাইনস্ এক লম্ফে এজলাসের পশ্চাতে নামিয়া, ম্যাজিষ্ট্রেটের খাস্-কামরার দ্বার খুলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিল। খাস-কামরাটি এজলাসের ঠিক পশ্চাতে অবস্থিত; এজলাস হইতে সেই কক্ষে প্রবেশের সেই একটি মাত্র দ্বার।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সও মিঃ ব্লেকের অনুসরণ করিয়াছিলেন; তিনি পল সাইনস্‌কে এজলাস ত্যাগ করিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আসামী আমাদের মুঠার ভিতর হইতে সরিয়া পড়িল! তোমরা শীঘ্র এজলাসের দরজাগুলি খুলিয়া দাও, আদালত ঘিরিয়া ফেল; এক প্রাণীও যেন আদালতের বাহিরে যাইতে না পারে।" তিনি খাস-কামরার দ্বারে সবেগে ধাক্কা দিতে লাগিলেন, কিন্তু রুদ্ধ দ্বার খুলিল না।

ওদিকে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের আদেশ পালন করাও সহজ হইল না। অশ্রুস্রাবী গ্যাসের প্রকোপ তখনও হ্রাস হয় নাই। সেই কক্ষের সকল লোক তখনও

আর্ত্তনাদ করিতে করিতে চক্ষু ডলিতেছিল, আর চক্ষুর জলে বুক ভাসাইতেছিল। ডলিতে ডলিতে অনেকের চক্ষু ফুলিয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে একজন আর্দ্দালী 'স্কাই-লাইটে'র দড়ি টানিয়া দুই তিনটি স্কাই-লাইটের ফুকর খুলিয়া দিলে বাষ্প বাহির হইয়া যাওয়ায় সকলে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। অদূরবর্ত্তী ফাঁড়ি হইতে পুলিশ আসিয়া সেই অট্টালিকা ঘিরিয়া ফেলিল। তখন কাহারও বাহিরে যাইবার উপায় রহিল না। দশ মিনিট পরে ইন্স্পেক্টর কুট্সের আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল।

তখন অসংখ্য দর্শক দলবদ্ধ হইয়া পথে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে পুলিশকে বিদ্রূপ করিতেছিল; কারণ তাহারা শুনিয়াছিল—যে ব্যক্তিকে পল সাইনস্ বলিয়া পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়াছিল, সে তাহার ভাই! পল সাইনস্ পিস্তল লইয়া এজলাসে প্রবেশ করিয়াছিল; সে ম্যাজিষ্ট্রেটকে গুলী করিবার ভয় দেখাইয়া তাহার ভাইকে আসামীর কাঠরা হইতে কাঁধে তুলিয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছে! পল সাইনসের শক্তি সম্বন্ধে সকলেরই এরূপ ভ্রান্ত ধারণা হইয়াছিল যে, তাহার সম্বন্ধে কোন অসম্ভব কথা কেহ অবিশ্বাস করিত না।

মিঃ ব্লেক ও ইন্স্পেক্টর কুট্স ম্যাজিষ্ট্রেটের খাস-কামরার রুদ্ধ দ্বারে ধাক্কা দিয়া দ্বার খুলিতে পারিলেন না; তখন জেলখানার এক জন বিরাটদেহ রক্ষী সেই দ্বারে পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়া সবেগে দ্বার ঠেলিতে লাগিল। তাহার দেহের প্রচণ্ড ধাক্কায় দ্বারের খিল ভাঙ্গিয়া দ্বার খুলিয়া গেল, সেই ঝোঁকে জোয়ানটি সেই কক্ষের মধ্যে সটান চিৎপাত!

ইন্স্পেক্টর কুট্স ও মিঃ ব্লেক বিদ্যুদ্বেগে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা সেই কক্ষের চেয়ারে পল সাইনসের টুপি, দুই পাটী বাঁধান দাঁত এবং কোট দেখিতে পাইলেন। কোটটির আস্তরের ভিতর তুলা ভরা, তাহা অত্যন্ত স্থূল; পল সাইনসের দেহ ক্ষীণ বলিয়া নিজেকে স্থূল দেখাইবার জন্যই সে ঐরূপ করিয়াছিল—ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পল সাইনসের এই কোটের নীচে বোধ হয় আর এক দফা পরিচ্ছদ ছিল। আমার বিশ্বাস সেই পোষাকে সে এই কক্ষ হইতে পলায়ন

করিয়াছে; তাহাকে কেহই চিনিতে পারে নাই। ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত না হইয়া সে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করে না। পুলিশ এই অট্টালিকা ঘিরিয়া ফেলিবার পূর্ব্বে সে প্রায় দশ মিনিট সময় পাইয়াছিল,—সেই সুযোগে সে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। অশ্রুস্রাবী গ্যাসের বোমা ফাটাইয়া সে আমাদের সকলকেই কিছু-কালের জন্য অকর্ম্মণ্য করিয়াছিল। তাহার এই অদ্ভুত কৌশলেই পুনর্ব্বার আমাদের পরাজয় হইল।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ক্ষোভে দুঃখে অধীর হইয়া গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "সেই কাঁদুনে বোমা লইয়া বেটা গোল্লায় যাক্! চোক ডলিতে ডলিতে চোখ দুটো ফুলিয়া পাঁউরুটি হইল। চোখ করমচার মত রাঙ্গা হইয়াছে, জল-ঝরাও থামিল না! শয়তানটার সকল কাযই বিট্‌কেল; দেখ ব্লেক, আজ যে সর্ব্বনাশ হইল, এজন্য আমাকেই দায়ী হইতে হইবে। এই কার্য্যের ফলে আমার চাকরীটি খোয়াইব। (I shall lose my job over it.) এত কাল যশের সঙ্গে পুলিশের চাকরী করিয়া, শেষে পল সাইনসের পাল্লায় পড়িয়া অপদস্থ হইলাম; এবার চাকরী হইতে বিতাড়িত হইতে হইবে! এক পাল ছেলে মেয়ে অনাহারে মরিবে। কি কষ্ট!"

মিঃ ব্লেক তাঁহার বন্ধুকে সান্ত্বনা দানের জন্য বলিলেন, "না, এ ব্যাপারে তোমার কোন দোষ নাই কুট্‌স! তুমি আমারই পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলে। ইহার সকল দায়িত্ব-ভার আমিই গ্রহণ করিব। সার হেনরী আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন, তিনি তোমাকে অপরাধী করিবেন না; বিশেষতঃ এখনও হতাশ হইবার কারণ নাই।"

"আর আশা!"—বলিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ফোঁস করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সবেগে নাক ঝাড়িলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের খাস-কামরা হইতে বারান্দায় যাইবার একটি দ্বার ছিল; সেই বারান্দা অট্টালিকার পশ্চাতে অবস্থিত। ম্যাজিষ্ট্রেট সেই বারান্দা হইতে নামিয়া তাঁহার মোটরে উঠিতেন। সেদিকে সাধারণের গতিবিধি ছিল না। মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন পল সাইনস্ অন্যের অলক্ষ্যে সেই বারান্দা দিয়া নামিয়া পলায়ন করিয়াছে।

যাহা হউক, পল সাইনস্ অদ্ভুত কৌশলে অদৃশ্য হওয়ায় আর তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার সম্ভাবনা রহিল না। সে অন্য কোন পরিচ্ছদে পুলিশ-কোর্ট হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে পথের জন-স্রোতে মিশিয়া গিয়াছিল; কেহই তাহাকে সন্দেহ করিতে পারে নাই।

স্মিথ এতক্ষণ পরে কথা বলিল; সে বলিল, "কর্ত্তা, আপনি বলিয়াছিলেন—অনেক মজার কাণ্ড এখনও বাকি আছে, পরে দেখিতে পাইব; আপনার সে কথা ফলিয়া গেল! আপনার অনুমান মিথ্যা হয় নাই। পল সাইনস্ ছদ্মবেশে আদালতে আসিবে—এইরূপই আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু সে ম্যাজিষ্ট্রেট সাজিয়া এজলাসে আসিয়া বিচারকের চেয়ার অধিকার করিয়া বসিল! কি অদ্ভুত সাহস! কিন্তু আসল ম্যাজিষ্ট্রেটটি কোথায়? পল সাইনস্ তাঁহাকে কোথায় কিরূপে সরাইয়া দিল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই সংবাদ শীঘ্রই আমরা জানিতে পারিব। আমার বিশ্বাস, পল সাইনস্ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হেড্‌লকে কোন কৌশলে আটক করিয়া, তাঁহারই নামে পুলিশ-কোর্টে টেলিফোন করিয়াছিল—তিনি হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় 'কোর্টে' যাইতে পারিলেন না; তিনি ঈষ্ট ষ্ট্রীটের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ চ্যাটার দ্বারা আজ বিচারকের কার্য্য নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সকলে মনে করিয়াছিল—মিঃ চ্যাটারই মিঃ হেড্‌লের প্রতিনিধিত্ব করিতে আসিয়াছেন।"

স্মিথ বলিল, "মিঃ চ্যাটার বোধ হয় কাল্পনিক লোক নহেন; ঈষ্ট ষ্ট্রীটের পুলিশ-কোর্টে ঐ নামের ম্যাজিষ্ট্রেট না থাকিলে পল সাইনসের এই চালাকি খাটিত না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "হাঁ, মিঃ চ্যাটার ঈষ্ট ষ্ট্রীটের একজন নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁহাকে চিনি না; আমি তাঁহাকে পূর্ব্বে দেখিলে কি পল সাইনস্ ওভাবে চালাকি খাটাইতে পারিত? তবে বলাও যায় না, পল সাইনস্ বোধ হয় তাঁহারই ছদ্মবেশে আসিয়াছিল; নতুবা আদালতের সকল লোকই তাহাকে মিঃ চ্যাটার বলিয়া ভ্রম করিল? এই অসংখ্য দর্শকের মধ্যে অনেকেই হয় ত তাঁহাকে

চেনে। তিনি আট দশ মাত্র পূর্ব্বে ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই জন্য সাইনস্ তাঁহারই নাম ব্যবহার করিয়াছিল।"

দর্শকগণ আদালত ত্যাগ করিলে জনতা-হ্রাস হইল, এজলাসেও অধিক লোক রহিল না। কিন্তু সদর দরজায় তখনও একদল পুলিশ-প্রহরী দাঁড়াইয়া পাহারা দিতে লাগিল, এবং আদালত হইতে যাহারা বাহিরে যাইতেছিল—তাহাদের আপাদমস্তক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরীক্ষা করিতে লাগিল। যখন তাহাদের কার্য্যতৎপরতা নিষ্প্রয়োজন, তখনই তাহাদের তৎপরতা বর্দ্ধিত হইল! সেই বৃহৎ অট্টালিকার সর্ব্বস্থানে পূর্ব্বেই খুঁজিয়া দেখা হইয়াছিল; কিন্তু পল সাইনসের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

পল সাইনসের পলায়নের পর গণ্ডগোল থামিলে মিঃ মটিমার সিক্ক কে, সি, সোনা-বাঁধান চশমার ভিতর হইতে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে পুলিশেরই ভুল? পল সাইনসের ভ্রাতাকে ভ্রমক্রমে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল? নিসানদিহী করিতেই ভুল!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "হাঁ মহাশয়, আমরা উহাকে পল সাইনস্ মনে করিয়াই গ্রেপ্তার করিয়াছিলাম। ইহার সকল দায়িত্ব-ভার আমিই গ্রহণ করিতে বাধ্য।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু এই ভ্রম মার্জ্জনীয়। আমি স্বয়ং হলফ করিয়া বলিতে পারিতাম—ঐ আসামীই পল সাইনস্।"—এ যেন 'শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল!'

সেই সময় একখানি ট্যাক্সি-গাড়ী জনতা ভেদ করিয়া পুলিশ-কোর্টের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল; তাহা আদালতের পশ্চাদ্বর্ত্তী গাড়ী-বারান্দার নীচে থামিলে একজন স্থূলকায় সৌম্যমূর্ত্তি প্রৌঢ় ভদ্রলোক গাড়ী হইতে নামিয়া এজলাসে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "উনিই পুলিশ-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হেড্‌ল। উনি না কি অসুস্থ হইয়াছিলেন? তবে এক ঘণ্টা অতীত না হইতেই কি করিয়া কোর্টে আসিলেন? উঁহার কাছে সকল কথা শুনিতে পাওয়া যাইবে।"

পুলিশ-ম্যাজিষ্ট্রেট হেনরী হেড্‌ল যেন কোনও কারণে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভাব-ভঙ্গিতে অধীরতা পরিস্ফুট; মানসিক উত্তেজনায় তাঁহার মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল।

মিঃ হেড্‌ল হাতের ছাতাটি আবেগভরে মাথার উপর আন্দোলিত করিয়া বলিলেন, "আজ আমি অত্যন্ত প্রতারিত হইয়াছি। এক ঘণ্টার কিছুকাল পূর্ব্বে আমি টেলিফোনে সংবাদ পাইলাম—ঈষ্ট ষ্ট্রীট-পুলিশ-কোর্টের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ চ্যাটার হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হওয়ায় আদালতে যাইতে পারিবেন না; এজন্য আজ আমাকেই তাঁহার কায চালাইয়া দিতে হইবে—এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। টেলিফোনের এই সংবাদে কৃত্রিমতা আছে—এরূপ সন্দেহ আমার মনে স্থান পায় নাই।

"আমি সেই ব্যবস্থানুসারে ঈষ্ট ষ্ট্রীটের পুলিশ-কোর্টে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, মিঃ কার্টার সুস্থ দেহে এজলাসে বসিয়া বিচার-কার্য্য আরম্ভ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন! তখন বুঝিলাম টেলিফোনের সংবাদটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, কোন বদমায়েসের কারসাজি! যে এ কায করিয়াছে তাহাকে ধরিতে পারিলে আমি ছয়মাসের জন্য সশ্রম দণ্ড দিব। (I'd give him six months' hard labour.)

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কেবল ছয় মাস? সে ইহা অপেক্ষা আরও দীর্ঘকাল দণ্ড লাভের যোগ্য।"

সময়, নদীর স্রোত এবং আইন কোন লোকের জন্য অপেক্ষা করে না। (wait for no man.) গ্রহনক্ষত্রগুলি যেমন নিরন্তর স্ব স্ব কক্ষে ধাবিত হইতেছে, বিচারের কলও (the machinery of justice) সেইরূপ অবিরত স্বীয় গতিপথে প্রধাবিত। পল সাইনসের অন্তর্দ্ধানে দর্শকগণ ক্ষুব্ধ ও নিরাশ হইয়া বিচারালয় ত্যাগ করিবার দশ মিনিট পরেই মিঃ হেড্‌ল এজলাসে বসিয়া, সেই দিনের বিচারের জন্য নির্দ্দিষ্ট মামলাগুলি আরম্ভ করিলেন। মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীরা তৎপূর্ব্বেই বিচারালয় হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

বিচারাসনে বসিয়াও ম্যাজিষ্ট্রেট মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিতে পারিলেন না। তিনি প্রতারিত হওয়ায় এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, প্রত্যেক কার্য্যেই

অধীরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন; এজন্য সুবিচারেরও ব্যাঘাত ঘটিতেছিল। পদে পদে তিনি ভুল করিতে লাগিলেন। তাঁহার পেস্কারটি বহুদর্শী ও বিচক্ষণ কর্ম্মচারী; দুই তিনটি মামলায় সে বিচার-বিভ্রাটের পরিচয় পাইয়া ইঙ্গিতে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল—তিনি আসামীদের প্রতি যে দণ্ডের বিধান করিতে-ছিলেন, অপরাধের তুলনায় তাহা কঠোর হইতেছিল; কিন্তু পেস্কারের এই ইঙ্গিত তিনি গ্রাহ্য করিলেন না। একটি মামলায় তিনি একজন ট্যাক্সি-চালককে, লাইসেন্স না লইয়া ট্যাক্সি চালাইবার অপরাধে, ছয়মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। রায় শুনিয়া আসামীর মূর্চ্ছার উপক্রম!—সে আপীল করিলে তাহার এই দণ্ড রহিত হইয়াছিল, সে পাঁচ শিলিং মাত্র জরিমানা দিয়াই নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হেড্‌ল সেই দিন অপরাহ্নে এজলাস হইতে উঠিবার পূর্ব্বে যে মামলাটি আরম্ভ করিলেন—তাহাই সে দিনের শেষ মামলা।—তখন একজন সংবাদপত্র-বিক্রেতা সদ্য-প্রকাশিত একতাড়া সংবাদপত্র বগলে লইয়া, ক্রেতা সংগ্রহের জন্য আদালতের অদূরে দাঁড়াইয়া সুর করিয়া হাঁকিতেছিল—

"হাকিম হ'ল পল সাইনস্‌ ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে
তার, বোমার চোটে সাঁতার-পানী হাজার চোখে ছোটে;
'রায়'টি দিয়ে ভাইকে নিয়ে সর্‌লো হুড়ুম্‌-দুড়ুম্‌;
পুলিশ হ'ল হতভম্ব, তার আক্কেল-গুড়ুম্‌!"

ছড়া শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বিরক্তিভরে ভ্রূ-কুঞ্চিত করিলেন। তাঁহার পেস্কার উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিল, "আসামী টমাস্‌ হ্যাগার্ট!"

একটি খর্ব্বদেহ অস্থিচর্ম্মসার দন্তহীন কদাকার বৃদ্ধ চর্ম্মকার মুখ বাঁকাইয়া অনিচ্ছার সহিত আসামীর কাঠরায় প্রবেশ করিল। সে সেই দিন পূর্ব্বাহ্নে আবর ষ্ট্রীটের পুলিশ-কোর্টে জনতার ভিতর ঘুরিতে ঘুরিতে একটি ভদ্রলোকের পকেট মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ায় তাহাকে পুলিশের জিম্মা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পুলিশ-ম্যাজিষ্ট্রেট শেষ কাছারীতে তাহারই অপরাধের বিচার আরম্ভ করিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট অবজ্ঞাভরে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি অপরাধী না নিরপরাধ ?"

চামার বলিল, "হুজুর, আমি নিরপরাধ। কার সাধ্য আমাকে অপরাধী বলে ? ওরকম কুকর্ম্ম আমি জন্মে কখন করি নাই। আমি কি যে-সে মুচী ? আমার মান খাতির কত ? বারনণ্ডসির নর্থি ষ্ট্রীটে আমার জুতার দোকান আছে ; কোন্ দুঃখে আমি লোকের পকেট মারিতে যাইব ?"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "আজ সকালে এই আদালতের বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলে ?"

চামার বলিল, "হাঁ হুজুর !"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "কি মতলবে ?"

চামার বলিল, "সকলে যে মতলবে ঘুরিতেছিল, আমিও সেই মতলবেই ঘুরিতেছিলাম। পল সাইনস্ নামক যে ভদ্রলোকটিকে এখানে ধরিয়া আনা হইয়াছিল, সে ভারী জবর আদমী কি না, তাহাকে এক নজর দেখিবার আশায় এখানে আসিয়াছিলাম। আমি মারিব লোকের পকেট ? আমি ত দূরের কথা আমার বাবাও কখন কাহারও পকেট মারে নাই। আমাকে খামকা হয়রান করা।"

ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর পার্শ্বস্থ কনষ্টেবলকে বলিলেন, "এই আসামী সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে পারা গিয়াছে কি ?"

আসামীকে এই কনষ্টেবলেরই জিম্বা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সে বলিল, "না হুজুর, এই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা উহার দোকান আছে কি না সন্ধান লইতে পারি নাই, উহার কথা সত্য কি মিথ্যা—তাহাও তদন্ত করিয়া দেখিবার সুযোগ পাই নাই। ঐ সকল সন্ধান লইবার জন্য কয়েক দিন সময় পাইলে—"

কনষ্টেবলের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "মামলা তিন দিন মুলতুবি থাকিল ; আসামীর হাজত।"

আসামী বলিল, "হুজুর, আমি জামিনে খালাস পাইবার প্রার্থনা করি।"

হুজুর বলিলেন, "জামিন হইবে না ; হাজতে বেশ আরামে থাকিবে, কোন কষ্ট হইবে না।"

আসামী আর আপত্তি করিল না; ফরিয়াদী অদূরে দাঁড়াইয়া বিচার দেখিতেছিল। আসামী অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঠরা হইতে নামিয়া গেল, তাহার পর কনষ্টেবলের সঙ্গে আদালতের গারদে প্রবেশ করিল। সে কোনরূপে অবাধ্যতা প্রকাশ করিল না।

আধ ঘণ্টা পরে সে একখানি সুদৃশ্য নীলবর্ণ মোটর-কারে ব্রিক্সটনের কারাগারে প্রেরিত হইল। সেখানি কয়েদীবাহী শকট। সেই শকটে সে একাকী ছিল না, সে দিন যে সকল আসামীর প্রতি কারাদণ্ডের বা হাজত-বাসের আদেশ হইয়াছিল—তাহারা সকলেই সেই শকটে শ্রীঘরে চলিল।

একটা বিকটাকার পাকা চোর তিনবার জেল খাটিয়া চৌর্য্যাপরাধে পুনর্ব্বার ধরা পড়িয়াছিল; দীর্ঘকার কারাবাসের আদেশ পাইয়া সে সেই গাড়ীতে কারাগারে যাইতেছিল। জোয়ানটা হ্যাগার্টের ঠিক সম্মুখেই বসিয়া ছিল। সে রাম ছাগলের দাড়ির মত ছুঁচলো দাড়ি নাড়িয়া দাঁত বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "করিয়াছিলে কি ?"

হ্যাগার্ট মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "পকেট লোপাট্।"

পাকা চোর ঘৃণাভরে বলিল, "দূর ব্যাটা পাতি চোর! পকেটে হাত দিয়া জেল খাটিতে আসিয়াছিস্? চোরের নাম ডুবাইলি!"

হ্যাগার্ট লজ্জিত ভাবে বলিল, "মামলার দিন পড়িয়া গিয়াছে।"

পাকা চোর বলিল, "বড মজার যায়গা রে জেলখানা! দুশো রগড়!—আর কখনও জেল খাটিয়াছিস্?"

হ্যাগার্ট মৃদুস্বরে বলিল, "না, এই প্রথম।"

পাকা চোর বলিল, "বুড়ো হইয়াছিস্, এই প্রথম! ও কথা বলিতে লজ্জা হইল না? আমি হইলে লজ্জায় গলায় দড়ি দিয়া মরিতাম। তোর মত বয়সে আমাকে আরও পাঁচ সাত বার ঘুরিয়া আসিতে হইবে।"

হ্যাগার্ট নামধারী আসামী পূর্ব্বে কোন দিন কারাগারে প্রবেশ করা স্বীকার করিল না বটে, কিন্তু কারাগার যে তাহার পক্ষে নূতন স্থান, কারাগারে প্রবেশের পর তাহার ব্যবহার দেখিয়া কেহ তাহা বুঝিতে পারিল না।

সে কারাগারে প্রবেশ করিয়া যে 'অভ্যর্থনা' লাভ করিল তাহাতে সে কোন নূতনত্ব দেখিতে পাইল না। একজন মিষ্টভাষী ওয়ার্ডার তাহাকে মৃদু-মধুর উপদেশ দিয়া তাহার পকেটে যাহা কিছু ছিল তাহা বাহির করিয়া দিতে বলিল; ওয়ার্ডার তাহা লইয়া ক্যাম্বিসের একটি ছোট বাক্সে রাখিয়া খাতায় তাহাকে নাম স্বাক্ষর করিতে আদেশ করিল।

অতঃপর ওয়ার্ডার তাহাকে বলিল, ইচ্ছা করিলে সে স্নান করিতে পারে। কিন্তু হাজতের আসামীর বা কারাদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত কয়েদীর পক্ষে স্নান অপরিহার্য্য নহে। আসামী হ্যাগার্ট স্নান করিতে সম্মত হইল না, সুতরাং তাহাকে একটি কারাকক্ষে লইয়া গিয়া তাহার আহারের জন্য খানিক রুটি ও এক পাইণ্ট কোকো দেওয়া হইল, এবং পাঠের জন্য তাহাকে একখানি পুরাতন অর্দ্ধছিন্ন মাসিক কাগজও প্রদত্ত হইল। তাহার পর জেলখানার ডাক্তার আসিয়া তাহার নাড়ী টিপিল, জিভ দেখিল এবং দুই পাঁজরে আঙ্গুলের খোঁচা মারিয়া ডাক্তারী পরীক্ষা শেষ করিল; অতঃপর তাহাকে একটি ছোট বালিস, দুইখানি চাদর ও একখানি তোয়ালে দেওয়া হইল। এতদ্ভিন্ন তাহাকে একজোড়া চটি জুতা দেওয়া হইল; সেই চটি-জোড়াটির দুই পাটাই বাঁ-পায়ের!

অবশেষে হ্যাগার্টকে আর একটি কারাকক্ষে লইয়া যাওয়া হইল; এই কক্ষেই তাহার তিন দিন বাস করিবার ব্যবস্থা হইল। হ্যাগার্ট তাহার নূতন বাসস্থানে আসিয়া বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হইল না। সে একখানি কাঠের চেয়ারে বসিয়া পড়িল, এবং রুদ্ধ দ্বারের দিকে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "আমি এখানে অন্য স্থান অপেক্ষা নিরাপদ; লণ্ডনের অন্য কোন স্থানে আমার এরূপ নিরাপদে বাস করিবার আশা ছিল না। অন্য যেখানেই আশ্রয় গ্রহণ করিতাম, কুকুরগুলা আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিত; কিন্তু এখানে সে ভয় নাই।"—মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; ম্লান মুখ প্রফুল্ল হইল।

হ্যাগার্টের সেই উৎসাহ-প্রদীপ্ত চক্ষু ও প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া কেহ বুঝিতে পারিত না—সে এবর ষ্ট্রীটের পুলিশ-কোর্টের পকেটমারা সেই আতঙ্কবিহ্বল,

দুশ্চিন্তাকাতর, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় আসামী। সে সেই কক্ষস্থিত কাঠের চেয়ারে বসিয়া একখানি বাইবেল খুলিল। বাইবেলখানি সেই কক্ষে কয়েদীর পাঠের জন্ত রক্ষিত হইয়াছিল। একটা চতুষ্কোণ কাচের ঘুলঘুলি দিয়া সেই কক্ষে আলোক প্রবেশ করিতেছিল। সেই আলোকে হ্যাগার্ট বাইবেলখানি খুলিয়া তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিল। অবশেষে একটি স্থান বাহির করিয়া সে অস্ফুট স্বরে পাঠ করিল, "প্রভু কহিয়াছেন—প্রতিহিংসা আমার। আমি তাহা পরিশোধ করিব।"—এই উক্তি পাঠ করিয়া প্রভুর প্রতি তাহার ভক্তি হইল।

কারাগারের ঘণ্টায় আটটা বাজিল; সেই শব্দে কারাগারের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল। তাহার পর পূর্ব্ববৎ গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। হ্যাগার্ট বাইবেবখানি ধীরে ধীরে বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং কয়েদীর শয়নের জন্ত সেই কক্ষে যে তক্তা ছিল, তাহা টানিয়া আনিয়া, তাহার একপ্রান্ত টেবিলের উপর ও অন্ত প্রান্ত চেয়ারে সংস্থাপিত করিয়া খাটিয়ার অভাব পূর্ণ করিল; পরে তাহার এক মুড়ায় বালিসটি রাখিয়া একখানি চাদর তক্তার উপর প্রসারিত করিল। সে সেই শয্যায় শয়ন করিয়া অন্ত চাদরখানি দ্বারা দেহ আবৃত করিল। তাহাকে এই ভাবে শয্যা রচনা করিতে দেখিলে সহজেই মনে হইত, এরূপ কার্যো সে বহুদিন হইতেই অভ্যস্ত!

হ্যাগার্ট শয়ন করিয়া নিমিলিত নেত্রে কি ভাবিতে লাগিল। পাঁচ মিনিট পরে একজন ওয়ার্ডার নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে সুদীর্ঘ হলের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে সেই কক্ষের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল, এবং দ্বারস্থ ঘুলঘুলির ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়া, কয়েদী কি করিতেছে তাহা দেখিয়া লইল।

আরও কয়েক মিনিট পরে হলের আলোক নির্ব্বাপিত হইল; নৈশ অন্ধকারে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন হইল। তখন সেই বিশাল পুরীতে নৈশ নিস্তব্ধতা বিরাজিত; কেবল ব্রিক্সটন পাহাড়ের দিক হইতে দুই একখানি পণ্যবাহী শকটের চক্রধ্বনি বায়ুতরঙ্গে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু তখন লণ্ডনের নৈশ জীবনের উপর প্রসারিত যবনিকা ধীরে ধীরে উত্তোলিত হইতে আরম্ভ

হইয়াছিল; (the curtain was just rising on the night-life of London.) রেস্তরাঁ প্রভৃতি ভোজনালয়গুলি তখন জন-পূর্ণ; রঙ্গালয়, সঙ্গীতালয় ও চলচ্চিত্র-শালাগুলি (cinemas) দর্শকবৃন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, আর ব্রিক্সটনের কারাগার নৈশ প্রশান্তির মধ্য যেন গভীর নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন!

নিশাবসানে চরাচর আলোকিত হইবার পূর্ব্বেই ব্রিক্সটন-কারাগারের ঘণ্টা ঢং ঢং শব্দে বাজিয়া কয়েদীদের নিদ্রাভঙ্গ করিল। টমাস্ হ্যাগার্টও সেই শব্দে জাগিয়া উঠিল। সে শয্যায় বসিয়া চতুর্দ্দিকে সভয়ে দৃষ্টিপাত করিল; কি একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ঘর্ম্মধারায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইয়াছিল। সে কোথায় আসিয়াছিল—সে কথা সহসা তাহার স্মরণ হইল। তখন সে সুস্থ চিত্তে উঠিয়া গিয়া তুষারশীতল জলে হাত মুখ ধুইয়া ফিরিয়া আসিল, তাহার পর পরিচ্ছদ পরিধান করিল।

হলে আবার ওয়ার্ডারদের পদশব্দ হইল; তাহার পর একজন 'ওয়ার্ড-অফিসার' হ্যাগার্টের কক্ষদ্বারে আসিয়া চাবি দিয়া দ্বার খুলিয়া ফেলিল। সেই সময় ঝাড়ুদারকে কয়েদীদের বাস-কক্ষে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়; সে কক্ষ পরিষ্কার করিয়া যায়। এজন্য আধ ঘণ্টা সময় নির্দ্দিষ্ট আছে; সেই আধ ঘণ্টার জন্য কয়েদীগণকে কক্ষ ত্যাগ করিতে হয়। আধ ঘণ্টা পরে কয়েদীরা তাহাদের বাস-কক্ষে পুনঃ প্রবেশ করিলে, তাহাদিগকে প্রাভাতিক খাদ্য দিয়া দ্বার রুদ্ধ করা হয়।

ওয়ার্ড-অফিসার সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া, হ্যাগার্টকে অভিবাদন করিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "বাবা, খবর সব ভাল ত?"

হ্যাগার্ট নিঃশব্দে প্রত্যভিবাদন করিল; সে কোন কথা না বলিলেও আনন্দে গর্ব্বে তাহার বিবর্ণ মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে জলের জগটা তুলিয়া লইয়া হলে প্রবেশ করিল, এবং হলের এক প্রান্তে, যেখানে জলের কল ছিল—সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া জগ ভরিয়া জল লইল। আরও কয়েকজন হাজতের আসামী সেই সময় স্ব স্ব বাস-কক্ষ হইতে হলে প্রবেশ করিয়া এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। হ্যাগার্ট তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া যেন একটু

হতাশ হইল ; সে যে পরিচিত মুখ দেখিবার আশা করিয়াছিল তাহা দেখিতে না পাইয়া ক্ষুব্ধ চিত্তে জলের জগ সহ নিজের কক্ষে প্রবেশ করিল।

হ্যাগার্ট হঠাৎ দ্বারের নিকট থমকিয়া দাঁড়াইল, এবং ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া, সম্মুখের দোতালার বারান্দায় যে সকল কয়েদী দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সে দেখিল দুই জন লোক দোতালার বারান্দায় দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া আছে! (two men stood staring fixedly down at him.) তাহাদের দৃষ্টিতে গভীর আগ্রহ ও কৌতূহল প্রতিফলিত। উভয়েই সুপরিচ্ছদধারী, এবং সম্ভ্রান্ত বলিয়াই মনে হইত। হ্যাগার্টের মত তাহারাও হাজতের আসামী, দণ্ড-প্রাপ্ত কয়েদী নহে। একজনের মুখে গোঁফ এবং সূচ্যগ্র দাড়ি, চক্ষুতে শিং-বাঁধানো চশমা; অন্য আসামীর মুখে দাড়ি গোঁফ ছিল না; কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে তাহাদের উভয়ের মুখের আকৃতিগত সাদৃশ্য লক্ষিত হইত, যেন তাহারা সহোদর ভ্রাতা! কারাগারের রেজিষ্ট্রী পরীক্ষা করিলে জানিতে পারা যাইত, এক জনের নাম প্রোফেসার সেপ্টিমস্ কস্, দ্বিতীয় ব্যক্তি ষ্টেড্‌ফাষ্ট ইন্‌সিয়োরেন্স কোম্পানির ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ম্যাল্‌কম বার্টন!

টমাস্ হ্যাগার্ট তাহাদের দেখিয়া ডান হাতের দুইটি অঙ্গুলি দ্বারা কপালের এক পাশ হইতে অন্য পাশ ঘর্ষণ করিল। সেপ্টিমস্ কস্ ও ম্যাল্‌কম বার্টন তৎক্ষণাৎ ললাটে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া হ্যাগার্টের ইঙ্গিতের উত্তর জ্ঞাপন করিল।

পিতার সহিত পুত্রদ্বয়ের এই মিলন যেমন আকস্মিক সেইরূপ অপ্রত্যাশিত-পূর্ব্ব! বহু বৎসর পরে তিন পুত্রের সহিত পিতা এই অট্টালিকায় বাসের সুযোগ লাভ করিয়াছে; কিন্তু তাহা কারাগার!

পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় অনেক পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন পরের পকেট-মারা অপরাধে অভিযুক্ত চর্ম্মকার-নন্দন টমাস হ্যাগার্ট ছদ্মবেশধারী পল সাইনস্ ভিন্ন অন্য কেহ নহে। পুত্রদ্বয়ের সহিত সঙ্কেতে আলাপ করিয়া পল সাইনসের মন আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ হইল। মিথ্যা অভিযোগে ধরা দিয়া নূতন ছদ্মবেশে ব্রিক্সটনের কারাগারে প্রবেশ করিবার শ্রম সে সার্থক মনে করিল। সাফল্যগর্ব্ব-

জনিত প্রসন্ন হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিলেও মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইল। সে তৎক্ষণাৎ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে ওয়ার্ড-অফিসার নিঃশব্দে দ্বারপ্রান্তে আসিয়া কক্ষ-দ্বার রুদ্ধ করিল। সে যে পল সাইনসের অবশিষ্ট পুত্র তাহা কাহারও জানিবার উপায় ছিল না।

পল সাইনস্ জলের জগ টেবিলের উপর রাখিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল, এবং স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিল, "আমি এখানে তিন দিনের জন্য নিরাপদ। এই তিন দিন রবার্ট ব্লেক এবং স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কুকুরের পাল আমার অনুসন্ধানে সমগ্র বৃটীশ দ্বীপ চষিয়া ফেলিলেও আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না। তাহাদের সকল শ্রম বৃথা হইবে। আমি ছদ্মবেশে অপরাধের ছল করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে ব্রিক্সটনের কারাগারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি—শত ব্লেক একত্র মাথা খাটাইয়াও তাহা বুঝিতে পারিবে না। এখানে আমাকে কেহ খুঁজিতে আসিবে না। এরূপ নিরাপদ আশ্রয় আমি আর কোথায় পাইতাম?"

পল সাইনস্ জানিত—তিন দিন পরে সে বিচারকের আদেশে মুক্তিলাভ করিবে, তাহার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ সপ্রমাণ হইবে না। সে মুক্তিলাভ করিয়া পুলিশের বিরুদ্ধে, তাহার অবশিষ্ট শত্রুগণের বিরুদ্ধে পুনর্ব্বার কি ভাবে সমর ঘোষণা করিবে, তাহাদিগকে বিপন্ন করিবার জন্য কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবে এই তিন দিনে তাহা স্থির করিতে পারিবে, এবং কারাগারের বিভিন্ন কক্ষে তাহার যে দুই পুত্র তাহাদের অপরাধের বিচারের প্রতীক্ষায় আবদ্ধ ছিল, তাহাদিগকে তাহার গুপ্ত সঙ্কল্প জ্ঞাপন করা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে না, এবিষয়ে সে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইল।

সপ্তম লহর

বোতামের রহস্য

কোথাও ঝটিকা আরম্ভ হইলে তাহার গুরু গম্ভীর গর্জ্জন যেমন বহুদূর হইতে শ্রবণগোচর হয়, সেইরূপ পল সাইনসের অদ্ভুত সাহসের কাহিনী, বিচারালয় হইতে তাহার পলায়নের সংবাদ অতি অল্পকাল মধ্যে লণ্ডনের দূরবর্ত্তী জনপদ-সমূহেও প্রচারিত হইল। পুলিশ লোকনিন্দা ও লোকলজ্জা হইতে পরিত্রাণ লাভের আশায়, জন সাধারণকে আশ্বস্ত করিবার উদ্দেশ্যে পল সাইনসের ভ্রাতা ম্যাক্সিমস্ সাইনস্‌কে গ্রেপ্তার করিয়া, তাহাকে পল সাইনস্ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু পল সাইনস্ পুলিশের এই চাতুর্য্য-জাল ছিন্ন করিয়া আদালত হইতে তাহার ভ্রাতাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গিয়াছে—এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া সহর ও সহরতলির অসংখ্য নরনারী আতঙ্কে অধীর হইল, এবং পুলিশের প্রতি অশ্রদ্ধায় ও ক্রোধে তাহাদের হৃদয় পূর্ণ হইল। বস্তুতঃ পুলিশের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইল। নগরবাসীদের কঠোর মন্তব্য শুনিয়া পুলিশ ভাবিল, 'যার জন্য চুরি করি, সে-ই বলে চোর!'—ইন্‌স্পেক্টর কুটস লজ্জায়, দুঃখে ও মনস্তাপে প্রায় ক্ষেপিয়া উঠিলেন; পথে ঘাটে নগরবাসী, পল্লীবাসী সকলে সমবেত কণ্ঠে তার-স্বরে বলিতে লাগিল, "পুলিশ কি করিতেছিল? স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সাহস ও শক্তি কি এইরূপ? তাহারা আবার ভুল করিয়াছে? পল সাইনস্ প্রকাশ্য ভাবে আসিয়া তাহাদের কান মলিয়া ভুল দেখাইয়া সরিয়া পড়িল! জনপূর্ণ বিচারালয়ে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে কাহারও সাহস হইল না? তবে আমরা দেহের রক্ত জল-করা অর্থ ঢালিয়া এই অকর্ম্মণ্য পুলিশ পুষিতেছি কেন?

সে বড় কঠিন স্থান। সে দেশের লোক পুলিশের মনিব, পুলিশ জনসাধারণের পরিচালক বা অভিভাবক নহে।

সংবাদ পত্রে পল সাইনসের অদ্ভুত সাহস ও চাতুর্য্যের কাহিনী পাঠ করিয়া ইংলণ্ডের বিভিন্ন জেলার লোক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল। সকলে বুঝিতে পারিল—এই ব্যক্তির চাতুর্য্যের ও সামর্থ্যের সীমা নাই! (there was no limit to this man's cunning and capabilities,)

ইহার উপর হুজুকে কাগজওয়ালাদের দৌরাত্ম্য!—এথর ষ্ট্রীটের পুলিশ-কোর্টে বিচারকের ছদ্মবেশে পল সাইনসের আবির্ভাব এবং তাহার অনুষ্ঠিত অদ্ভুত কার্য্যের বিবরণ ঐ শ্রেণীর কাগজগুলির এরূপ হুজুকপূর্ণ খোরাক (feast of sensationalism) হইল যে, তাহাতে তাহার অতিরঞ্জিত সরস বর্ণনা প্রকাশিত হওয়ায় লক্ষ লক্ষ পাঠক সেই সকল কাগজ কিনিয়া যেন হা করিয়া গিলিতে লাগিল!

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড সকল কথা শুনিয়া অধীর হইল না, বিজ্ঞের ন্যায় নিস্তব্ধ ভাবে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সংবাদ পত্রসমূহে যে সকল গালাগালি প্রকাশিত হইতে লাগিল, কর্ত্তৃপক্ষ তাহার প্রতিবাদ করিয়া লঘুতার পরিচয় দিলেন না।

সার হেনরী ফেয়ারফক্স সকল সঙ্কট দার্শনিকের ন্যায় ঔদাসীন্য সহকারে উপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি যে সঙ্কল্প করিয়া মিঃ ব্লেকের বে-আইনি প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যতঃ সফল হইলেও পল সাইনস্‌কে গ্রেপ্তার করা পুলিশের সাধ্য হয় নাই। পল সাইনস্ প্রকাশ্য ভাবে বিচারালয়ে আসিলেও সে যে ভাবে আসিয়াছিল, এবং যেরূপ কৌশলে পলায়ন করিয়াছিল—তাহা সার হেনরীর কল্পনারও অগোচর ছিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স পল সাইনসের চালে 'বান্‌চাল' হইয়া কমিশনর সার হেনরীর সহিত একাকী সাক্ষাতের সাহস করিলেন না; মিঃ ব্লেক তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। সার হেনরী তাঁহাদিগকে দেখিয়া ক্রোধে গর্জ্জন করিলেন; ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে তিনি দংশন করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া ভয়ে কুট্‌সের মুখ শুকাইয়া গেল, মুখে কথা সরিল না। তিনি ভাবিলেন, চাকরীটি এবার বজায় রাখা কঠিন হইবে। কিন্তু মিঃ ব্লেক বচনবিন্যাসে চিরদিনই সুপটু, তিনি সকল অবস্থার কথা বলিয়া মিষ্ট কথায় সার হেনরীর ক্রোধ দূর করিলেন।

তখন সার হেনরী ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন, "যেখান হইতে যেরূপে পার পল সাইনস্‌কে গ্রেপ্তার করিয়া আমার কাছে হাজির কর। আমরা জানি সে এখনও লণ্ডনেই লুকাইয়া আছে। তোমরা সাইনস্‌কে যেখানে গ্রেপ্তার করিবে গত রাত্রির ব্যাঙ্ক-লুঠের টাকাও সেই স্থানেই পাইবে। মিঃ ব্লেক, আপনি পরাস্ত, একথা বোধ হয় স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি যে ব্যবসায়ে লিপ্ত আছি—তাহাতে পরাস্ত হওয়া স্বীকার করিলে কায চলে না; ইংরাজি ভাষা হইতে 'পরাজয়' শব্দটি বিলুপ্ত হইলে আমাদের অনেক উপকার হইত। গত কল্য পর্য্যন্ত সমর-স্রোত আমাদের প্রতিকূল ছিল, কিন্তু আজ তাহার গতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। আমি তাহাকে আক্রমণের একটা নূতন ফন্দী ইতিমধ্যেই স্থির করিয়া রাখিয়াছি। (I have mapped out a fresh plan of campaign.)

সার হেনরী হাতের ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হোম-সেক্রেটারীর সহিত আজ আমার সাক্ষাৎ করিবার কথা আছে; কিন্তু আলাপটা প্রীতি-কর হইবে বলিয়া মনে হয় না। পার্লিয়ামেণ্টে তাঁহাকে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে, ইতিমধ্যেই তিনি তাহার 'নোটিস' পাইয়াছেন। তিনি যে পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন—তাঁহার পূর্ব্বে সাইনসেরই এক পুত্র ঐ পদের গৌরব রক্ষা করিয়াছিল—এ কথাটা কৌশলক্রমে তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিব কি না ভাবিতেছি।"

মিঃ ব্লেক এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গে কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া উঠিয়া পড়িলেন, এবং ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে সঙ্গে লইয়া সেই অট্টালিকার পশ্চাৎস্থিত একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন; সেই কক্ষটি কুট্‌সের খাস-কামরা। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেককে বসাইয়া বলিলেন, "ব্লেক, এবার চালটা কি রকম হইবে ? বড় সাহেবকে ত ফস্‌ করিয়া বলিয়া ফেলিলে—লড়াইয়ের নূতন ফিকির ঠিক করিয়া বসিয়া আছ ! কোন নূতন মতলব ঠাহর করিতে পারিয়াছ কি ?"

মিঃ ব্লেক চুরুটের থলিটা ইন্‌স্পেক্টরের হাতে দিয়া স্বয়ং একটা চুরুট

মুখে গুঁজিলেন, এবং নিঃশব্দে ধূম উদ্‌গিরণ করিতে লাগিলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ধূমপান করিতে করিতে কয়েকখানি রিপোর্ট খুলিয়া একে একে পাঠ করিতে লাগিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স হঠাৎ মুখ তুলিয়া বলিলেন, "বড় একটা অদ্ভুত ব্যাপার ব্লেক! সেই যে পুলিশম্যানটার মৃতদেহ নদী হইতে তুলিয়া আনা হইয়াছিল, ডাক্তার তাহার মুঠার ভিতর হইতে একখান চাক্তি বাহির করিয়াছিল—তোমার স্মরণ আছে কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তাহা কোন ট্যাক্সি-চালকের লাইসেন্সের নম্বরের চাক্তি ছিল,—কেন?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সেই চাক্তির নম্বর জাল নম্বর। লাইসেন্স বিভাগ হইতে সেই নম্বরের লাইসেন্স বাহির হয় নাই। উহা নকল মাল, আসল চাক্তি নয়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে তাহার সাহায্যে কোন রহস্য ভেদের আশা নাই; তথাপি কন্‌ষ্টেবলটার মৃত্যুর সহিত চাক্তি খানার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কন্‌ষ্টেবলটা কিরূপে নদীতে পড়িয়াছিল—তাহা জানিতে পারা গিয়াছে কি?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "যাহাদের হস্তে এই তদন্ত-ভার ন্যস্ত হইয়াছে, তাহারা এই অল্প সময়ের মধ্যে রহস্যভেদে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই; কিন্তু হতভাগ্য কীনরকে কেহ যে হত্যা করিয়াছে—এই অনুমান মিথ্যা নহে। ভক্সহল-ব্রীজের নিকট বাঁধের কিয়দংশ পর্য্যন্ত তাহার 'বীট' ছিল। তাহার বীটে পাহারা দেওয়ার সময় কোন দস্যুদলের সহিত সম্ভবতঃ তাহার সংঘর্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই দস্যুরাই বোধ হয় তাহাকে হত্যা করিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছিল। যাহারা তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল তাহাদের দলের কোন দস্যুর গলায় ঐ চাক্তিখানা ঝুলিতেছিল। কীনর ধস্তাধস্তি করিতে করিতে তাহার চাক্তিখান মুঠায় পুরিয়া সজোরে টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়াছিল—এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি ট্যাক্সি-গাড়ীর কথা বলায় হঠাৎ আর একটা ঘটনার কথা মনে পড়িল। আমরা টুল্‌সি হিলে যাইবার সময় যে দুর্ঘটনা লক্ষ্য করিয়াছিলাম—তাহারই কথা বলিতেছি। তোমাকে বলিয়াছি সাইনসের দলভুক্ত দুইজন দস্যু এপ্‌সমের ব্যাঙ্ক লুঠ করিয়া সেই ট্যাক্সিতে তাহাদের আড্ডায় ফিরিয়া যাইতেছিল। ট্যাক্সির ভিতর যে স্যুট-কেস্‌টি পাওয়া গিয়াছে, তাহা তাড়া-বাঁধা ব্যাঙ্ক-নোটে পূর্ণ ছিল তাহাও দেখিয়াছ; নোটগুলি যে তাহাদের লুঠের মাল—ইহারও অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এখন সন্ধান লইতে হইবে—যে ড্রাইভার সেই ট্যাক্সি চালাইতেছিল—সে পল সাইনসের দলের লোক, কি কোন সাধারণ ভাড়াটে ট্যাক্সির ড্রাইভার? এম্বুলেন্সে সে গয়ের হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছিল। তাহার জ্ঞান হইয়াছে কি না সন্ধান লও, তাহার এজাহার লইতে হইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "ঐ কাযটি আমার কর্ত্তব্যের মধ্যে নয়, তবে আমি সংবাদ লইতে পারিব।"

তিনি উঠিয়া হাসপাতালে টেলিফোন করিলেন, যে উত্তর পাইলেন তাহা শুনিয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "ট্যাক্সি-ড্রাইভারটার অবস্থা সাংঘাতিক; তাহার মাথার খুলী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; শীঘ্র তাহার চেতনা লাভের আশা অল্প। সুতরাং তাহার নিকট কোন সংবাদ পাইব বলিয়া মনে হয় না। আমি সেবিনকে ডাকিয়া পাঠাইতেছি; সে অনেক সংবাদ জানে।"

স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভ সেবিন সেই ট্যাক্সির দুর্ঘটনা-সংক্রান্ত যে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিল তাহা তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করিল।

সেবিন বলিল, "সেই ট্যাক্সির চালকের নাম হেনরী উইক্‌লো। মিল্‌টন রোডে তাহার বাসা। সে অবিবাহিত। সেই বাসায় সে একমাস পূর্ব্ব হইতে বাস করিতেছিল। তাহার লাইসেন্সে কোন গলদ নাই। সে সুইফ্‌ট্‌-সিয়োর মোটর-ক্যাব কোম্পানীর চাকরী করিতেছিল। ভক্সহলের মিড্‌ল-সাইড ষ্ট্রীটে এই মোটর-কোম্পানীর গ্যারেজ।"

মিঃ ব্লেক কিঞ্চিৎ বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "ভক্সহলের মিড্‌ল-সাইড

ষ্ট্রীট? কন্‌ষ্টেবল কীনর ত গত রাত্রে সেই অঞ্চলেই পাহারায় নিযুক্ত ছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "হাঁ, এইরূপই ত শুনিতে পাইয়াছি; কিন্তু কন্‌ষ্টেবল কীনরের মৃত্যুর সহিত সুইফ্‌ট-সিয়োর মোটর-ক্যাব কোম্পানীর গ্যারেজের কোন সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতে যাওয়া নিরর্থক মনে হয়; সে জন্য চেষ্টা করিলে বৃথা পরিশ্রম ভিন্ন কি কোন ফল লাভের আশা আছে?"

ডিটেক্‌টিভ সেবিন বলিল, "আমি কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে সুইফ্‌ট-সিয়োরকে টেলিফোন করিয়াছিলাম; তাহারা ভাঙ্গা ট্যাক্সিখানা তাহাদের গ্যারেজে লইয়া যাইবার জন্য লরী পাঠাইয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অসহিষ্ণু ভাবে বলিলেন, "চুলোয় যাক তাহাদের লরী! হেনরী উইক্‌লো সম্বন্ধে তাহারা কি জানে তাহা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে কি?"

ডিটেক্‌টীভ সেবিন বলিল, "তাহারা কিছুই জানে না। হেনরী উইক্‌লো গত একমাস মাত্র তাহাদের চাকরী করিয়াছে। কোম্পানী তাহার কাজে সন্তুষ্ট ছিল।"

সেবিনের কথা শেষ হইল। সে প্রস্থান করিলে সার্জ্জেণ্ট ব্রাউন ঝড়ের মত বেগে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার চক্ষু বিস্ফারিত, এবং তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাহাকে অত্যন্ত উত্তেজিত মনে হইল। তাহার এক হাতে অনতিদীর্ঘ একটি রবারের নল, সেই নলের এক প্রান্তে একটি ভল্‌কানাইট মুখনল।

সার্জ্জেণ্ট ব্রাউন সেই নলটি ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সম্মুখে ধরিয়া বলিল, "এটি বোধ হয় আপনার কাজে লাগিতে পারে ইন্‌স্পেক্টর! আমি সেই ভাঙ্গা ট্যাক্সির ভিতর এই জিনিসটি পাইয়াছি। যে দুইজন লোক সেই ট্যাক্সিতে যাইতেছিল, আমি তাহাদের অঙ্গুলি-চিহ্ন সংগ্রহের চেষ্টা করিতে গিয়া ইহা দেখিতে পাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বিদ্রূপ ভরে বলিলেন, "তুমি ভারী কাজের লোক কি না, কাজেই অঙ্গুলি-চিহ্নের সন্ধান করিতে করিতে কথা কহিবার একটা নল (a speaking tube) আবিষ্কার করিয়া ফেলিলে! ট্যাক্সির আরোহী ট্যাক্সি-চালকের গতি নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য বা তাহাকে কোন কাযের কথা বলিবার

জন্য প্রত্যেক ট্যাক্সিতে যে নল ব্যবহার করে—ভাঙ্গা ট্যাক্সিতে সেই নল আবিষ্কার করিয়া আমাদিগকে চম্‌কাইয়া দিয়াছ ; উঃ কি অপূর্ব্ব আবিষ্কার !"

সার্জ্জেণ্ট ব্রাউন্ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের বিদ্রূপে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিল, "আপনি নলটা পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন—ইহা ট্যাক্সিতে ব্যবহৃত সাধারণ নল নহে ; ইহার মুখ-নলের ঠিক নীচেই একটি বোতাম-মাইক্রোফোন আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের পরিহাস-প্রবৃত্তি হঠাৎ বিলুপ্ত হইল। তিনি উৎসাহ ভরে নলটি হাতে লইয়া সতর্ক ভাবে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাহা তিনি মিঃ ব্লেকের হাতে দিয়া বলিলেন, "হঁা, একটা মাইক্রোফোনই আঁটা আছে বটে। মাইক্রোফোন কেন, বুঝিতে পারিয়াছ কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই মাইক্রোফোনের সাহায্যে ট্যাক্সির ড্রাইভার ট্যাক্সির আরোহীদের গুপ্ত পরামর্শ শুনিতে পাইত। আরোহীরা তাহাদের আসনে বসিয়া অতি মৃদুস্বরে যে কথাটি বলিত—তাহাও শকট-চালকের কর্ণে সুস্পষ্টরূপে প্রতিধ্বনিত হইত ; তবে আরও একটা কারণ থাকিতে পারে—সেই ট্যাক্সির 'ড্রাইভার' হয় ত কালা।"

সার্জ্জেণ্ট ব্রাউন বলিল, "যে ড্রাইভার কালা, তাহাকে ট্যাক্সি চালাইবার লাইসেন্স দেওয়া হয় না। লাইসেন্স লইবার পূর্ব্বে ডাক্তারী পরীক্ষা অপরিহার্য্য ; সুতরাং লোকটা নিশ্চিতই কালা নয়। এখন কথা এই, আরোহীদের গুপ্ত পরামর্শ শুনিবার তাহার অধিকার কি, আর সে কি উদ্দেশ্যেই বা আরোহীদের গুপ্ত পরামর্শ শুনিবার জন্য এরূপ নল ব্যবহার করিত ? আমার বিশ্বাস, উৎকোচ আদায়ের ফন্দীতেই সে একাজ করিত। মনে করুন—আমি এই ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া আমার একটি তরুণী বান্ধবীকে সঙ্গে লইয়া—"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বাধা দিয়া বলিলেন, "থাম ব্রাউন, আমি তোমার প্রণয় সংক্রান্ত কোন গুপ্ত কথার আলোচনা শুনিবার জন্য উৎসুক নহি ; তবে গাড়োয়ানটার যে সাধু উদ্দেশ্য ছিল না, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে—কি বল ব্লেক !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে যাহাই হউক, আর একটা কথাও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। যখন ট্যাক্সিখানা ভাঙ্গিয়াছিল—সেই সময় ট্যাক্সির দস্যু আরোহীদ্বয় পরস্পরকে যে সকল কথা বলিয়াছিল তাহা ড্রাইভার উইক্‌লোর কর্ণগোচর হইয়াছিল। কিন্তু আর সময় নষ্ট করিয়া ফল নাই কুট্‌স, আমাদিগকে অবিলম্বে সুইফ্‌ট-সিয়োরের গ্যারেজে উপস্থিত হইতে হইবে। সেখানে হেন্‌রী উইক্‌লো সম্বন্ধে কোন কোন সংবাদ জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সে পল সাইনসের দলের লোক কি না তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।"

তাঁহারা স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে বাহির হইয়া একখানি ভাড়াটে ট্যাক্সি দেখিতে পাইলেন। সেই ট্যাক্সিখানি থামাইয়া তাঁহারা তাহাতে উঠিয়া বসিলেন। তাঁহারা গাড়ীতে উঠিবার সময় গাড়ীর দরজায় 'সুইফ্‌ট-সিয়োর' এই নামটি মোটা মোটা হরফে অঙ্কিত দেখিলেন।

মিঃ ব্লেক নিম্নস্বরে বলিলেন, "আবার সেই একই ঘটনার যোগাযোগ কুট্‌স! ট্যাক্সি চালককে আমাদের গন্তব্য স্থানের পথ খুঁজিয়া হয়রান হইতে হইবে না। কোন্ পথে শীঘ্র গ্যারেজে যাইতে পারা যাইবে—তাহা উহার সুবিদিত।"

ট্যাক্সির সোফেয়ার শুনিল—আরোহীদ্বয় তাহাদের সুইফ্‌ট-সিয়োরের গ্যারেজে যাইবেন। তাঁহাদের কথা শুনিয়া সে যেন চমকিয়া উঠিল, এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সোফেয়ারের মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "হেনরী উইক্‌লোকে তুমি চেন সোফেয়ার!"

সোফেয়ার বাতাসে মাথা ঠুকিয়া বলিল, "হাঁ চিনি; কিন্তু সে ত এখন হাসপাতালে। গাড়ী ভাঙ্গিয়া সে যখম হইয়াছে।"—সে ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীটের দিকে গাড়ী চালাইয়া দিল।

মিঃ ব্লেক গাড়ীতে ঠেস্ দিয়া বসিয়া একটি চুরুট ধরাইয়া লইলেন। ট্যাক্সিখানি বেশ আরামপ্রদ, লণ্ডনের অধিকাংশ ভাড়াটে ট্যাক্সি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তিনি সোফেয়ারের সহিত কথা কহিবার নলটি কাঁধের কাছে সাপের মত ঝুলিতে দেখিলেন। তাঁহার একটু কৌতূহল হইল; নলটি ঘুরাইয়া আলোর দিকে

তুলিয়া ধরিলেন। কি আশ্চর্য্য! তাহার ভিতরেও একটি ক্ষুদ্র বোতাম-মাইক্রোফোন!

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ ওষ্ঠে তর্জ্জনী স্থাপন করিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুটসকে কথা কহিতে ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন, এবং সেই নলটি তাঁহার সম্মুখে ঘুরাইয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ মাইক্রোফোনে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন।

মিঃ ব্লেক অতঃপর সেই নলের মুখটি সজোরে মুঠার ভিতর চাপিয়া ধরিয়া যখন বুঝিলেন—মুখ-নলের ভিতর দিয়া তাঁহাদের কথা ট্যাক্সির সোফেয়ারের কর্ণগোচর হইবার সম্ভাবনা নাই—তখন তিনি ইন্‌স্পেক্টর কুটসকে বলিলেন, "এই কোম্পানীর সকল ট্যাক্সিরই কি এই বিশেষত্ব আছে? ইহার কারণ কি? সোফেয়ারগুলার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবার জন্য এই ব্যবস্থা, না—ইহার কোন গুপ্ত উদ্দেশ্য আছে? আরোহীদের গুপ্তকথা শুনিবার জন্য ইহাদের এরূপ আগ্রহের কারণ কি?

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "ও যে কি ব্যাপার, তাহা আমার বুঝিবার শক্তি নাই ব্লেক! এই কোম্পানীটি নূতন; লণ্ডনের প্রায় সকল পথেই ইহাদের বিস্তর গাড়ী ভাড়া খাটিতেছে দেখিতে পাই। ইহার অধিক আর কোন সংবাদ জানিতাম না; কিন্তু এখন মনে হইতেছে—এই কোম্পানী কোন দুরভিসন্ধিতে প্রত্যেক গাড়ীতে ঐ ক্ষুদ্র যন্ত্রটি ব্যবহার করিতেছে!"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুটসকে নীরব হইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহাদের সম্মুখস্থ পুরু কাচের পর্দ্দার ভিতর দিয়া তিনি সোফেয়ারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন সোফেয়ার মাথা কাত করিয়া সেই নলের অন্য মুখে কান রাখিয়া গাড়ী চালাইতেছিল। মিঃ ব্লেক তাহার মস্তকের এই ভঙ্গি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন—ট্যাক্সির আরোহীরা কি পরামর্শ করিতেছেন তাহা শুনিবার জন্য সে প্রথম হইতেই চেষ্টা করিয়া আসিতেছে!—সে নলের সেই মুখ হইতে মুহূর্ত্তের জন্য কান সরাইয়া লইল না।

মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুটস স্তব্ধভাবে গাড়ীতে বসিয়া রহিলেন। ট্যাক্সি ক্লকটাউয়ার ঘুরিয়া, ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া ভক্সহল ব্রীজ-রোড

অভিমুখে ধাবিত হইল। সাঁকোর মাথা হইতে তাহা বামে ঘুরিয়া মিড্‌ল-সাইড ষ্ট্রীট প্রবেশ করিল, এবং সুইফ্‌ট-সিয়োর কোম্পানীর প্রকাণ্ড গ্যারেজের সম্মুখে গাড়ী থামাইল।

সোফেয়ার গাড়ী হইতে নামিবামাত্র মিঃ ব্লেক তাহাকে দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "তোমাকে এখন যাইতে হইবে না; থামো! তোমাকে আমাদের দরকার আছে।—তাহার পর তাঁহারা উভয়ে লৌহ-দ্বার দিয়া গ্যারেজে প্রবেশ করিলেন। কাচের ছাদবিশিষ্ট সেই উচ্চ অট্টালিকার একতালা তাঁহারা খালি দেখিলেন। তাঁহাদের ধারণা হইল গাড়ীগুলি তখনও ভাড়া খাটিয়া ফিরিয়া আসে নাই। সেখানে একটি বালক ভিন্ন দ্বিতীয় কোন লোককেও তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই বালকটির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "কাহার উপর এই গ্যারেজের ভার আছে? তোমাদের কর্ত্তা কোথায়?"

বালক ইন্‌স্পেক্টরের রূঢ় স্বরে ভয় পাইয়া বলিল, "এখানকার ম্যানেজার মিঃ কোট্‌স। তিনি নীচের আফিস-ঘরে আছেন। ঐ পথ দিয়া সোজা নামিয়া যান মহাশয়!"—বালক নিম্নাভিমুখী পথের দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিল।

মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ঢালু পথ দিয়া কিছু দূর নামিলেন, তাহার পর সম্মুখে আর একটি বৃহৎ গ্যারেজ দেখিতে পাইলেন। সেখানে তাঁহারা একখানি ট্যাক্সি দেখিলেন, একজন কর্ম্মচারী তাহা 'জ্যাকে'র উপর উঁচু করিয়া তুলিয়া তাহার একখানি চাকায় 'টায়ার' আঁটিতেছিল। তাহার অদূরে একটি খর্ব্বকায় পুরুষ একখানি আরাম কেদারায় বসিয়া একখানি সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছিল। তাহার চুলগুলি কাল, এবং দাড়ি গোঁফবিহীন মুখে প্রসন্নতা বিরাজিত। লোকটি মুখে একটি সিগারেট গুঁজিয়া ধূমপান করিতেছিল।

লোকটি আগন্তুকদ্বয়কে দেখিয়া, কাগজখানি ফেলিয়া-রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং মুখের সিগারেটটা হাতে লইয়া অচঞ্চল স্বরে বলিল, "নমস্কার মহাশয়েরা! কি প্রয়োজনে আপনাদের এখানে আগমন, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"—বচনে বিনয় ক্ষরিয়া পড়িতেছিল!

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়া নীরস স্বরে বলিলেন, "আমি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পুলিশ কর্ম্মচারী। উইক্‌লো—হাঁ, হেনরী উইক্‌লো নামক একটি লোক আপনাদের এখানে চাকরী করে; আমি তাহার সম্বন্ধে কোন কোন সংবাদ জানিতে আসিয়াছি।"

ম্যানেজার ভ্রূজোড়াটা ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "সে আর এখন আমাদের চাকরী করে না। যে লোক গাড়ী চালাইতে গিয়া পথে দুর্ঘটনা ঘটাইয়া বসে, তাহাকে চাকরীতে রাখা আমাদের দস্তুর নয়। আপনি বলিলেন না—আপনি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে আসিতেছেন? আজ সকালেও সেখান হইতে একজন পুলিশ-কর্ম্মচারী আসিয়া পদচ্যুত হেনরী উইক্‌লো সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমরা তাহার সম্বন্ধে যাহা কিছু জানি—সমস্তই তাঁহাকে বলিয়াছি; তাহার অতিরিক্ত কোন কথা আমার বলিবার নাই।"

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "পরম সাধু পুরুষ!"

তিনি চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া ম্যানেজারটার আপাদমস্তক দেখিয়া লইলেন। তাহার কথা শুনিয়া বুঝিলেন লোকটার প্রকৃতি কঠোর; আহত বিপন্ন সোফেয়ারের প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নাই। মাথা ভাঙ্গিয়া সে মুমূর্ষ অবস্থায় হাসপাতালে পড়িয়া আছে—তাহা জানিয়াও তাহার সম্বন্ধে ইহার কথাগুলি কি রূঢ়! তাঁহার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল; কিন্তু তিনি নীরব থাকিতে পারিলেন না, বিরক্তি দমন করিয়া ধীর স্বরে বলিলেন, "কাহাকেও ড্রাইভারের চাকরীতে নিযুক্ত করিবার সময় তাহার পরিচয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করাও বোধ হয় আপনাদের দস্তুর নয়?"

ম্যানেজার কোট্‌স বলিল, "সেটা চাকরীর অবস্থার উপর নির্ভর করে। বিশেষতঃ, সেই উইক্‌লোটাকে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। যে সকল ড্রাইভারকে অল্প দিনের জন্য নিযুক্ত করা হয়—তাহাদের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর লওয়া আমরা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের রোড ডিপার্টমেন্টের নিকট সে ট্যাক্সি চালাইবার লাইসেন্স পাইয়াছিল। সেই লাইসেন্সই আমরা তাহার নিয়োগের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী মনে করিয়াছিলাম।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স এ কথার প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না; তিনি সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছিলেন উইক্‌লোকে যথারীতি পরীক্ষা করিয়াই স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে তাহার লাইসেন্সের প্রার্থনা মঞ্জুর করা হইয়াছিল।

তিনি মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "হুম্! কিন্তু আপনি বোধ হয় অবগত আছেন উইক্‌লো যখন গাড়ী ভাঙ্গিয়া আহত হওয়ায় অজ্ঞান অবস্থায় পথে পড়িয়া ছিল—সেই সময় গাড়ীতে যে দুইজন আরোহী ছিল তাহারা দস্যু; হাঁ, যে দুর্দ্দান্ত দস্যুদল গত রাত্রে লণ্ডনের বিভিন্ন অংশে বহুসংখ্যক ব্যাঙ্ক লুণ্ঠন করিয়াছিল, তাহাদেরই দলের দস্যু।"

ম্যানেজারের ললাটের একটি শিরাও কম্পিত হইল না, তাহার মুখের বিন্দুমাত্র ভাবান্তর লক্ষিত হইল না। সে প্রশান্তভাবে বলিল, "হাঁ, এই সংবাদ আজ খবরের কাগজে পড়িতেছিলাম বটে! কিন্তু ট্যাক্সির আরোহীদের অপরাধের জন্য ট্যাক্সির মালিক-কোম্পানীকে দায়ী করা কি আপনি সঙ্গত মনে করিবেন?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আপনি কি মনে করেন—তাহারা পথ-চল্‌তি ভাড়াটে? তাহাদিগকেই বহনের জন্য উইক্‌লোর উপর ভার পড়িয়াছিল—এরূপ অনুমান কি অসঙ্গত?"

ম্যানেজার বলিল, "উইক্‌লোকে আমি সেই দুর্দ্দান্ত দস্যুদলের সংসৃষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করি কি না—এই কথা জিজ্ঞাসা করাই কি আপনার উদ্দেশ্য? না মহাশয়, ও সকল ব্যাপারের সহিত আমাদের কোন সংস্রব নাই। আমাদের ড্রাইভারেরা নির্দ্দিষ্ট সময়ে গ্যারেজে আসিয়া 'মিটার' অনুযায়ী ভাড়া বুঝাইয়া দিলেই সকল দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। তাহারা কিরূপ চরিত্রের আরোহী বহন করিয়াছিল তাহা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি—উইক্‌লোর সহিত আমাদের কোম্পানীর আর কোন সম্বন্ধ নাই; সে এখন আমাদের চাকর নহে।"

মিঃ ব্লেক স্তব্ধভাবে সকল কথা শুনিতেছিলেন; এইবার তিনি বলিলেন, "গত রাত্রে আপনাদের কতগুলি ট্যাক্সি পথে বাহির হইয়াছিল?—রাত্রে অর্থাৎ প্রভাতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত।"

ম্যানেজার বলিল, "আমাদের ট্যাক্সি? আমাদের ট্যাক্সি ত দিবা রাত্রি সকল সময়েই পথে থাকে, তবে মধ্যে মধ্যে গ্যারেজে আসিয়া ভাড়ার হিসাব দিয়া যায় বটে। আমাদের গ্যারেজ দিবা রাত্রি খোলা থাকে। আমাদের গাড়ীগুলির চলা-ফেরা এক মুহূর্ত্তের জন্য বন্ধ থাকে না—ইহাই আমাদের কোম্পানীর বিশেষত্ব, এবং বোধ করি গৌরবেরও বিষয়।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "দুঃখের বিষয়, আপনি ইহার অধিক সংবাদ আমাদিগকে দিতে পারিলেন না! কিন্তু আপনাকে আমার আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে।—আপনাদের প্রত্যেক গাড়ীতে কথা কহিবার নলের সহিত এক একটি মাইক্রোফোন সংযুক্ত থাকে কেন?—এ কথা আপনি অস্বীকার করিতে পারিবেন না, প্রমাণ আমার সঙ্গেই আছে।"—তিনি পকেট হইতে সার্জ্জেণ্ট ব্রাউন-প্রদত্ত ভাঙ্গা গাড়ীর নলটি বাহির করিয়া ম্যানেজারের সম্মুখে আন্দোলিত করিলেন।

ম্যানেজার ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের প্রশ্নে বিন্দুমাত্র বিব্রত না হইয়া স্বাভাবিক স্বরে বলিল, "উহা আমারই একটি ক্ষুদ্র আবিষ্কার; আমাদের সকল ট্যাক্সিতেই উহার কার্য্যোপযোগিতার পরীক্ষা চলিতেছে। অন্যান্য ট্যাক্সিতে চালকের সহিত আরোহীর কথা কহিবার যে নল ব্যবহৃত হয় তাহাতে নানা প্রকার ত্রুটি লক্ষিত হইয়া থাকে। পথে নানা প্রকার গাড়ীর শব্দে সেগুলি সময়ে সময়ে বিরক্তিকর হইয়া উঠে। আরোহীর কথা সোফেয়ার শুনিতে পায় না, সোফেয়ার কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহা আরোহীর কর্ণগোচর হয় না, সুতরাং উভয় পক্ষের অসুবিধার সীমা থাকে না। আমার এই আবিষ্কারে সেই অসুবিধা দূর হইয়াছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। আমার কথা কেহই বোধ হয় অস্বীকার করিবে না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "সাধ্য কি কেহ অস্বীকার করে? ইহার আরও একটা প্রকাণ্ড সুবিধা এই যে, ট্যাক্সির আরোহীরা গোপনে কোন কথার আলোচনা করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ সোফেয়ারের কর্ণগোচর হয়! ইহা কি সামান্য সুবিধার বিষয়?"

ম্যানেজার একটু হাসিয়া বলিল, "তা আপনার কথাটিও অযৌক্তিক নহে, কিন্তু ও কথা আমি পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখি নাই। বিশেষতঃ সোফেয়ার গাড়ী চালাইবার সময় নিজের কাজ লইয়াই ব্যস্ত থাকে, অন্য দিকে তাহার মনো-নিবেশের অবসর কোথায়? সে গাড়ী চালাইবে—না, আরোহীর পরামর্শ শুনিবার জন্য সেই দিকেই কান পাতিয়া থাকিবে? আপনারা ডিটেক্টিভ কি না, ভাল হইতে মন্দটুকু খুঁটিয়া লওয়াই আপনাদের পেশা! আপনি যে উদ্দেশ্যের কথা বলিলেন, ঐরূপ হীন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমার আবিষ্কৃত যন্ত্র নিয়োজিত হয় নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স্ ভাবিলেন, "হবেও বা!"—তিনি আর তর্ক-বিতর্ক না করিয়া সেই নলটি ম্যানেজারের টেবিলের উপর নিক্ষেপ করিলেন, এবং বলিলেন, "এ আপনারই জিনিস।—নমস্কার!"

ম্যানেজার মৌখিক বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিল, "নমস্কার মহাশয়, আপনাকে আপনার আশানুরূপ সাহায্য করিতে না পারায় আন্তরিক দুঃখিত হইলাম।"—তাহার কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপের আমেজ্ ছিল।

ম্যানেজার মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সঙ্গে ফটক পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দান করিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স পথে আসিয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "লোকটা খুব খেলোয়াড় বটে; দেখিলে, ল্যাজে হাত দিতে দিল না! যেমন ধূর্ত্ত, সেই রকম আত্মম্ভরী। নিজের পক্ষ সমর্থনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল।"

মিঃ ব্লেক কোন কথা না বলিয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিলেন। দেউড়ির পাশ দিয়া একটি সঙ্কীর্ণ পয়ঃপ্রণালী পথের দিকে প্রসারিত ছিল। গাড়ীগুলি ধুইবার পর সেই জলরাশি সেই নর্দ্দামা দিয়া বাহির হইয়া যাইত। সেই দিকে চাহিয়া নর্দ্দামায় কি একটা চক্‌চকে জিনিসের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। প্রথমে তাঁহার মনে হইল—তাহা একটি শিলিং বা অন্যরূপ রৌপ্যমুদ্রা। ময়লায় তাহার অর্দ্ধাংশ ঢাকিয়া গিয়াছিল, অপরার্দ্ধ সেই নর্দ্দামার ভিতর চিক্‌চিক্ করিতেছিল।

মিঃ ব্লেক সম্মুখে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া বাম হস্তের দুই অঙ্গুলি দ্বারা বোতামটি সেই নর্দ্দামার ভিতর হইতে তুলিয়া লইলেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন—তাহা রৌপ্য মুদ্রা নহে, রৌপ্যবৎ শুভ্র ধাতু-নির্ম্মিত বোতাম। তিনি এরূপ একটি তুচ্ছ দ্রব্য সাগ্রহে দেখিতে লাগিলেন—তাহার কারণ ছিল। সেই বোতামটি দেখিয়া তাঁহার মনে হইতেছিল—সেইরূপ একটি বোতাম তিনি সেই দিনই আর কোথাও দেখিয়াছিলেন! সুতরাং ক্ষুদ্র হইলেও বোতামটি তাঁহার কৌতূহল আকৃষ্ট করিয়াছিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বিরক্তিভরে বলিলেন, "তোমার হাতে ওটা কি ব্লেক! কি আশ্চর্য্য, একটা তুচ্ছ বোতাম? বিড়ম্বনা! আমি ভাবিয়াছিলাম—কোন অপরূপ অদ্ভুত পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছ!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তুচ্ছ বোতাম! কিন্তু কুট্‌স, তুমি কি এখন স্মরণ করিয়া বলিতে পার কত বৎসর পূর্ব্বে তুমি এই রকম বোতাম ব্যবহার করিতে?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সবিস্ময়ে বলিলেন, "আমি? আমি ঐ রকম বোতাম ব্যবহার করিতাম! কি বলিতেছ তুমি? দেখি।"—তিনি মিঃ ব্লেকের করতল হইতে বোতামটি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "এ যে সাধারণ কন্‌ষ্টেবলের কোটের বোতাম! হাঁ, আমি সাধারণ কন্‌ষ্টেবলের পদেই প্রথমে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম বটে; সে কি একালের কথা? তখন কোটে এই বোতামই ব্যবহার করিতাম এ কথা সত্য। বোতামটা কোন পুলিশম্যানের পোষাক হইতে ছিঁড়িয়া পড়িয়াছে বোধ হয়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তোমার অনুমান সত্য। কুট্‌স শোন, গত রাত্রে টেম্‌সে পুলিশ কন্‌ষ্টেবল কীনরের মৃতদেহ ভাসিয়া যাইতে দেখা গিয়াছিল; তাহার মৃতদেহ তুলিয়া আনিলে দেখা গিয়াছিল—তাহার কোটের একটি বোতাম ছিল না। আমরা জানি কন্‌ষ্টেবল কীনর গত রাত্রে এই পথেই পাহারায় নিযুক্ত ছিল। আমরা আরও জানি তাহার মুঠার ভিতর ট্যাক্সি-ড্রাইভারের লাইসেন্সের নম্বরের একখান চাক্তি ছিল, সেই নম্বরটি জাল নম্বর। এই বোতামটি কীনরের কোটের বোতাম—অবস্থা বিবেচনায় এরূপ অনুমান করা কি অসঙ্গত?"

অষ্টম লহর

গুপ্তদ্বার

মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স এক মিনিট পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন কাহারও মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না ; কিন্তু মিঃ ব্লেক নর্দ্দামা হইতে যে ক্ষুদ্র বোতামটি তুলিয়া লইয়াছিলেন, তাহা কি গভীর রহস্যের সূচনা করিতেছিল' তাহা বুঝিতে কাহারও মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব হইল না। তাঁহারা উভয়েই তৎক্ষণাৎ সুইফ্‌ট-সিয়োর কোম্পানীর ম্যানেজারের আফিসে পুনঃপ্রবেশ করিলেন।

ম্যানেজার কোট্‌স তখন টেলিফোনের কলের কাছে দাঁড়াইয়া কাহারও সহিত কথা কহিতেছিল ; সে তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া দ্বারপ্রান্তে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও মিঃ ব্লেককে দেখিতে পাইল। সে টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আবার কি ? আর কোন সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে বাকি আছে না কি !"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হাঁ, বাকি আছে ; আশা করি এবার আপনি আমাদের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিবেন। আমরা একটি হতভাগ্য পুলিশম্যানের সম্বন্ধে দুই একটি সংবাদ জানিবার জন্য ফিরিয়া আসিলাম। গত রাত্রে এই গ্যারেজেই তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে। হাঁ, তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার মৃতদেহ নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। নদী আপনাদের এই গ্যারেজের পশ্চাতেই প্রবাহিত। আমার বিশ্বাস, এই দুর্ঘটনার কথা আপনার স্মরণ আছে।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া ম্যানেজারের যেন ধাত ছাড়িবার উপক্রম হইল ! সে নিস্পন্দ ভাবে চেয়ারে বসিয়া রহিল। মিঃ ব্লেক তাঁহার অভিযোগের প্রমাণ স্বরূপ কন্‌ষ্টেবলের কোটের সেই বোতামটা তাহার সম্মুখে উচু করিয়া ধরিয়া-

ছিলেন ; সেই দিকে চাহিয়া ম্যানেজারের দাঁতে দাঁতে বাধিয়া গেল। তাহার মুখ তুলিয়া কথা বলিবারও শক্তি হইল না। (his voice refused to function.) সে দুই একবার কি বলিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু কথাগুলি তাহার গলার ভিতর আটকাইয়া গেল।

ম্যানেজারকে ভয়ে কাঁপিতে দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সম্মুখে সরিয়া গিয়া ঘাড় ধরিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিলেন, তাহার পর তাহাকে সম্মুখে টানিয়া আনিলেন। তিনি দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "এবার আর তোমার কাছে বাজে কৈফিয়ৎ শুনিব না ; আমরা সত্য কথা শুনিতে চাই। কন্‌ষ্টেবল কীনরকে কে হত্যা করিয়াছে বল। তুমি স্বয়ং তাহাকে হত্যা না করিলে এই কার্য্য কে করিয়াছে তাহা তুমি নিশ্চয়ই জান। এ কথা আমাদের নিকট গোপন করিলে তোমার অদৃষ্টে বিস্তর দুঃখ আছে।"

ম্যানেজার ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের ক্রোধপ্রদীপ্ত চক্ষুর দিকে চাহিয়া ভগ্ন স্বরে বলিল, "না, না, সত্যই আমি ও কাজ করি নাই ; নরহত্যাটা আমার দ্বারা হয় নাই।"

সে অস্বীকার করিল বটে, কিন্তু তাহার উত্তর শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বুঝিলেন—হত্যাকাণ্ডটা যে মিথ্যা নহে, এবং তাহার অজ্ঞাতও নহে, ইহা সে প্রকারান্তরে স্বীকার করিল।

যাহা হউক, কোট্‌স কথাটা বলিয়াই সাম্‌লাইয়া লইল ;—ও কথা বলা তাহার উচিত হয় নাই ইহাও সে বুঝিতে পারিল। সে মন সংযত করিয়া সদম্ভে মাথা তুলিয়া ডিটেক্‌টিভদ্বয়ের মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আশ্চর্য্য ব্যাপার! তোমরা ক্ষেপিয়াছ না কি? তোমরা কি বলিতেছ তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না! আমি কিছুই জানি না। তোমরা কেন এ ভাবে আমার সঙ্গে দম্‌বাজী করিতে আসিয়াছ?—ও কি! এ তোমাদের কিরূপ ব্যবহার?"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স পকেট হইতে একজোড়া হাতকড়ি বাহির করিয়া তাহার দুই হাতে আঁটিয়া দিতেই সে ক্ষেপিয়া উঠিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অবৈধ ভাবে নিজের দায়িত্বে এই কাজটি করিলেন। তিনি জানিতেন কাজটি বে-আইনি হইল; কিন্তু যথেচ্ছা-ব্যবহারে ও উৎপীড়নে তিনি তখন কুণ্ঠিত হইলেন না। কিরূপে পুলিশের ইজ্জত রক্ষা হইবে, কি উপায়ে তিনি কার্য্যোদ্ধার করিবেন—তাহাই তখন তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছিল। অবস্থা বিশেষে এরূপ কার্য্য পুলিশের পক্ষে অপরিহার্য্য।

মিঃ ব্লেক ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "সামাল কুট্‌স!"

আর সামাল! মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে সতর্ক করিবার মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বেই ম্যানেজার তাহার পশ্চাৎস্থিত ডেস্কের উপর কাত হইয়া পড়িয়া, ডেস্কের উপর যে তিনটি গজদন্তনির্ম্মিত বোতাম ছিল, তাহা দুই হাতে টিপিয়া ধরিল! সঙ্গে সঙ্গে বহুদূরে একটা ঘণ্টা 'ঢং' করিয়া বাজিয়া উঠিল। বহু দূরে গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তমধ্যে ম্যানেজারের সেই অদ্ভুত কার্য্যের কারণ বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার তৎক্ষণাৎ ধারণা হইল, সুইফ্‌ট-সিয়োর মোটর-গ্যারেজ টি পল সাইনস্ ও তাহার সহযোগী দস্যুদলের প্রধান আড্ডা। এই মোটর-গ্যারেজ হইতেই পূর্ব্বরাত্রে বিভিন্ন ব্যাঙ্কসমূহ লুণ্ঠনের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল! এই স্থান হইতেই দস্যুদল বিভিন্ন ট্যাক্সিতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাঙ্ক লুণ্ঠন করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। পল সাইনস্ এই স্থানের গুপ্ত আড্ডায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া লণ্ডনে ভীষণ অরাজকতা বিস্তার করিতেছিল। এই স্থান হইতেই মোটর-কার লইয়া পূর্ব্ব রাত্রে সে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার সেই 'কার' দেখিয়া তাহা সার হেনরী ফেয়ারফক্সের 'কার' বলিয়া প্রহরীগণের ভ্রম হইয়াছিল; কারণ সার হেনরীর কারের সহিত তাহার সেই কারের যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল।—এরূপ বৃহৎ ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গ্যারেজ হাতে থাকিলে সার হেনরী ফেয়ারফক্সের কারের অনুরূপ কার সংগ্রহ করা ও তাহা তাঁহার কারের অনুকরণে সজ্জিত করা অত্যন্ত সহজ কার্য্য—ইহাও মিঃ ব্লেকের বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া মিঃ ব্লেক পুলিশ-কন্‌ষ্টেবল কীনরের হত্যাকাণ্ডের রহস্য ভেদের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না; কারণ কি ভাবে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল—তাহা তিনি সহজেই বুঝিতে পারিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন—

পূর্ব্ব রাত্রে কন্‌ষ্টেবল কীনর এই পল্লীতে পাহারা দিতে আসিয়াছিল। সে এই গ্যারেজের নিকটেই ছিল, এবং যে কারণেই হউক গ্যারেজের প্রতি তাহার সন্দেহ হইয়াছিল। সে গ্যারেজে প্রবেশ করিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিবামাত্র তাহার ললাটে প্রচণ্ডবেগে আঘাত করা হয়, সেই আঘাতেই তাহার মৃত্যু হয়; অতঃপর তাহার মৃতদেহ নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়। সে শত্রুগণের কবলে পড়িয়া ধস্তাধস্তি করিবার সময় তাহার আততায়ীর—সম্ভবতঃ কোন ট্যাক্সি-চালকের গলার চাক্তি-খানি আকর্ষণ করিয়া ছিঁড়িয়া লইয়াছিল, এবং সেই সময় তাহারও কোটের একটি বোতাম তাহার আততায়ীর টানাটানিতে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল।

নানা কারণে মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল—পল সাইনস্ বিপদের সম্ভাবনা বুঝিয়া কয়েক গজ দূরে সেই অট্টালিকারই কোন নিভৃত অংশে লুকাইয়া আছে! ম্যানেজার বোতাম টিপিয়া যে ঘণ্টাধ্বনি করিল—তাহা শুনিয়া সে এবং তাহার সহযোগী দস্যুদল সতর্ক হইয়াছে।

মিঃ ব্লেক উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "কুট্‌স, এই লোকটার উপর দৃষ্টি রাখ, এই ব্যক্তিও পল সাইনসের দলভুক্ত দস্যু। আমরা পল সাইনসের শেষ গুপ্ত আড্ডায় দৈবক্রমে আসিয়া পড়িয়াছি। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে এই মুহূর্ত্তেই 'ফোন' করিয়া বল—যে পুলিশ-বাহিনী মোটরযোগে নগরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—তাহাদের যে দল এই অঞ্চলে আছে—তাহাদিগকে অবিলম্বে এখানে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ করা প্রয়োজন।"

অনন্তর মিঃ ব্লেক পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া, গ্যারেজের ঢালু পথ দিয়া নীচের দিকে দৌড়াইলেন; কিন্তু গ্যারেজের সেই অংশে তিনি জন-প্রাণীকেও দেখিতে পাইলেন না। ম্যানেজারের ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া সকলেই অদৃশ্য হইয়াছিল। তাঁহারা সেখানে যে 'কার' দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন, তাহা সরিয়া পড়িয়াছিল; এমন কি, যে বালকটি তাঁহাদিগকে ম্যানেজারের আফিস দেখাইয়া দিয়াছিল, বিপদের আশঙ্কায় সে পর্য্যন্ত সেই স্থান ত্যাগ করিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিলেন। সেই অট্টালিকার ঊর্দ্ধভাগ কেবল আবরণ মাত্র, সেখানে কাহারও লুকাইয়া থাকিবার উপায় ছিল না।

যদি পল সাইনস্ সেই অট্টালিকায় থাকে—তাহা হইলে সে মাটীর নিম্নস্থিত কোন কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, এবিষয়ে তাঁহার সন্দেহ রহিল না।

মিঃ ব্লেক অবিলম্বে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ম্যানেজারকে একটি লোহার থামের সঙ্গে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া টেলিফোনের সাহায্যে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন।

দশ সেকেণ্ডের মধ্যে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বে-তার যন্ত্রের সাহায্যে মোটর-কারে ভ্রাম্যমান অদূরবর্ত্তী পুলিশ-বাহিনীর নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল। এই পুলিশ-বাহিনী কার্য্যানুরোধে সেই সময় ভক্সহল ষ্টেশনের অদূরে অপেক্ষা করিতেছিল। সুতরাং ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া রাখিবামাত্র তাহারা একখানি সাধারণ মোটর-ভ্যানে সেই গ্যারেজে উপস্থিত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে ছয় সাত জন বলবান কার্য্যদক্ষ ডিটেক্‌টিভ সেই গাড়ী হইতে নামিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং তাঁহার আদেশে এক দল টেরিয়ার কুকুরের মত সেই অট্টালিকার বিভিন্ন অংশে ধাবিত হইল। পল সাইনস্ সেই অট্টালিকায় লুকাইয়া আছে শুনিয়া তাহারা আনন্দে ও উৎসাহে চঞ্চল হইয়া তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সোৎসাহে বলিলেন, "দেখ ব্লেক, আমার বিশ্বাস সেই কুকুরটাকে আমরা এই স্থানেই গ্রেপ্তার করিতে পারিব। যদি তাহাকে এখানে গ্রেপ্তার করিতে পারি তাহা হইলে কনষ্টেবল কীনরের মৃত্যু সার্থক হইবে। সে মরিয়াও আমাদের সাহায্যের জন্য যে সূত্র রাখিয়া গিয়াছে—সেই সূত্র অবলম্বন করিয়াই আজ আমরা পল সাইনসের গুপ্ত আড্ডায় উপস্থিত হইয়াছি।"

মিঃ ব্লেক কোন কথা না বলিয়া গ্যারেজের ম্যানেজার কোট্‌সের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন ম্যানেজারের আতঙ্ক দূর হইয়াছিল; সে পুলিশের চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য উদ্ধত ভাবে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বা ব্লেকের কোন প্রশ্নের উত্তর না দিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া

রহিল। সেই গ্যারেজটি পল সাইনসের গুপ্ত আড্ডা কি না, এবং সেই স্থান হইতে পূর্ব্ব রাত্রে 'এক ডজন' মোটর-কার লণ্ডনের বিভিন্ন পল্লীতে প্রেরিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যাঙ্ক লুঠ করিয়াছিল কি না, আর সেই লুণ্ঠিত অর্থরাশি পল সাইনস্ এই গ্যারেজের কোন গুপ্ত কক্ষে লুকাইয়া রাখিয়াছে কি না—প্রভৃতি যে সকল প্রশ্ন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল—তাহার কোন উত্তর তাহার নিকট পাওয়া গেল না; সে 'হাঁ' বা 'না'—কিছুই বলিল না।

তাঁহাকে নীরব দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "এই শয়তান এখন আমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছে না, কিন্তু পুলিশ-কনষ্টেবল কীনরের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকার অভিযোগে যখন উহাকে আসামীর কাঠরায় তুলিব, তখন এ বেটা কেমন করিয়া মুখ বুঁজিয়া কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া থাকে—তা দেখা যাইবে। আমি উহাকে চিনিতে পারি নাই বটে, কিন্তু আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি পুলিশে উহার অপরাধের যে ফিরিস্তী খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব—তাহা আমার হাতের এক হাত লম্বা!—কি হে কুইন্‌স, কিছু খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে?"

কুইন্‌স স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভ সার্জ্জেন্ট। সে তাহার সঙ্গীদের লইয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে সাহায্য করিতে আসিয়াছিল।

কুইন্‌স ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের প্রশ্নে ক্ষুব্ধ চিত্তে মাথা নাড়িয়া বলিল, "এই বাড়ীর পশ্চাতে কি আছে মহাশয়?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "নদীর উপর প্রসারিত গুদাম।"

কুইন্‌স বলিল, "সেখানে কতকগুলা তেলের খালি পিপা পড়িয়া আছে। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল—উহারা আইন বাঁচাইয়াই এখানে কারবার চালাইতেছে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "হাঁ, উহাদের কারবারের কোন ত্রুটি খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। সাইনসের সকল কার্য্যই লেফাপা-দুরস্ত; বাহিরের ভড়ং দেখিয়া ধরিবার ছুঁইবার উপায় নাই! যদি তাহার এই ব্যবসায়ে সে আইনের বিধান লঙ্ঘন করিত, তাহা হইলে কারবারটি তাহাকে অনেক দিন পূর্ব্বেই বন্ধ

করিতে হইত ; ইহার আড়ালে লুঠতরাজ চলিত না। সাইনস্ এখানে লুকাইয়া থাকিয়া পুলিশের চোখে ধূলা দিয়া এতবড় কারবার চালাইতেছে—ইহাই বা কে জানিত ?"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কথায় কর্ণপাত না করিয়া ম্যানেজারের ডেস্কের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ম্যানেজার গজদন্তনির্ম্মিত যে তিনটি বোতাম টিপিয়া পল সাইনস্ ও তাহার দলস্থ দস্যুগণকে সতর্ক করিয়াছিল বলিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, তিনি সেই তিনটি বোতাম পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। দুইটি বোতামে তিনি আঙ্গুলের চাপ দিতেই তাহা বসিয়া গেল ; একটি বোতামে চাপ পড়ায় নীচের গ্যারেজের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল ; দ্বিতীয়টিতে চাপ পড়িলে গ্যারেজের প্রবেশ-দ্বারে ঘণ্টাধ্বনি হইল। কিন্তু তৃতীয় বোতাম আঙ্গুলের চাপে, এমন কি মুষ্ট্যাঘাতেও বসিল না, তাহার কোন পরিবর্ত্তন হইল না ; তথাপি উহা সেই অট্টালিকার কোন গুপ্ত স্থানে সংবাদ প্রদানের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছিল, ইহাই তাঁহার ধারণা হইল। সেই গুপ্ত স্থানটি কোথায়, এবং কোন্ বোতামটি কি কৌশলে ব্যবহৃত হইত—তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স একটু নিরুৎসাহ হইলেন। সুইফ্‌ট-শিয়োর মোটর-ক্যাব কোম্পানীর সহিত পল সাইনসের কোন সংস্রব তিনি তখনও পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারেন নাই ; মিঃ ব্লেক এই গ্যারেজের সহিত পল সাইনসের যে সম্বন্ধের আরোপ করিয়াছিলেন—তাহা তাঁহার অনুমান মাত্র ; তাঁহার উক্তি যে সত্য, ইহার কোন প্রমাণ তিনি তখন পর্য্যন্ত দেখাইতে পারেন নাই ; সুতরাং তাঁহাদের সন্দেহের মূল্য কি ?

কিন্তু মিঃ ব্লেক অলসের মত দাঁড়াইয়া ছিলেন না। তিনি মুখে পাইপ গুঁজিয়া সেই অট্টালিকার নির্ম্মাণ-কৌশলের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে সেই গ্যারেজের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত এক তালার মেঝের (the ground floor) দৈর্ঘ্য মাপিয়া দেখিলেন, তাহার পর পা দিয়া চুণ সুরকী দিয়া গাঁথা অংশেরও এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত মাপিলেন। তাঁহাকে এই ভাবে ঘরের মেঝে মাপিতে দেখিয়া গ্যারেজের ম্যানেজার অস্থির

হইয়া উঠিল ; আতঙ্কে তাহার ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু সঞ্চিত হইল। তাহার দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না। কিন্তু মেঝের উভয় অংশের দৈর্ঘ্যের পার্থক্য দেখিয়া মিঃ ব্লেকের চক্ষু আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। (eyes were gleaming with satisfaction.) তিনি ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কুট্‌স, এই গ্যারেজের উপরের অংশটা বনিয়াদ অপেক্ষা ত্রিশ ফিট অধিক দূর প্রসারিত। এই পার্থক্যের কারণ কিছু বুঝিতে পারিয়াছ কি ?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কিছুই বুঝিতে পারেন নাই ; তিনি কি বলিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। সার্জ্জেণ্ট কুইন্‌স মাথা নাড়িয়া বলিল, "ওটা বনিয়াদের দস্তুর ! ইঞ্জিনিয়াররা কি ভাবিয়া ঐ তফাৎটুকু—"

মিঃ ব্লেক বিরক্তি ভরে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সার্জ্জেণ্টের মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি স্থাপন করিতেই সে নির্ব্বাক হইল।

মিঃ ব্লেক কুট্‌সকে বলিলেন, "ঐ দেওয়ালের ও ধারে কি আছে কুট্‌স !" তিনি গ্যারেজের পশ্চাদ্ভাগ লক্ষ্য করিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। সেই দিকের দেওয়ালের আগা-গোড়া নিরেট বলিয়াই মনে হইল ; কেবল তাহার মধ্যস্থলে কাচের আবরণবিশিষ্ট একটি 'সো-কেস্' ছিল, এবং তাহার ভিতর মোটরের নানা প্রকার কল-কব্জা সংরক্ষিত হইয়াছিল। সেই 'সো-কেস্'টি প্রাচীরের সঙ্গে গাঁথা বলিয়াই সকলের ধারণা হইল।

ম্যানেজার কোট্‌স এবার অনুরুদ্ধ না হইয়াই কথা কহিল ! সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "ওদিকে তেল রাখিবার স্থান। আমাদের ব্যবহারের জন্য প্রচুর পরিমাণে 'পেট্রল' নিত্য দরকার হয়, তাহা মজুত করিয়া রাখিবার জন্য স্থান চাই ত ?"

ম্যানেজারের এই কৈফিয়তে অন্য লোক সন্তুষ্ট হইতে পারিত, কিন্তু মিঃ ব্লেক এই কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি স্বচক্ষে না দেখিয়া কেবল তাহার কথায় নির্ভর করা সঙ্গত মনে করিলেন না। তিনি সেই দেওয়ালের নিকট উপস্থিত হইয়া, একটি লৌহদণ্ড দ্বারা দেওয়ালের বিভিন্ন অংশে আঘাত করিতে লাগিলেন ! দেওয়ালটি ফাঁপা কি না তাহাই পরীক্ষা করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

পরীক্ষা করিয়া দেওয়ালটি ফাঁপা বলিয়া মনে হইল না, কারণ কোন স্থানেই তিনি 'ঢপ্ ঢপ্' শব্দ শুনিতে পাইলেন না; অতঃপর তিনি দেওয়ালের মধ্যস্থলে আসিয়া সেই 'সো-কেস্'টি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ নেত্রে সো-কেসের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া ম্যানেজার কোট্‌স মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিতে পারিল না; সে মুখ চূণ করিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "ওখানে ঐ সো-কেস্ ভিন্ন আর কিছুই নাই, তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলে!"

মিঃ ব্লেক তাহার কথা শুনিয়া ও চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিলেন, সেখানে আরও কিছু আছে!—তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "এই সো-কেস সরাইয়া ফেলিতে চাই। উহার পশ্চাতে কি আছে—তাহা পরীক্ষা করিলে ক্ষতি নাই।"

কুইন্‌স এক জন সহচর সহ সো-কেসটি অপসারিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। ধাক্কা লাগিয়া মূল্যবান বেগমান-যন্ত্র (speedometers) ও অন্যান্য যন্ত্রাদি নষ্ট হইতে পারে সে দিকে তাহাদের লক্ষ্য রহিল না।

তাহাদের কায দেখিয়া ম্যানেজার কোট্‌সের নাভিশ্বাস উপস্থিত হইল! সে অসাড় ভাবে বসিয়া কাঁপিতে লাগিল; মনের ভাব গোপন করা তাহার অসাধ্য হইল। সে বিহ্বল দৃষ্টিতে সো-কেসের দিকে চাহিয়া রহিল।

কুইন্‌স সো-কেসের কাচ-নির্ম্মিত দ্বার খুলিয়া, দেওয়াল হইতে তাহার কাঠের ফ্রেম খুলিবার ব্যবস্থা করিল। সেই তক্তার উপর শাবলের আঘাত পড়িতেই ঢপ্ ঢপ্ শব্দ হইল। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া সে কাঠের ফ্রেম ও তাহার নিম্নস্থিত গাঁথনীর জোড়ের মুখে শাবলের ডগা প্রবিষ্ট করাইয়া, সেই সো-কেসে প্রচণ্ড বেগে এক ধাক্কা দিল। সেই ধাক্কায় সো-কেস্‌টি একটি গোঁজের উপর সশব্দে ঘুরিয়া গেল, এবং অন্য প্রান্তে দেওয়ালের ভিতর দিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি ফুকর দেখিতে পাওয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে কুইন্‌স ও তাহার সঙ্গীরা আনন্দে ও উৎসাহে হুঙ্কার দিয়া উঠিল।

তাহারা বুঝিল সেই ফুকর কোনও গুপ্ত কক্ষের প্রবেশ-দ্বার!

এই দৃশ্য দেখিয়া সকলেরই হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইল; ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স

উত্তেজনাভরে সশব্দে নাক ঝাড়িয়া, সবেগে সেই গহ্বরে লাফাইয়া পড়িলেন। মিঃ ব্লেক মনে করিলেন—যদি সেই গুপ্ত কক্ষ পল সাইনসের গোপনীয় বাসস্থান হয় ও তাহাকে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সে সহজে আত্মসমর্পণ করিবে না। মৃত্যু যেন সেই কক্ষের বায়ু-মণ্ডলে তরঙ্গায়িত হইতেছিল! মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ না করিয়া পল সাইনস্কে গ্রেপ্তার করা কাহারও সাধ্য হইবে না, ইহা বুঝিতে পারিয়া মিঃ ব্লেক পিস্তলটি বাগাইয়া ধরিয়া সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি পকেট হইতে বিজলি-বাতি বাহির করিয়া তাহার আলোকে কক্ষমধ্যে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, তিনি একটি সুপ্রশস্ত হল-ঘরে উপস্থিত হইয়াছেন। তাহার মেঝে কার্পেটমণ্ডিত, এবং কক্ষের শেষ প্রান্তে একটি সুদৃঢ় দ্বার। ছাদের নিম্নভাগ হইতে হাঁড়ির আকারের গোলাকার একটি আলোকাধার ঝুলিতেছিল, এবং দেওয়ালে বৈদ্যুতিক 'সুইচ' দেখা যাইতেছিল।

মিঃ ব্লেক সুইচ টিপিয়া সেই কক্ষ বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত করিলেন। সেই কক্ষের শেষ-প্রান্তে তিনি যে দ্বারটি দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহা রুদ্ধ ছিল। দ্বার চাবি দিয়া বন্ধ ছিল বলিয়া তিনি তাহা খুলিতে পারিলেন না। তখন তিনি তালার উপর পিস্তলের নল রাখিয়া তিন বার গুলী চালাইলেন। তালাটি ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি তালাটি খুলিয়া কপাটে কাঁধ বাধাইয়া প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা দিলেন। দ্বার সশব্দে ভিতরের দিকে খুলিয়া গেল।

কিন্তু তিনি সেই কক্ষের ভিতরেও জন প্রাণীর সাড়া শব্দ পাইলেন না। মিঃ ব্লেক চৌকাঠ পার হইয়া দ্বার-প্রান্তে কয়েকটি বৈদ্যুতিক সুইচ দেখিতে পাইলেন। তিনি সেগুলি টিপিয়া দিতেই পাঁচ ছয়টি আলো কক্ষমধ্যে জ্বলিয়া উঠিল।

মিঃ ব্লেকের সঙ্গীরাও সেই কক্ষে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই বুঝিতে পারিলেন তাহাই পল সাইনসের বাস-কক্ষ। মোটর-গ্যারেজের প্রাচীরের অন্তরালে সেইরূপ সুদৃশ্য আরামপ্রদ কক্ষ সংগুপ্ত ছিল ইহা কাহারও অনুমান করিবারও শক্তি ছিল না।

সেই কক্ষটি সুপ্রশস্ত। তাহার ছাদও উচ্চ; কিন্তু কোন দিকে একটিও বাতায়ন ছিল না। উর্দ্ধে বিজলি-পাখার আবর্ত্তনে তাহার 'ভেন্টিলেটর'দ্বারা কক্ষস্থিত দূষিত বায়ু নিঃসারিত হইয়া নির্ম্মল বায়ু কক্ষমধ্যে প্রবাহিত হইত। লণ্ডনের পার্ক লেনে যে সকল লক্ষপতির বাস—তাঁহাদের গৃহ-সজ্জা এই কক্ষের সাজ-সজ্জা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। কক্ষের মেঝে মূল্যবান স্থূল গালিচায় মণ্ডিত, দেওয়ালে বহুমূল্য উৎকৃষ্ট তৈলচিত্রসমূহ সংরক্ষিত; পুস্তকের আলমারিগুলি নানা দুর্লভ গ্রন্থে পূর্ণ; বৈদ্যুতিক অগ্নির (electric fire) আধারের নিকট চারিখানি আরাম কেদারা এবং চর্ম্মাচ্ছাদিত গদী-আঁটা দুইখানি কৌচ।

কিন্তু কক্ষটি জনশূন্য। তাঁহারা সেখানে পল সাইনসের সন্ধান পাইলেন না। তাঁহারা সকলেই বিস্ময়াপ্লুত হৃদয়ে সেই কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

সার্জ্জেণ্ট কুইন্স বলিল, "আমরা ঠিক সময়ে আসিতে পারি নাই; আমার বিশ্বাস পাখী উড়িয়া গিয়াছে।"

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, "হতভাগা কোট্‌স যখন ডেস্কের সেই বোতামগুলা টিপিয়া ধরিয়াছিল, সেই সময় সে সাঙ্কেতিক কৌশলে পল সাইনস্‌কে সতর্ক করিয়াছিল; কিন্তু পল সাইনস্ বিপদের সম্ভাবনা বুঝিতে পারিলেও, কি উপায়ে পলায়ন করিল? সে সম্মুখের দ্বার দিয়া পলায়ন করিতে পারে নাই; সে সেরূপ চেষ্টা করিলে আমাদের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিত না।"

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষ পরীক্ষা করিয়া ধীর ভাবে বলিলেন, "সে তখন এখানে ছিল না বলিয়াই মনে হইতেছে। এই কক্ষে দীর্ঘকাল হইতেই কেহ নাই। বৈদ্যুতিক আগুন ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। (the electric fire is cold.) ডেস্কের উপর ধুলা জমিয়াছে। ভস্মাধারে যে চুরুটের গোড়াটা পড়িয়া আছে, গত বার ঘণ্টার মধ্যে উহা ব্যবহৃত হয় নাই। পল সাইনস্ যে চুরুট ব্যবহার করে—ইহা সেই চুরুট; এজন্য মনে হয় এই চুরুট সাইনস্‌ই ব্যবহার করিয়াছিল। আমরা যখন এই গ্যারেজে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহার পূর্ব্ব হইতেই পল সাইনস্ এখানে অনুপস্থিত, এ কথা আমি অসঙ্কোচে বলিতে পারি।"

মিঃ ব্লেক জানিতেন না যে, পল সাইনস্ তখন যে কক্ষে বাস করিতেছিল, সেই কক্ষ এই কক্ষের তুলনায় নরক অপেক্ষাও অধিক জঘন্য স্থান!

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "আমরা এখানে থাকিতে থাকিতে সে তাহার খাঁচায় প্রবেশ করিলে আমাদের আশা পূর্ণ হইতে পারে। ঐ দিকের ঐ ডেস্কটি দেখিয়াছ?—উহার উপর টেলিফোন, মাইক্রোফোন, ক্ষুদ্রাকৃতি লাউড্-স্পীকার প্রভৃতি যন্ত্র থরে থরে সজ্জিত। বৈজ্ঞানিক উপায়ে দস্যুবৃত্তি করিয়া সে পুলিশের অজেয় হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতিভার কি শোচনীয় অপব্যবহার! সৎ পথে থাকিলে যে জগতের অশেষ উপকার করিতে পারিত, সে আজ সমাজের শত্রু, মানবজাতির কলঙ্ক!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমাদের এরূপ মহাশত্রু দ্বিতীয় নাই, তথাপি স্বীকার করিব—সে একাকী এজন্য দায়ী নহে।"

সেই কক্ষের দুই দিকে আরও দুইটি দ্বার ছিল। উভয় দ্বারই চাবি দিয়া বন্ধ ছিল। সার্জ্জেণ্ট কুইন্‌সের পকেটে 'সব-খোল' চাবি ছিল, সেই চাবি দিয়া সে একটি দ্বার সহজেই খুলিতে পারিল।

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাহা পল সাইনসের শয়ন-কক্ষ। সেই কক্ষে একখানি খাটিয়ার উপর সাদাসিধা শয্যা প্রসারিত ছিল। সেই কক্ষের সাজসজ্জার বা আসবাব-পত্রের আড়ম্বর ছিল না; কেবল এক প্রান্তে একটি পরিচ্ছদাধার ছিল। তাহা মেহগ্নি-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। কক্ষের এক প্রান্তে পর্দ্দা-ঘেরা অংশে তাহার স্নানাদি কার্য্য সম্পন্ন হইত।

পরিচ্ছদাধারটি তালা দিয়া বন্ধ ছিল! কুইন্‌স 'সব-খোল' চাবির সাহায্যে সেই তালাও খুলিয়া ফেলিল। মিঃ ব্লেক তাহার ভিতর পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে কতকগুলি সুট-কেস্ দেখিতে পাইলেন। সুট-কেস্‌গুলি স্থূল, দেখিলেই মনে হয় তাহা বিবিধ পরিচ্ছদে পরিপূর্ণ। সুট-কেস্‌গুলি দেখিয়া মিঃ ব্লেকের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। ঠিক এই প্রকার সুট-কেস্ কোথাও দেখিয়াছেন মনে হইল, কিন্তু কোথায়—তাহা তৎক্ষণাৎ স্মরণ হইল না। এক স্থানে এগারটি সুট-

কেস্ সংরক্ষিত! এতগুলি সুট-কেস্ পল সাইনসের কি কাজে লাগে—তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

হঠাৎ তাঁহার মনে একটা সন্দেহ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ একটা সুট-কেস্ বাহির করিয়া তাহা খুলিয়া ফেলিলেন; কি আশ্চর্য্য! তাহা তাড়া তাড়া ব্যাঙ্ক-নোটে পরিপূর্ণ!—মিঃ ব্লেকের অনুমান হইল—সেই একটি সুট-কেসে অন্যূন দশ হাজার পাউণ্ডের ব্যাঙ্ক-নোট সঞ্চিত ছিল!

বিস্ময়ে, কৌতূহলে অভিভূত হইয়া মিঃ ব্লেক অন্য একটি সুট-কেস্ খুলিয়া ফেলিলেন—তাহাও ঐরূপ ব্যাঙ্ক-নোটে পূর্ণ! অদ্ভুত ব্যাপার!

সার্জ্জেণ্ট কুইন্‌স এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া দুই এক মিনিট বিস্ময়ে নির্ব্বাক! তাহার মনে হইল সে নিদ্রাঘোরে আরব্য রজনীর আলিবাবা ও চল্লিশ জন দস্যুর আখ্যায়িকার স্বপ্ন দেখিতেছিল!—ঠিক সেই রকমই 'চিচিং ফাঁক!' কেবল মোহরের স্তূপের পরিবর্ত্তে নোটের গাদা!—ব্যাগের পর ব্যাগ ব্যাঙ্ক-নোটে পরিপূর্ণ! এরূপ ব্যাপার তাহার অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ অভিনব। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই সকল ব্যাঙ্ক-নোট দেখিয়া বিস্ময়ে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া মুখব্যাদান করিলেন, তাহার পর মহাশব্দে 'নাক-ঝাড়া!'

যাহা হউক, সার্জ্জেণ্ট কুইন্‌স কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিয়া উঠিল, "ওরে বাবা, কত টাকা!—এ সকল টাকা কোথা হইতে আসিল? গাড়োয়ানের সর্দ্দারী করিয়া কেহ কি এত টাকা জমাইতে পারে? কোন রাজার ঘরেও যে এত টাকা নাই!"

মিঃ ব্লেক হর্ষোচ্ছ্বসিত স্বরে বলিলেন, "এ সকল গত রাত্রের ব্যাঙ্ক-লুঠের টাকা! কুট্‌স, পল সাইনস্ কাল রাত্রে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক হইতে যে সকল নোট লুঠিয়া আনিয়াছে, তাহা সমস্তই এখানে আছে—এ কথা আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি। নোটগুলি লুঠ করিয়া আনিবার পর সেগুলি সে দস্যুদলকে ভাগ করিয়া দেওয়ার অবসর পায় নাই, এজন্য সমস্তই এখানে সঞ্চিত আছে। পল সাইনস্ আমাদের তাড়ায় এতই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, কোন্ সুট-কেসে কত টাকার নোট আছে—তাহা সে গণিবারও অবসর পায় নাই! দেখ কুট্‌স,

আমরা এ পর্য্যন্ত পল সাইনস্‌কে বহুবার ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছি, তাহার বহু সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়াছি ; কিন্তু তাহার এই ক্ষতির সহিত পূর্ব্বের কোন ক্ষতির তুলনা হয় না। তাহার সহিত যুদ্ধে আজ স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড জয়ী। আমরা এখনও পল সাইনস্‌কে গ্রেপ্তার করিতে পারি নাই বটে, কিন্তু তাহার গুপ্ত বাসস্থান আবিষ্কার করিয়াছি, লুণ্ঠিত অর্থরাশি হস্তগত করিয়াছি ; সুতরাং তাহার সকল চেষ্টা, সকল ষড়যন্ত্র নিষ্ফল হইয়াছে। পুলিশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সে ক্ষতিগ্রস্তই হইয়াছে, লাভবান হইতে পারে নাই। সে আর এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবে না, তাহার সুখের আড্ডা আজই ভাঙ্গিয়া দিব। সে তাহার দলভুক্ত দস্যুগণকে তাহাদের প্রাপ্য টাকাও দিতে পারিবে না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স আনন্দে হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিলেন, "আমাদের ভাগ্য ফিরিয়া গিয়াছে ব্লেক! স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড কঠিন আঘাত সহ্য করিয়াছিল, আমরা সকলে বসিয়া গিয়াছিলাম; আমাদের হাত পা পেটের ভিতর ঢুকিয়াছিল আর কি! এবার আমরা গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি ; আর কোন ভয় নাই। কর্ত্তাকে আজ সু-খবর দিতে পারিব। সকল সংবাদ শুনিলে তাঁহার দাড়ি গোঁফ বহিয়া হাসির লহর ছুটিবে। এখন বাকী থাকিল—পল সাইনস্‌কে ধরিয়া তাহার হাতে হাতকড়ি দেওয়া। কুইন্‌স্‌, ইয়ার্ডে সংবাদ দাও—পথের যেখানে সুইফট-সিয়োরের যত ট্যাক্সি দেখা যাইবে—সমস্ত স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ধরিয়া লইয়া যাইতে হইবে। এই কার্য্যের সকল দায়িত্ব আমার। সুইফট-সিয়োরের কোন ট্যাক্সিতে পল সাইনস্‌কে পাওয়া যাইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই কক্ষের অন্য প্রান্তস্থিত একটি দ্বার খুলিয়া দেখা হয় নাই। সেই দ্বারটি দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বুঝিয়াছিলেন, তাহা বহির্গমনের দ্বার ; কারণ তাহার অর্গল কপাটের ভিতরের দিকে আবদ্ধ ছিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের আদেশে একজন পুলিশ-কর্ম্মচারী চাবি দিয়া দ্বারের কল ঘুরাইল, এবং উপরের অর্গল সরাইয়া দিল ; কিন্তু সে নীচের অর্গল খুলিতে পারিল না। পুনঃ পুনঃ সজোরে টানিয়াও সে সেই অর্গল বা দ্বার খুলিতে পারিল না। মিঃ ব্লেক দেখিলেন সেই দ্বার ইস্পাতের চাদরে নির্ম্মিত, (sheet-steel)

তাহার নীচে রবারের পটি-আঁটা। মিঃ ব্লেক তখন ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন না ; কিন্তু অবিলম্বেই তাহা জানিতে পারিলেন।

স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের একটি বিশাল-দেহ জোয়ান সার্জ্জেণ্ট সম্মুখে আসিয়া সেই দ্বারের নীচের অর্গলটি দুই হাতে ধরিয়া প্রচণ্ড বেগে আকর্ষণ করিল। অর্গল খুলিয়া গেল, এবং সেই মুহূর্ত্তে মহাবেগে দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া সেই বিপুলদেহ সার্জ্জেণ্টকে সেই কক্ষের মেঝের উপর চিৎ করিয়া ফেলিয়া দিল, আর উচ্ছ্বসিত জলস্রোত বিপুল বেগে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া এরূপ প্রচণ্ড ধাক্কা দিল যে, সেই ধাক্কায় কেহই দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, সকলকেই জলের ভিতর পড়িয়া নাকানি-চুবানি খাইতে হইল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া জলের স্রোতে চিৎ হইয়া পড়িলেন, তাহার পর প্রবল স্রোতে ভাসিয়া সেই কক্ষের অন্য প্রান্তে নীত হইলেন। স্রোতের বেগে তাঁহার মাথা দেওয়ালে ঠুকিয়া ফুলিয়া উঠিল। মিঃ ব্লেক জলে ভাসিয়া যাইতে যাইতে একখানি কপাট ধরিয়া সাম্‌লাইয়া লইলেন ; তাহার পর এক-বুক জলে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কাতর স্বরে বলিলেন, "এ কি হইল ব্লেক ! আমার মাথা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এ ধাক্কা সামলাইতে পারিব কি না কে জানে ? গোয়েন্দাগিরির মাথায় মারি সাত জুতো !"

সৌভাগ্যক্রমে সেই কক্ষের অন্য প্রান্তের দ্বার খোলা ছিল। এই জন্য উচ্ছ্বসিত জলরাশি সেই কক্ষ প্লাবিত করিয়া সবেগে গ্যারেজের ভিতর দিয়া নর্দ্দমায় প্রবেশ করিতে লাগিল ; সুতরাং জল মিঃ ব্লেকের বুক পর্য্যন্ত উঠিয়া অল্পকাল পরেই নামিয়া গেল।

সার্জ্জেণ্ট কুইন্‌স্ বলিল, "উঃ, কি বিষম ধাক্কাই সাম্‌লাইয়া উঠিলাম ! কে জানিত যে, এই বাড়ীর পিছনের গুদাম হইতে নদীর ভিতর পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ আছে ? এখন বুঝিতেছি জোয়ারের সময় এই ঘরের বাহিরের প্রাচীর নদীর জলে ডুবিয়া যায়। দরজার কপাটের নীচে রবারের পটী আছে বলিয়াই কপাট বন্ধ থাকিলে জোয়ারের জল ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। এখন জোয়ারের

জল অনেক নামিয়া গিয়াছে—তাই রক্ষা! পূরা জোয়ারের সময় ঐ দরজা খুলিলে আমরা খাঁচার ইঁদুরের মত ডুবিয়া মরিতাম! (we'd have been drowned like rats in a trap.)

মিঃ ব্লেক ইঙ্গিতে সার্জ্জেণ্ট কুইন্‌সের উক্তির সমর্থন করিলেন। তাঁহার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি মনশ্চক্ষে হতভাগ্য কন্‌ষ্টেবল কীনরের অন্তিমকালের শোচনীয় দৃশ্য দেখিতে পাইলেন, এবং তাহার মৃত্যুর পর মৃতদেহ কোন্ পথে নদীবক্ষে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল—তাহাও বুঝিতে পারিলেন।

যাহা হউক, সেই গ্যারেজের সকল গুপ্ত রহস্যই তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন। এই গ্যারেজের বহির্ভাগ দেখিয়া ইহার অভ্যন্তরস্থ গুপ্ত প্রকোষ্ঠগুলির অস্তিত্ব কোনরূপেই ধারণা করিবার উপায় ছিল না। এই জন্যই পল সাইনস্ এই স্থানে গোপনে বাস করিয়া, পুলিশের চক্ষুতে ধূলা দিয়া তাহার দুরভিসন্ধি সফল করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পুলিশ কোন দিন সুইফ্‌ট-সিয়োর কোম্পানীকে সন্দেহ করিতে পারে নাই। কন্‌ষ্টেবল কীনর পূর্ব্ব-রাত্রে সর্ব্বপ্রথম গুপ্ত রহস্যের আভাস পাইয়া গ্যারেজে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু জীবিত অবস্থায় সেই স্থান হইতে বাহিরে যাইতে পারে নাই। মিঃ ব্লেকের ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সম্মুখে পল সাইনসের ৫নং ট্যাক্সি চূর্ণ না হইলে, এবং দস্যুদ্বয়ের লুণ্ঠিত ব্যাঙ্ক-নোটগুলি তাঁহাদের হাতে না পড়িলে, তাঁহারা এই রহস্য ভেদ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু তাঁহারা গ্যারেজ-সংক্রান্ত সকল গুপ্ত রহস্য জানিতে পারিলেও পল সাইনসের সন্ধান পাইলেন না; সে কোথায় লুকাইয়া আছে—তাহা নির্ণয় করা তাঁহাদের অসাধ্য হইল। তাঁহাদের আশা হইল—পল সাইনস্ যে কোনও মুহূর্ত্তে তাহার গুপ্ত আড্ডায় প্রত্যাগমন করিতে পারে।

নবম লহর

অতিবুদ্ধির পরিণাম

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার প্রায় কুড়ি মিনিট পরে সার হেনরী ফেয়ারফক্স স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রধান ইন্‌স্পেক্টর ক্রফ্‌ সহ স্থইফ্‌ট-সিয়োর কোম্পানীর গ্যারেজে উপস্থিত হইলেন। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সহিত পল সাইনসের যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর পুলিশ আর কোন দিন এই প্রকার জয় লাভে সমর্থ হয় নাই; তাহারা আর কোন দিন পল সাইনস্‌কে এরূপ বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে নাই। এই বিজয় লাভের সংবাদে সার হেনরী এরূপ উৎসাহিত হইলেন যে, তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর নিভৃত নিবাস সন্দর্শনের লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না।

দলে দলে পুলিশ আসিয়া স্থইফ্‌ট্‌-সিয়োর কোম্পানীর গ্যারেজের ফটক পাহারা দিতেছে, এবং গ্যারেজের অনেক গুপ্ত রহস্য আবিষ্কৃত হইয়াছে—শুনিয়া সেই অঞ্চলের বিস্তর লোক মিড্‌ল-সাইড ষ্ট্রীটে দৌড়াইয়া আসিল, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানে জনস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তৎপূর্ব্বেই টেলিফোন করিয়া একটি ফায়ার-ইঞ্জিন আনীত হইয়াছিল। ফায়ার-ইঞ্জিনের কর্ম্মচারীরা পূর্ব্বোক্ত লৌহদ্বার রুদ্ধ করিয়া জলপ্লাবিত গ্যারেজের সমস্ত জল ফায়ার-ইঞ্জিনের পম্পের সাহায্যে নিঃসারিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

পুলিশ কোনও বাড়ী খানাতল্লাস করিলে সে সংবাদ গোপন থাকে না। পুলিশ স্থইফ্‌ট-সিয়োর কোম্পানীর গ্যারেজ খানাতল্লাস করিয়া অনেক গুপ্তরহস্য জানিতে পারিয়াছে—এই সংবাদ অল্পকাল মধ্যে চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল; তাহা শুনিয়া পল সাইনসের দলভুক্ত দস্যুরা তাড়াতাড়ি কোথায় অদৃশ্য হইল তাহা কেহই জানিতে পারিল না। একখানিও ট্যাক্সি-গাড়ী আর সেখানে ফিরিয়া আসিল না। পুলিশ অনুসন্ধান করিয়া লণ্ডনের বিভিন্ন পথে অনেকগুলি গাড়ী

দেখিতে পাইল বটে, কিন্তু তাহারা কোনও গাড়ীতে শকট-চালককে দেখিতে পাইল না; তাহারা পথিমধ্যে গাড়ীগুলি হইতে নামিয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল।

অবশেষে দুইখানি ট্যাক্সির সোফেয়ার পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়া স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে আনীত হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা পুলিশের নিকট কোনও কথা প্রকাশ করিল না। তাহারা পল সাইনসের বিরুদ্ধে একটিও কথা বলিতে সাহস করিল না; এমন কি, সুইফ্‌ট-সিয়োর কোম্পানীর ম্যানেজার কোট্‌স প্রাণভয়ে কাতর হইলেও পুলিশের তাড়না ও প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া নীরব রহিল। পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহার মুখ হইতে পল সাইনসের প্রতিকূলে কোন কথা বাহির করিতে পারিল না।

পল সাইনসের বাস-কক্ষ খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ কোন নূতন কথা জানিতে পারিল না। তাহার ডেস্কে কতকগুলি কাগজ-পত্র পাওয়া গেল; কিন্তু একখানিও কাগজ তাহার অপরাধের প্রমাণস্বরূপ ব্যবহৃত হইবার যোগ্য বলিয়া মনে হইল না। পল সাইনসের সতর্কতার পরিচয়ে সকলকেই বিস্মিত হইতে হইল।

সার হেনরী সেই গ্যারেজের গুপ্ত কক্ষগুলি পরিদর্শন করিয়া খুসী হইলেন। তিনি প্রসন্ন মনে বলিলেন, "ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স, আজ তোমার কার্য্যদক্ষতায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। এবার আমরা খবরের কাগজগুলিতে সুসংবাদ পাঠাইতে পারিব। তাহা পাঠ করিয়া জনসাধারণ আনন্দিত ও আশ্বস্ত হইবে। এখন পল সাইনস্‌কে গ্রেপ্তার করিতে পারিলেই আমরা নিশ্চিন্ত হইব। সেই শয়তান ধরা পড়িলে তাহার দলভুক্ত দস্যুরা ছত্রভঙ্গ হইবে; আর তাহারা মাথা তুলিতে পারিবে না। লণ্ডনের জনসাধারণ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে পারিবে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মাথা চুল্‌কাইয়া বলিলেন, "আজ্ঞে, আমরাও।"

আধ ঘণ্টা পরে সার হেনরী প্রস্থান করিলেন; মিঃ ব্লেক তখনও সেখানে ছিলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স আশা করিয়াছিলেন, পল সাইন্ শীঘ্রই তাহার গুপ্ত-আড্ডায় ফিরিয়া আসিবে, এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রেপ্তার করিবেন; কিন্তু মিঃ ব্লেক বুঝিয়াছিলেন—তাহার সেখানে প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই।

তিনি ইন্স্পেক্টর কুট্‌কে বলিলেন, "পল সাইনস্ বুঝিয়াছিল—এক দিন তাহার চাতুরী ধরা পড়িবে, এবং সেজন্ত সে কতকটা প্রস্তুতও ছিল; কিন্তু আমরা যে এত শীঘ্র তাহার গুপ্ত রহস্য ভেদ করিতে পারিব—ইহা সে ধারণা করিতে পারে নাই। তাহার সেরূপ আশঙ্কা থাকিলে, সে লুণ্ঠিত নোট্‌গুলি তাহার অনুচরগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দিত।

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "সে এখনও লণ্ডনে আছে—একথা আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি; সে লণ্ডনে থাকিলে শীঘ্রই তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিব—এ বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ।"

মিঃ ব্লেক ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তোমার এই প্রকার বাক্‌পটুতার পরিচয় পূর্ব্বেও অনেক বার পাইয়াছি; সুতরাং তোমার নিকট কোন নূতন কথা শুনিলাম —ইহা কি করিয়া স্বীকার করি? পল সাইনস্ যে ষোল বৎসর কারাগারে বাস করিয়াছিল—সেই দীর্ঘকাল ধরিয়া সে শক্রদমনের জন্য যোগাড়-যন্ত্র করিয়া আসিয়াছে, কোন অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি করে নাই—এ কথা ত আমাদের ভুলিলে চলিবে না। সে যে কেবল এই স্থানেই আশ্রয় গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছিল এরূপ নহে; এইরূপ দশ বারটি স্থানে তাহার গুপ্ত আড্ডা আছে, একথাও আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারি।—সেই সকল আড্ডার একটিকেও সন্দেহ করিবার উপায় নাই। কুইন্স্, তুমি ত পল সাইনসের কাগজপত্রগুলি পরীক্ষা করিতেছ, উল্লেখ-যোগ্য কোন বিষয় লক্ষ্য করিয়াছ কি?"

সার্জ্জেন্ট কুইন্স স্থইফ্‌ট-সিয়োর কোম্পানীর ম্যানেজার জন কোট্‌সের ডেস্কের সম্মুখে বসিয়া তাহার ডেস্কের কাগজপত্রগুলি পরীক্ষা করিতেছিল! তাহার আশা ছিল—সেই সকল কাগজপত্রের মধ্যে পল সাইনসের বর্ত্তমান ঠিকানার সন্ধান মিলিতেও পারে। মিঃ ব্লেকের প্রশ্ন শুনিয়া সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না মিঃ ব্লেক, এই সকল কাগজপত্রে তাহার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের আভাস মাত্র নাই। গ্যারেজের হিসাব পত্র, তেলের বিল, পেট্রলের বিল, নানাপ্রকার রসিদ প্রভৃতি কাগজপত্রে ডেস্কের দেরাজ পূর্ণ। কয়েকখানি ক্ষুদ্র পত্র সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিত; সেগুলি আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সাঙ্কেতিক-ভাষাবিৎ

বিশেষজ্ঞদের নিকট পাঠাইব। তাহারা হয় ত এই সকল পত্রের পাঠোদ্ধার করিতে পারিবে; কিন্তু আমাদের আশা সফল হইবে কি না সন্দেহ! পল সাইনস্ ধরা পড়িতে পারে এরূপ সংবাদ কোন চিঠিপত্রের মধ্যে নাই; তবে একখানি রসিদ একটু অসাধারণ বলিয়া মনে হইতেছে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স আগ্রহ ভরে বলিলেন, "অসাধারণ রসিদ? ব্যাপার কি কুইন্‌স্?"

কুইন্‌স একখানি ক্ষুদ্র ফরম হাতে লইয়া বলিল, "মর্ণিংপ্রেস নামক দৈনিক পত্রিকার ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন স্তম্ভে আজ সকালে একটি ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে, তাহারই মূল্যের রসিদ। হয় ত ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই; অনেক ব্যবসায়ী সংবাদ পত্রের ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে তাহাদের কারবার-সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া থাকে।"

সার্জ্জেণ্ট কুইন্‌সের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেকের চক্ষু কি এক নূতন আশায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাঁহার স্মরণ হইল—পল সাইনস্ তাহার দুই পুত্রকে ব্রিক্সটনের কারাগারে যে পত্র লিখিয়াছিল—সেই পত্রে সে দৈনিক কাগজগুলি দেখিবার জন্য তাহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিল; এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহাদিগকে নূতন কিছু শুনাইবার অঙ্গীকার করিয়াছিল। মিঃ ব্লেক ভাবিলেন, "সেই নূতন কিছু, কি? পল সাইনস্ পূর্ব্বরাত্রে যে সকল অপকর্ম্ম করিয়াছিল—তাহাই কি তাহার লক্ষ্য? কিংবা সে কোন গুপ্ত কথা সংবাদ পত্রের 'ব্যক্তিগত' বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে সাঙ্কেতিক ভাষায় প্রকাশ করিয়া তাহার পুত্রদ্বয়কে মনের ভাব জ্ঞাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল?"

মিঃ ব্লেক এই সকল কথা চিন্তা করিয়া সার্জ্জেণ্ট কুইন্‌সকে বলিলেন, "আজ সকালের একখানি 'মর্ণিংপ্রেস' আনাইয়া দাও। তুমি যে বিলখানির কথা বলিলে তাহার মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া পল সাইনস্ সম্বন্ধে কোন নূতন রহস্য আবিষ্কৃত হইতেও পারে। হয় ত তোমার পরিশ্রম সফল হইবে।"

অবিলম্বে 'মর্ণিংপ্রেস' আনীত হইল; তাহার ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দেখিয়া মিঃ ব্লেক নিরাশ হইলেন। দুইটি মাত্র ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন তাহাতে প্রকাশিত

হইয়াছিল ; একটি বিজ্ঞাপনে—টম ইথেলকে সেই দিন সন্ধ্যা সাতটার সময় মার্বেল-আর্কে তাহার সহিত দেখা করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনটি অধিকতর সংক্ষিপ্ত ; তাহাতে কেবল লেখা ছিল, "টমাস হ্যাগার্টের সন্ধান কর।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বিজ্ঞাপন দুইটি পাঠ করিয়া অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইলেন ; তিনি মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "উঁহু, কিছুই বুঝিতে পারা গেল না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই বিজ্ঞাপন দ্বারা আমাদের আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই ; তবে এ কথা সত্য যে, পল সাইনসের পক্ষ হইতে ইহাদের একটি বিজ্ঞাপন নিশ্চয়ই প্রকাশিত হইয়াছে ; সে তাহার পুত্রদ্বয়কে মিথ্যা কথা লিখিয়া আশ্বস্ত করিয়াছিল—এরূপ মনে করিবার কারণ নাই কুট্‌স! তাহার বিজ্ঞাপনটি যখন ম্যাল্‌কম বার্টন ও প্রোফেসার সেপ্টিমস কস্‌কে লক্ষ্য করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে—তখন উহার মর্ম্ম তাহারা ভিন্ন অন্যে বুঝিতে পারিবে না। "টমাস্ হ্যাগার্টের সন্ধান কর?"—এ কথা বলিলে বাহিরের লোক কি বুঝিবে? এই লণ্ডনে হয় ত পঞ্চাশ জন ঐ নামের লোক আছে ; কে ঐ বিজ্ঞাপনের লক্ষ্য—তাহা স্থির করা আমাদের অসাধ্য নহে কি? আমাকে এখন ছাড়িয়া দাও. আমি বাড়ী চলিলাম। যদি কোন নূতন সংবাদ জানিতে পার—তাহা হইলে আমাকে টেলিফোনে জানাইবে।"

মিঃ ব্লেক গৃহে প্রস্থান করিলেন। তিন দিনের মধ্যে তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইলেন না। তাঁহার হাতে বিস্তর কাজ জমিয়া গিয়াছিল, সেই সকল কাজে তাঁহাকে ব্যস্ত থাকিতে হইল। তিনি সেই তিন দিনের মধ্যে পল সাইনসের কোন সংবাদ পাইলেন না ; ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সও তাঁহাকে কোন সংবাদ পাঠাইলেন না। শীঘ্র যে পল সাইনসের কোন সংবাদ পাওয়া যাইবে, এ আশা মিঃ ব্লেক এবং ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স উভয়েই ত্যাগ করিলেন। পল সাইনসের সন্ধান না পাওয়ায় সার হেনরী ফেয়ারফক্সের মন দুশ্চিন্তায় পূর্ণ হইল ; তাঁহার মেজাজ অত্যন্ত গরম হইয়া রহিল। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বড় বড় ডিটেক্টিভরা পল সাইনসের অনুসন্ধানে লণ্ডনের বিভিন্ন পল্লীতে, দস্যুদলের প্রধান প্রধান আড্ডায় দিবা-রাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ; কিন্তু তাঁহাদের সকল পরিশ্রম বিফল

হইল। পল সাইনস্ কোথায় লুকাইয়াছে—তাহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না।

তৃতীয় দিন প্রভাতের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা পল সাইনসের পতনের কারণ হইল! ঘটনাটি অতি তুচ্ছ ঘটনা; কিন্তু অনেক তুচ্ছ ঘটনাই এক একটি রাজ্যের, এক একটি জাতির উত্থান-পতনের মূল! তুচ্ছ বলিয়া কোন বিষয়ই অবজ্ঞার যোগ্য নহে।

স্মিথ সেই দিন প্রভাতে কয়েক দিনের দৈনিক পত্রিকা হইতে মিঃ ব্লেকের 'ইন্‌ডেক্সের' জন্য মাল-মসলা সংগ্রহ করিতেছিল। মিঃ ব্লেকের 'ইন্‌ডেক্স'-বহিতে বড় বড় ফৌজদারী মামলার আসামীদের পরিচয়, মামলার বিবরণ, বিচার ফল প্রভৃতি—সাময়িক সংবাদ পত্র হইতে কাটিয়া আঁটিয়া রাখা হইত; এই 'ইন্‌ডেক্স'-বহি তাঁহার মহামূল্য সম্পত্তি, এবং ইহার সাহায্যেই তিনি গোয়েন্দাগিরিতে অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছেন; অন্ততঃ, এইরূপই তাঁহার ধারণা।

স্মিথ একখানি কাগজ পরীক্ষা করিতে করিতে বলিল, "কর্ত্তা, মর্ণিংপ্রেস ও অন্যান্য দৈনিকের ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে যে লোকটার নাম দেখা গিয়াছিল—তাহার নাম কি টমাস্ হ্যাগার্ট নয়? এই কাগজে টমাস্ হ্যাগার্ট নামক একটা পকেট-কাটা আসামীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখিতেছি! সে একজন ভদ্রলোকের পকেট মারিবার সময় ধরা পড়িয়া এবর ষ্ট্রীটের পুলিশ-কোর্টের বিচারাধীন আছে। পল সাইনস্ যে দিন সেই পুলিশ-কোর্টে উপস্থিত হইয়া আমাদের নাকের জলে চোখের জলে এক করিয়াছিল, এ সেই দিনেরই ঘটনা!"

মিঃ ব্লেক স্মিথের কথা শুনিয়া সেই দৈনিকখানি তাহার হাত হইতে টানিয়া লইলেন। তিনি সেই ফৌজদারী মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণটি গভীর মনোযোগের সহিত দুই তিনবার পাঠ করিলেন। তিনি তাহা পাঠ করিয়া জানিতে পারিলেন —টমাস্ হ্যাগার্ট নামক একটা চামার এবর ষ্ট্রীটের পুলিশ-কোর্টে পল সাইনসের বিচার দেখিতে গিয়া একজন ভদ্রলোকের পকেট মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সেই অবস্থায় ধরা পড়ায় সেই দিন অপরাহ্ণে তাহাকে পুলিশ-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ

হেড্‌লের এজলাসে আসামীর কাঠরায় হাজির করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার মামলা তিন দিন মুলতুবি রাখেন, ও সেই তিন দিনের জন্ত তাহার হাজত-বাসের আদেশ প্রদান করেন।

"তিন দিনের জন্ত তাহার হাজত-বাসের আদেশ প্রদান করেন"—দৈনিকে এই কয়েকটি কথা পাঠ করিয়া হঠাৎ আর একটা কথা তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন—হাজত-বাসের আদেশ হওয়ায় আসামী তিন দিনের জন্য ব্রিক্সটনের কারাগারে প্রেরিত হইয়াছে; আর পল সাইনসের দুই পুত্র—ম্যাল্‌কম বার্টন ও প্রোফেসার সেপ্টিমস্ কস্ ব্রিক্সটনের কারাগারে প্রেরিত হইয়াছিল। তাহাদের মামলা তখন পর্য্যন্ত মুলতুবী ছিল, এবং তাহারাও হাজতের আসামী।

মিঃ ব্লেক ভাবিলেন, "পল সাইনস্ কি এই টমাস্ হ্যাগার্টের মারফৎ তাহার কারারুদ্ধ পুত্রদ্বয়ের নিকট কোন গোপনীয় সংবাদ পাঠাইয়াছে, এবং সেই জন্যই কি দৈনিকের ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে লিখিয়াছে—'টমাস্ হ্যাগার্টের সন্ধান কর'?"—হাজতের আসামীরা কোন কোন সময় পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাতের সুযোগ পায়, এমন কি, তাহাদিগকে গল্প করিতে দেখিলেও তাহাতে বাধা দেওয়া হয় না—ইহা তিনি জানেন। তিনি স্বয়ং দেখিয়াছেন—ব্যায়ামের সময় তাহারা এক স্থানে সমবেত হইয়া গল্প করে, পরস্পরের নিকট মনের কথা প্রকাশ করে।

আর একটা কথাও বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের মত হঠাৎ তাঁহার মস্তিষ্কে আলোকের একটি রেখা পাত করিয়া গেল!—তিনি মনে মনে বলিলেন, "টমাস্ হ্যাগার্ট তিন দিনের জন্ত হাজতে গিয়াছে, কাল সেই তিন দিন শেষ হইয়াছে; সুতরাং আজ তাহার অপরাধের বিচারের জন্ত তাহাকে এবর ষ্ট্রীটের পুলিশ-কোর্টে পুনর্ব্বার হাজির করা হইবে।"

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ তাঁহার হাতের ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং তাড়াতাড়ি চেয়ার ত্যাগ করিয়া পোষাক পরিতে লাগিলেন; সেই সময় স্মিথকে বলিলেন, "স্মিথ, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে টেলিফোনে জানাও—সে বেলা এগারটার সময় এবর ষ্ট্রীটের পুলিশ-কোর্টে উপস্থিত হইয়া আমার সঙ্গে দেখা করিবে।"

স্মিথ মিঃ ব্লেকের এইরূপ ভাবান্তরের কারণ বুঝিতে পারিল না; সে ভাবিল, "কর্ত্তা হঠাৎ এরূপ চঞ্চল হইলেন কেন? উঁহার ত এখন বাহিরে যাইবার কথা ছিল না; তাড়াতাড়ি পুলিশ-কোর্টেই বা কেন যাইতেছেন? আবার ইন্স্পেক্টর কুট্সকেও সেখানে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে বলিলেন! কর্ত্তার কখন কি খেয়াল হয়—তাহা বুঝিবার উপায় নাই!"

কিন্তু স্মিথ মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "স্মিথ তুমিও আমার সঙ্গে চল। মজা দেখিবার জন্য তোমার আগ্রহ খুব বেশী—সে কথা আমি ভুলি নাই।"

স্মিথ খুসী হইয়া তাড়াতাড়ি পোষাক পরিয়া লইল। মিঃ ব্লেক তাহাকে সঙ্গে লইয়া পথে আসিলেন, এবং একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিলেন, তাহা সুইফ্ট-সিয়োরের ট্যাক্সি নহে।

বেলা এগারটা বাজিবার দুই একমিনিট পূর্ব্বেই তাঁহারা এবর ষ্ট্রীটের পুলিশ-কোর্টে উপস্থিত হইলেন। ইন্স্পেক্টর কুট্সও অন্য একখানি ট্যাক্সি হইতে নামিয়া মিঃ ব্লেকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি ব্যগ্র ভাবে বলিলেন, "ব্যাপার কি ব্লেক! হঠাৎ আমাকে নাকে দড়ি দিয়া আবার এখানে টানিয়া আনিলে কেন? আজও এখানে পল সাইনসের দেখা পাইবার সম্ভাবনা আছে না কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যেখানে তাহাকে দেখিবার আশা থাকে, সেখানে তাহাকে পাওয়া যায় না; কিন্তু যেখানে তাহাকে দেখিবার সম্ভাবনা নাই, সেখানে তাহার সাক্ষাৎ মিলিতেও পারে। যে গাছে পাখী নাই, পাখী শিকারের জন্য সেই গাছের নীচে বন্দুক লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া লাভ নাই জানি; তথাপি যদি পাখী হঠাৎ উড়িয়া আসিয়া গাছের ডালে বসে—এই আশায় বৃক্ষমূলে আসিয়াছি। কুট্স, চল এজলাসে যাই। কয়েকটা মামলার বিচার দেখা যাইবে। আজ ত আর কাঁদুনে বোমার ভয় নাই।"

ইন্স্পেক্টর কুট্স মিঃ ব্লেকের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; বাজে

মামলার বিচার দেখিবার জন্ত তাঁহার আগ্রহ না থাকিলেও তিনি মিঃ ব্লেক ও স্মিথের সহিত ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে প্রবেশ করিলেন।—সে দিন এজলাসে স্থানাভাব হইল না।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মন ভাল ছিল না, গত তিন দিন দিবারাত্রি নানা স্থানে ঘুরিয়াও তিনি পল সাইনসের সন্ধান করিতে পারেন নাই ; তাহার উপর বড় সাহেবের তাড়া! আহার নিদ্রার অবসর ছিল না, মেজাজও অত্যন্ত খিট্‌খিটে হইয়া উঠিয়াছিল।

পুলিশ-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হেড্‌ল নির্দ্দিষ্ট সময়েই এজলাসে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পুলিশ-কোর্টের বিচার। ম্যাজিষ্ট্রেট এক একটা মামলা ধরেন আর পাঁচ সাত মিনিটে শেষ করেন! আসামী কাঠরায় উঠিতে না উঠিতে রায়-প্রকাশ!

এই ভাবে তিন চারিটি মামলার বিচার শেষ হইল। বেলা বারটার সময় পেস্কার হাঁকিল, “হাজতের আসামী টমাস্ হ্যাগার্ট!”

এই নাম শুনিয়াই ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সোজা হইয়া বসিলেন, এবং প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিলেন। মিঃ ব্লেক তখন নবাগত আসামী টমাস্ হ্যাগার্টের মুখের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন। আসামীর পরিচ্ছদ মলিন, তাঁহার মুখ দন্তহীন, মাথায় টাক, মুখে লম্বা পাকা দাড়ি গোঁফ। বার্দ্ধক্যভারে সে ঈষৎ কুব্জ। এই প্রকার প্রাচীন ব্যক্তির বিরুদ্ধে পকেট মারার অভিযোগ!

পুলিশ-কোর্টের সার্জ্জেণ্ট বিচারারম্ভের পূর্ব্বেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “হুজুর, এই মামলার ফরিয়াদী আদালতে গর-হাজির। (has failed to put in an appearance.) পুলিশ আসামীর অপরাধ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছিল, কিন্তু আসামীর প্রতিকূলে কোন সাক্ষী বা প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারে নাই।”

ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হেড্‌ল বলিলেন, “এ অবস্থায় আসামীকে সন্দেহের সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে।—আসামী খালাস। ইহার পরে কোন্ মামলা আছে —ডাক।”

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কাঁধে আঙ্গুলের খোঁচা দিয়া বলিলেন, “কুট্‌স,

শীঘ্র বাহিরে চল।"—তিনি তাড়াতাড়ি এজলাস ত্যাগ করিলেন ; স্মিথ তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

এক মিনিট পরে পকেট-মারা মামলার সেই আসামী কাঠরা হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে কম্পিত পদে এজলাসের বাহিরে আসিল। সে টুপিটী হাতে লইয়া, নিষ্প্রভ নেত্রের ক্ষীণ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া আদালত হইতে নামিতেছিল—সেই সময় মিঃ ব্লেক দৃঢ় মুষ্টিতে তাহার হাত ধরিয়া অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "নমস্কার মিঃ হ্যাগার্ট ! আপনি আমার সঙ্গে ঐদিকে একটু চলুন ত ; বেশীদূর যাইতে হইবে না, ঐ যে ওপাশে পুলিশের ফাঁড়ি দেখিতেছেন, ঐ পর্য্যন্ত যাইলেই চলিবে। সেখানে দুই চারিটি কথা শেষ হইলেই আপনাকে আপনার আসল নামে ব্রিক্সটনের কারাগারে পুনঃ-প্রেরণ করা হইবে মিঃ পল সাইনস্ !"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন, "কুট্‌স, তোমার আসামী হাজির ! হাতকড়ি লাগাও। অনেক কষ্টে উহাকে হাতে পাওয়া গিয়াছে ; আর পলাইতে না পারে।"

ছদ্মবেশী পল সাইনস্ ধরা পড়িয়াছে বুঝিয়া অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, এবং মিঃ ব্লেকের কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করিল ; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স চক্ষুর নিমেষে তাহার হাতে হাতকড়ি আঁটিয়া দিলেন। পল সাইনস্ ক্ষ্যাপা নেক্‌ড়ের মত (like a rabid wolf.) তখনও লম্ফ-ঝম্প করিতে লাগিল ; কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহার হাত ধরিয়া সজোরে একটা হ্যাঁচ্‌কা টান দিয়া তাহাকে অদূরবর্ত্তী ফাঁড়ির দিকে লইয়া চলিলেন। পল সাইনস্ অগত্যা শান্তভাবে সেই পথটুকু অতিক্রম করিল। কিন্তু সে বিকট হাসি হাসিয়া বলিল, "রবার্ট ব্লেক, আজ তুমি আমাকে পরাস্ত করিয়াছ ; কিন্তু মনে করিও না, আমাদের যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। শীঘ্রই আমি জয়লাভ করিব, এবং তুমি পরাজিত হইবে। পল সাইনস্‌কে আটক করিয়া রাখিতে পারে এরূপ কারাগার এখনও নির্ম্মিত হয় নাই।"

আধ ঘণ্টার মধ্যে লণ্ডনের সর্ব্বস্থানে পল সাইনসের গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রচারিত হইল। এই সংবাদে লণ্ডনের জন সাধারণ আনন্দে অধীর—উন্মত্তপ্রায়

হইল। সকলেরই মুখে ঐ এক কথা, "পল সাইনস্ সত্যই এবার ধরা পড়িয়াছে! এতদিন পরে আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম। দেশের শত্রু—সমাজের শত্রু আজ বন্দী! কি আনন্দ!"

মিঃ ব্লেক সার হেনরী ফেয়ারফক্সের সহিত সাক্ষাৎ করিলে সার হেনরী তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিয়া, তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। পল সাইনস্ এভাবে ধরা পড়িবে, মহাসমুদ্র অবহেলায় পার হইয়া আসিয়া গোষ্পদের জলে ডুবিবে—ইহা তিনি কোন দিন আশা করিতে পারেন নাই; কিন্তু বিধাতার বিধান এইরূপ বিচিত্র!

মিঃ ব্লেক সার হেনরীর খাস-কামরার বাহিরে ইন্স্পেক্টর কুট্‌সকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "পল সাইনস্ ধরা পড়িল বটে, কিন্তু সে অদ্ভুত চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছিল কুট্‌স! সে জানিত তাহার দুই পুত্র বিচারের প্রতীক্ষায় হাজতে আছে, এবং তাহাদিগকে ব্রিক্সটনের কারাগারে আবদ্ধ করা হইয়াছে। সে তাহাদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য অপরাধী সাজিয়া ব্রিক্সটনের কারাগারে প্রবেশ করিয়াছিল। তিন দিন হাজত-বাসের পর তাহার অপরাধের বিচার হইলে তাহার অপরাধ সপ্রমাণ হইবে না—সুতরাং সে মুক্তিলাভ করিবে, এ সম্বন্ধেও তাহার সন্দেহ ছিল না, কারণ ফরিয়াদী তাহারই দলের লোক।"

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "হাঁ তাহার চাতুরী প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু তুমি কিরূপে তাহার এই কৌশল আবিষ্কার করিলে তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কাজটা আমার পক্ষে কঠিন হয় নাই। পল সাইনস্ সেদিন ম্যাজিষ্ট্রেটের ছদ্মবেশে আমাদের চক্ষুতে অশ্রুর স্রোত বহাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের খাস-কামরার ভিতর দিয়া পলায়ন করিলে, খাস-কামরায় তাহার পরচুলা, কাল কোট ও বাঁধানো দাঁতগুলি একখানি চেয়ারের উপর পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম। সে পলায়ন করিয়া লোকের ভীড়ে মিশিয়া গিয়াছিল; তাহার পর তাহার দলের একজন লোককে ধরিয়া তাহাকে দিয়া পকেট-মারার অভিযোগ আনিয়াছিল। সে টমাস হ্যাগার্ট নামে আত্মপরিচয় দিয়া ব্রিক্সটনের কারাগারে প্রবেশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু টমাস হ্যাগার্টকে কিজন্য আমার সন্দেহ

হইয়াছিল, তাহা তোমার না বলিলেও ক্ষতি নাই। তবে এ কথা সত্য যে, সে লণ্ডনের আর কোনও স্থানে ব্রিক্সটনের কারাগার অপেক্ষা নিরাপদ আশ্রয় পাইত না। তোমরা লণ্ডনের সর্ব্বস্থানে তাহার অনুসন্ধান করিয়াছিলে, কিন্তু ব্রিক্সটনের কারাগার খুঁজিয়া দেখিবার জন্য কি তোমাদের আগ্রহ হইয়াছিল? কোন দিন কি ভাবিয়াছিলে নিরাপদ হইবার জন্য সে সেই কারাগারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "না, ইহা আমাদের কল্পনাতেও স্থান পায় নাই! কে জানিত আমাদের চোখে ধূলা দেওয়ার জন্য সে কারাগারে আশ্রয় গ্রহণ করিবে?—কিন্তু এখন কথা এই যে, তাহাকে কি সেখানে দীর্ঘকাল আটক করিয়া রাখা কারাধ্যক্ষের সাধ্য হইবে?"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না; কিন্তু পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় শীঘ্রই এই প্রশ্নের উত্তর জানিতে পারিবেন। সে ধরা পড়িয়া বলিয়াছিল—তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে পারে—এখনও সেরূপ কারাগার নির্ম্মিত হয় নাই। ইহা কি নেকড়ের অসার আস্ফালন?

সমাপ্ত

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র কুমার রায় প্রণীত

নবপ্রকাশিত সুবৃহৎ উপন্যাস

সোনার পাহাড়

একাধারে উপন্যাস, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, এবং আমেরিকার দুর্গম প্রদেশের অপরিজ্ঞাত অংশের আবিষ্কার-কাহিনী। উপন্যাসের প্রধান নায়ক ফেল্‌জি জাহাজের নাবিক। সে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর-বক্ষে একখানি ভেলা ভাসিতে দেখিয়া কয়েকজন সহকর্ম্মীর সহিত জাহাজ হইতে সেই ভেলায় অবতরণ করে। কিন্তু ভেলায় তাহারা একটি মৃতদেহ, এবং সিন্দুকের ভিতর একটি নরমুণ্ড ও রাশিকৃত পাকা সোনা দেখিতে পায়। ভেলার আরোহীর 'ডায়েরী' পাঠ করিয়া তাহারা সোনার পহাড়ের সংবাদ জানিতে পারে। তাহার পর তাহারা অসংখ্য লোমহর্ষণ বিপদরাশি অতিক্রম করিয়া কত কষ্টে সোনার পাহাড়ে উপস্থিত হইল, এবং সেখানে তাহাদের ভাগ্যে কি ঘটিল, তাহার কৌতুকাবহ লোমহর্ষণ বিবরণ পাঠ স্তম্ভিত হইতে হইবে। এরূপ বিস্ময়কর, ঘটনা-বৈচিত্র্যপূর্ণ উপন্যাস বঙ্গ-সাহিত্যে দুর্লভ। ইহার ছাপা, কাগজ বাঁধাই প্রথম শ্রেণীর। প্রায় পৌনে চারিশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; কিন্তু মূল্য অতি সুলভ।

দুই টাকা মাত্র।

রহস্য-লহরী আফিসে পাওয়া যায় না; সেখানে পত্র লিখিবেন না। নিম্ন-ঠিকানায় প্রকাশকের নিকট প্রাপ্তব্য। মফস্বলের গ্রাহকগণ নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখিলেই ভি, পি, ডাকে তাঁহারা সোনার পাহাড় পাইবেন।

প্রকাশক

আর, এইচ, শ্রীমানী এণ্ড সন্স

২০৪ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।